আমরা কি ও কে

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়



গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

তিন টাকা

তৃতীয় সংস্করণ

আমার জীবন-সন্ধ্যায়—ভাগ্যলব্ধ

সুহৃদ্বর

বিশ্ব-বরেণ্য-কবি শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মহাশয়কে

পরম শ্রদ্ধায়

নিবেদিত।

৺কাশীধাম
২৫শে বৈশাখ ১৩৩৪ } শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১। লেখাগুলি ইতিপূর্ব্বে—অলকা, ভারতবর্ষ, বিজলী ও উত্তরায় প্রকাশিত হয়েছিল।

২। আমার প্রীতিভাজন কবি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাগুলি দেখে দিয়ে আর স্নেহাস্পদ শ্রীযুক্ত সুরেশ চক্রবর্ত্তী প্রুফ্ দেখে দিয়ে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন।

গ্রন্থকার

আমরা কি ও কে

(লিপি-চিত্র)

আমরা কি ও কে

১

ঘটনাটার পর প্রায চল্লিশ বছব চলে গেছে।

সেদিন বিড্‌ন্‌-স্কয়ারে বিশ্বেস মশাব লেক্‌চার;—subject (বিষযটা) ছিল—"আমরা কি ও কে"? সময বেলা তিনটে।

দিনটা শনিবার থাকায—কলেজের ছেলেয স্কযার ছেযে গেল। আপিসের লোকও এসে পৌঁছে গেল।

বক্তা বিশ্বেস মশাই—তখনকাব বড় বাগ্মী বাঁড়ুয্যে মশার ডান্‌ হাত। যেমন গুরু তেমনি চেলা। এঁর বক্তৃতাযও চতুর্দ্দিকে বাহবা পড়ে গেছে।

বক্তৃতা যখন মধ্যম ছেড়ে পঞ্চমে পৌঁচেছে,—আমরা মুগ্ধ হ'যে শুন্‌ছি,—কানে গেল—"প্রসব বটে"। (admirable delivery) ফিরে দেখি—আমাদের কালাচাঁদ খুড়ো।

যোগিন-সেন—সোণার বেনে,—আমাদের ক্লাশ-ফেলো,—কেবলি তখন আমাব কামিজ ধরে টান্‌চে। বিরক্ত হযে বল্লুম—"কি কর!" সে ব'ল্ল—"কি ছাই শুন্‌চো,—ঐ লোকটির আংটিটে একবার চেযে দেখ।" আমি পাপ মেটাবাব তরে, একবার চেযেই বল্লুম,—"হ্যাঁ—তা কি হযেছে?"—সে বল্লে "ওটা কিসের বল'

দিকি ?” বক্তৃতার দিকে কান খাড়া রেখেই বল্লুম্—“সোণার।” এবার সে বিরক্ত হয়ে বল্লে—“সেটা সবাই জানে;—পাথরখানা কি ?” জ্বালাতন হয়ে বল্লুম—“আমার তা জেনে দরকার? বামনের ছেলে—বাণলিঙ্গ, শালগ্রাম আর গয়েশ্বরী চিন্‌লেই হল; মাপ কর’ ভাই—শুনতে দাও।” সে বল্লে—“অমন একখানা বেদাগ হীরে দেখতে পাওয়া যায় না।” আমি আর উত্তর দিলুম না।

বক্তৃতা তখন তিনপো পথ পেরিয়েছে। বক্তা খুব জোর-গলায় শুনিয়ে দিলেন—“আমরা সেই ভীমার্জ্জুনের বংশ। নদী তার উৎস-মুখ হ’তে যত সুদূর হয়ে পড়ে, ততই তার বেগ মন্দীভূত হয়ে আসে, কিন্তু সর্ব্বত্রই তার সত্বা এক,—প্রয়োজনে তা প্রকাশ পায়। ইচ্ছা হলেই পদ্মা আজো শত শত গ্রাম নগর সৌধাদি, অবলীলা-ক্রমে গ্রাস ক’রে থাকে। যদিও আমরা বহুদূরে এসে পড়েছি, কিন্তু আদি যে আমাদের সেই ভীমার্জ্জুন,—মাঝে মাঝে বাঁধন্ দেখলেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়,—রাজা গণেশ, সীতারাম, কেদার রায়, প্রতাপাদিত্য, আশানন্দ, রঘু (ডাকাত), মোহনলাল প্রভৃতি। জেনো,—কিছুই হারায় নি। সেই বল্, সেই বীর্য্য, সেই সাহস,—এই দেহে—এই ধমনীতে অন্তঃশীলা বর্ত্তমান। দরকার হলেই সব জেগে উঠ্‌বে, সব দেখা দেবে। কেবল একটু অনুশীলন, আর শরীরের দিকে দৃষ্টি রাখা চাই। বল্ বাড়াও। ঘি, দুধ, মাংস খেলেই যে শক্তি আসে, আমি তা স্বীকার করি না। দ্বাদশ বর্ষ বনবাস কালে, কখনই পাণ্ডবদের ঘি, দুধ জোটে

নি ; আর তাঁরা যেরূপ কৃষ্ণভক্ত ছিলেন,—নিশ্চয়ই পাঁটা খেতেন না। তোমরা যা-ই খাও না কেন,—সকলে এক্ এক্ মুঠো ভিজে ছোলা খেতে ভুলো না। তোমাদের কাছে আমার এই শেষ অনুরোধ।" ইত্যাদি ঘোর করতালির মধ্যে ভিড় ভাংলো।

বলাই নিষ্প্রয়োজন যে বক্তৃতাটা বাংলায় হয় নি। সেদিন বিশ্বেস মশার মুখ যেন ভিসুভিযসের ফাট্‌ল্ হযে দাঁড়িযেছিল,—ইংরেজির আগুন ছুটে গেল !

দেখি অনেকেই মুষ্টি দৃঢ়বদ্ধ করে, ঘুরিযে ফিরিযে দেখচেন। সেদিন কারুর আর মাজা-ভাঙ্গা চাল্ দেখলুম না।

* * * *

আমরা হাওড়া রেলের Daily-passenger (রোজকার যাত্রী); তায আজ শনিবার,—রেল-মুখো লোকই বেশী। সাড়ে পাঁচটার ট্রেণ ধরবার মতলব সকলেরই। সকলেই দলে দলে বক্তা আর বক্তৃতার প্রশংসা করতে করতে চলেছে। কেহ বল্‌চে আলবৎ Oration (বক্তৃতা বটে); কি pronunciation (উচ্চারণ!) —তেমনি কি accent (দমক্)! একজন বল্লেন—"অমন একটা 'notwithstanding' কেউ বলুক্ দিকি!" অপর একজন বল্লেন—"আর ঐ doomed কথাটা,—ওঃ—এখনো যেন মগজের মধ্যে বোঁ বোঁ ক'রে vibrate করচে (কাঁপচে)! ইত্যাদি—

দেখি কালাচাঁদ খুড়ো ঝাঁ ক'রে তাঁর মোম্‌জামার কোটটার (সেটি আলপাকার হলেও অধুনা মোম্‌জামায় রূপান্তরিত হয়েছিল)

—একটা আস্তিন আমূল গুটিয়ে, বাহুটা right-angleএ (সম-কোণে) তুলে ফেল্লেন্।

জিজ্ঞাসা করলুম—"কিছু ঢুক্‌লো নাকি ?" তিনি উত্তর করলেন—"না বাবাজি ; গুল্‌টো একবার দেখছিলুম,—সেই ভীম-গুল্, বেমালুম হয়ে ব্যাঁকারি দাঁড়িয়ে গেছে বাবা ! ছোলা খেতেই হল।" একটু চিন্তার পর,—"সকলের ধাত সমান নয়—তাই ভয় হয়।"

সারদা ক্যাম্বেলে পড়ে, সে বল্লে—"কেন তাতে ভয়ের কি আছে ! যেমন সইবে তেমনি খেলেই হ'ল। উনি ত' আর বলেন নি—সবাইকে সমান খেতে হবে।"

খুড়ো বল্লেন—"তা ত বুঝলুম, কিন্তু কথাটা কম বেশী নিয়ে নয় বাবাজি ! ওই ভিজে ছোলা খেয়ে ঘোড়াগুলো—বলের থরমামেটর্ দাঁড়িয়ে গেল ; সিঙ্গি শার্দ্দূল হটে গেল ; বড় বড় বলের হিসেবটা Horse-powerএর (অশ্ববলের) তুলনায় বুঝতে হয়,—Tiger-power কি Lion-powerএর (বাগ সিঙ্গির বলের) নামও কেউ করে না। জিনিস খুব ভাল,—কিন্তু ধাত আর জাত বুঝে বাত। তোতাগুলোও ঘোড়ার মতই ভিজে ছোলা খায়, আর বড় বড় বুলি আওড়ায়, কই পায়ের ছেকলটাও ত ছিঁড়তে পারে না ;—তবে বলা যায় না, ছোলা খেতে খেতে কালে তারা পক্ষীরাজ ঘোড়ায় দাঁড়িয়ে যেতেও পারে !"

এই ব'লে, মাথা তুলেই খুড়ো হঠাৎ চোম্‌কে,—দু'হাত জোড় করে শূন্যে নমস্কার করলেন।

চেয়ে দেখি—পশ্চিম কোণে পাহাড়েমেঘ মাথা তুল্‌চে !

নরেন বল্লে—"ওটা কি হ'ল ?" খুড়ো উত্তর করলেন—"ঐটেই চাকরির মূলধন বাবাজি ;—ওতে মেজাজটা একটু নোরমে দেয়,—ওটা মযদানবের ময়েন্! জানি না ত'—যিনি দেখা দিয়েছেন, উনি কি মূর্ত্তি ধরবেন, তাই আগুসারটা করে রাখলুম। আর কথা নয় বাপ্ধনেরা,—দু-কদম্ বেযে চল।—বেগুন কেনা আর হ'ল না।"

২

খুড়ো ছিলেন আমাদের পথের সম্বল,—ছিরামপুরের Daily passenger (নিত্য-যাত্রী।) তিনি যে গাড়ীতে উঠতেন, সে গাড়ীতে লোক ধ'রত না—কেবল দুটো কথা শুনতে। পথে খুড়োকে কথন একা যেতে দেখি নি,—সাথে দু'চারজন আছেই। সময় কাটাবার এমন সঙ্গী দুনিযায দু'চারটি। দুঃখের দুর্ব্বহ জীবন, তাঁর হাওযায হালকা হযে যেত। কিন্তু খুড়োকে কথন বাজে কথা কইতে শুনি নি। তাঁর কথা অনেকে কেবল উপভোগই ক'রত—সেটা যে সেরেফ ফাঁকা কথা নয়, সেটা যে সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্যভেদও করে চলেছে, সে দিকে সকলের নজর প'ড়ত না।

যা'হক—হঠাৎ মেঘটা মাঝে পড়ে কথাটা বন্ধ ক'রে দিলে। আমরা বিশগজ এগুই ত' মেঘ যেন নাগিনীর মত ফণা বিস্তার ক'রে বাইশ গজ তেড়ে আসে। যখন তার প্রলয় নিশ্বাস এসে গায়ে লাগ্লো, তখন আমরা পোলের কোণে পা বাড়িয়েছি মাত্র।

উনোপঞ্চাশ বাযুর মধ্যে আজকাল দেখতে পাই কেবল—

দমকা-হাওয়া, ঝড়ো-হাওয়া, পাগল-হাওয়া, উতল-হাওয়া, এই কটাই লেখকদের কাছে বেশী রকম যাওয়া আসা করছে। মলয় সমীর, মৃদু বায়, মন্দ মারুতটা মন্দা পড়ে এসেছে। কিন্তু সেদিন আমাদের যে হাওয়াটা এসে লেগেছিল, সেটা বোধ হয় বেদম-হাওয়া, কি বেদমকা-হাওয়া ছিল। প্রথম দাপটেই সে আমাদের দম বন্ধ করে দিয়ে, এমন বাহাল হয়ে রইল যে, সকলকেই পেছন ফিরে বসে পড়তে হল! সে হাওড়া-পারের পথের ধুলো সঙ্গে ক'রে এনে—ছড়িয়ে চোখ মুখ বুজিয়ে দিলে; ঐ সঙ্গে ওপারের পথের পাথর-কুচি নিয়ে Volly fire (ছট্রা ছাড়তে) আরম্ভ করে দিলে। বৃষ্টিটাও সজোরে আর সতেজে অজস্র শরের মত এসে প'ড়ল। সে কি প্রলয় সংগ্রাম!

কেউ তখন পোলের মুখে, কেউ কিঞ্চিৎ এগিয়ে। কিন্তু কেউ ফিরে কোথাও আশ্রয় খুঁজলে না,—বসে বাঁধা-মার খেতে লাগল! সেই আকাশ ভরা ঘনকৃষ্ণ মেঘ,—রণচণ্ডিকার মূর্ত্তি ধরে, তাঁর তাড়নার-তূণ শূন্য ক'রে ফেলতে লাগলেন; কিন্তু বাড়ীমুখো ভীমের বংশের—ভ্রূক্ষেপ নেই! গর্ত্তে মুখ ঢোকালে সাপকে যেমন টেনে বার করা যায় না, এই প্রলয়ঙ্করীও এদের পোল থেকে পাছু হটাতে পারলেন না। কেউ আর কলকেতার মাটিতে পা-টি বাড়ালেন না!

এটা আমাদের দেহের শক্তি, কি মনের বল, ঠিক্ বোঝা গেল না;—সেই ট্রেণে বাড়ী যেতেই হবে! কেন? কি শান্তি, কি ঐশ্বর্য্য সেখানে অপেক্ষা করে আছে? ট্রেণে স্থির হয়ে

বসবার পর, এই প্রশ্নটা যখন ওঠে, তখন খুড়োই বলেছিলেন—"দারুণ দৈন্য আর রোগ শোক অনটন বুকে ক'রে যে একখানি জীর্ণ শীর্ণ ম্লান মুখ,—প্রসন্নতার প্রলেপে বিষণ্ণতা ঢেকে, দিনের পর দিন নীরব সেবায়,—সেই স্যাঁৎসেঁতে বাড়ীর একটুখানি উঠোন, দুখানি কুট্‌রি আর দাওয়া-টুকুতে অবিশ্রাম ঘুরে ঘুরে কাটাচ্চে,—শত অশান্তির মধ্যে সে-ই আমাদের টেনে নে-যায়!" কথাটা শুনে সেদিন অন্তর থেকে নমস্কারটা খুড়োর পায়ে গিয়ে ঠেকেছিল। খুড়োর পাঁজরাগুলো ঝাঁঝরা ক'রে দেশের কত বেদনাই যে বাসা বেঁধে ছিল, তাঁর ভাষায় তা ধরা প'ড়ত না।

আমাদের সঙ্গে একদল ইউরেসিয়ান কেরাণীও ঢুকে পড়েছিলেন, এরাও Daily-passenger (নিত্য-যাত্রী)—কেউ শ্রীরামপুর, কেউ হুগলী, কেউ চন্দননগর থেকে আসতেন। বোধ হয় আমাদের সাহস দেখে,—পেছু হঠে নীচু হতে পারেন নি।

পাঁচ সাত মিনিট বাঁধা-মার খাবার পর আর পারা যাচ্ছিল না। কে একজন বলে উঠল—"আয় না—forward,—এগিয়ে পড়।" খুড়ো বল্লেন—"কিন্তু sitting march, rather—গুঁড়িমেরে মার্চ্চ বাবাজি।" উঠে-পড়ে সকলেই গতিশীল হওয়া গেল,—কিন্তু গেঁড়ির চালে!

পোলের পাখ্‌না (wings) পার হয়ে ফাঁকায় পড়তেই—ঝড়ের প্রভাবটা পাঁচগুণ বেশী বলে বোধ হ'ল। ভিড়ের মধ্যে দু' এক জন বৃদ্ধও ছিলেন। তাঁরা ছাতা খুলতেই ফুটপাথ্ থেকে ঠিক্‌রে মাঝপথে

চিত্তপাত ! সঙ্গে সঙ্গে ছাতাগুলো হাত ছাড়িয়ে হাউইয়ের মত উড়ে যে কোথায় গেল কেউ দেখতে পেলে না। কেবল—ভীত বিপন্ন বৃদ্ধদের মুখে—"মধুসূদন, মধুসূদন" রব বার দুই শোনা গেল। ফিরিঙ্গীদের দু'তিনটে টুপিও মা-গঙ্গা নিলেন।

খুড়োর কথাই সবাইকে মান্‌তে হল, গুঁড়ি-মার্চ্চ ছাড়া গতি রইল না। জলের ঝাপ্টায় দম বন্ধ হয়ে যায়—বুক্‌চিতিয়ে চলবার যো নেই। কেউ রেলিং ধরে, কেউ উবু হয়ে, কেউ গুঁড়ি মেরে (যেবা সাধ্য হয়) চলা গেল ;—এই "মুরারেস্তৃতীয় পন্থা" পর্য্যন্তই বাস্,—চতুর্থ কিছু ছিল না।

এই ভাবে প্রায় আড়াই-পো পোল পেরিয়ে দেখি—বিশ পঁচিশ জনের জমায়েত ;—সরেও না, দাঁড়ায়ও না, কেবল পা-ঘষে, আর পোলের মাঝে চায় ! চেয়ে দেখি—কাজিম গায়ে এক জোয়ান পুরুষ গাড়ীর-পথে পড়ে হাত-পা ছুঁড়চে ! পড়ে গিয়ে এমন হয়েছে, কি ওপরদে গাড়ী গিয়েছে জিজ্ঞেস করে কারুর জবাব পাই না। সকলেই 'জানি না' বলে, আর ষ্টেশনের দিকে চলে। সে ভিড় সাফ্‌ হয়ে গেল।

খুড়ো নাবতে, আমরাও 'ফুট্‌পাথ' ছেড়ে নেবে পড়লুম। গিয়ে দেখি—সুন্দর এক বলিষ্ঠ যুবা, দাঁতে দাঁতে লেগে গেছে, কস্ বেয়ে দু'চার ফোঁটা রক্তও গড়াচ্চে। ব্যাপার কি ?

খুড়ো সকলের দিকে চেয়ে বল্লেন—"ট্রেণে ত' প্রায়ই দেখতে পাই,—কেউ চেন হ্যা !"

শুনেই অর্দ্ধেক লোক সোজা পাড়ি দিলে, বাদবাকির মধ্যে

দু'তিনজন মুখ চাওয়া-চাউই করতে লাগলো। খুড়ো তাদের বল্লেন —"চেন কি ?" একজন আম্‌তা-আম্‌তা করে বল্লে—"হ্যাঁ-তা ও আমাদের কেউ নয়,—ও কোন্নগরের কিশোরী।"

খুড়ো—"ওঃ, তবে ত' কেউ নয়-ই !"

খুড়োর কথা সাঙ্গ না হতেই তিন জনেই হাওড়া মুখো হ'ল ! দুর্য্যোগ তখনো সমানই চলেছে।

দলে দলে লোক ঝোঁকে,—উঁকি মারে আর চলে যায়। এদের অনেকেই বিড্‌ন্‌-স্কয়ারের ফেরৎ। কেউ বা বলে—"এস হে— আমরা আর কি কোরব ?"

শুনে খুড়ো বল্লেন—"সে কি ! আমরা সেই ভীমের ডাইলিউটেড ডিম,—ছোলা চালালেই ফুট্‌ব, নিজেকে চিন্তে পারব' ! একবার হাতটা লাগাও না—"

তাদেরও একজন বল্লে—"এ যে কোন্নগরের কিশোরী !"

খুড়ো বল্লেন,—"বটে !—ব্রজের প্যারী নয় ?—তবে থাক। এর কেষ্ট আলাদা।"

এ দলও সরে গেল। কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকাও দুষ্কর। কেবল খুড়োর খাতিরে—মহেন্দ্র, সাতকড়ি আর আমি তখনো খসি নি।

খুড়ো বল্লেন—"দূরে কিছু দেখাও যাচ্ছে না, ঘোড়ার গাড়ীর শব্দও পাচ্চি,—এর ওপরদে না চলে যায়। একবার হাত লাগাও ত' বাবাজীরে ফুট্‌পাৎ ঘেঁষে রাখবার চেষ্টা করি।"

চারজনে অতিকষ্টে সে কাজ করা গেল ; কিন্তু দাঁড়ান ত' আর যায় না। দেখছি—খুড়ো কিন্তু উবু হয়ে বরাবর পিঠের ওপর ঝড়ের

সব বেগটা স'য়ে, কিশোরী নাক মুখটা বাঁচাচ্চেন,—দম বন্ধ হয়ে না যায়। সে সময়েও খুড়োর খোস্-মেজাজ কিন্তু ঠিক্ই আছে; তিনি বল্লেন—"কিছু ভেব না বাবা, ও জার্ডিনের বাড়ীর কেরাণী—যমের অধিকার নেই। কেরাণী মরে না,—সাহেবের Sanction (মঞ্জুরী) চাই!"

কিশোরী তখন কাট মেরে গেছে হাত পা ছোঁড়া আর নেই।



সেই তুমুল তাণ্ডবের মধ্যে হঠাৎ কানে এল—"The hollow Oak our palace is—Our heritage the Sea—"

খুড়ো বলে উঠলেন—"দেবতার আওয়াজ না?"

চারিদিকে চাইলুম। দেখি—ও-ফুটপাতে এক দৈত্য-মূর্ত্তি সেলার (Sailor) টল্‌তে টল্‌তে কলকেতার দিকে ফিরেছে। তিন পা এগুচ্চে, দু'পা পেচুচ্চে; মাঝে মাঝে—"Come on" (চলে এস) ব'লে স্তম্ভের মত দাঁড়াচ্ছে. আবার জোর গলায়, বুক চিতিয়ে বলচে—"Come in all your fury." (যত তেজ আছে সব নিয়ে এস)। পরে—হো হো করে হেসে, গান ধরে এগুচ্চে! সে যেন খেলা পেয়েছে,—আমোদ গ্যাখে কে!

একটা লাসের সামনে আমাদের জটলা হঠাৎ তার নজরে পড়ায় —ছুটতে গিয়ে তিনপাক্ খেয়ে কাছে এসে হাজির। বলে—"What is up here—a murder?" (ব্যাপার কি খুন?)

আমরা তিনজন ত' ভয়েই আড়ষ্ট ;—কিন্তু পূর্ব্বাপরই ধারণা—সেলার—গণ্ডার জাতীয় এক বিলিতী জানোয়ার। ওদের কাছ থেকেও "শত হস্তেন"ই সমীচীন ব্যবস্থা।

খুড়ো কিন্তু সরাসরি উত্তর করিলেন—'Fit' Sir—Senseless Sir (ফিট্ হয়ে অজ্ঞান হয়েছে হুজুর)।

এখানে একটা কথা বলে রাখা দরকার। খুড়ো একদিন বলেছিলেন—"ইংরাজিতে দখলটা পাকা করে নেবার জন্যে, অনেক কষ্টে থার্ডক্লাসে তিন বচর কাটাই। থাকতে কি ছায়! ইনিস্পেক্টার রাধিকেবাবু বোধ হয় ভয় খেয়ে গিয়েছিলেন, ভেবেছিলেন তাঁর চাকরিটের ওপর আমার চোক্ পড়েছে! তাই মা-সরস্বতীর সেরেস্তা থেকে, সবিনয়ে আমাকে সরিয়ে দ্যান ; ভাবলুম—দূর হ'কগে—লোকের উপকার করাই ভাল।"

খুড়ো কথা কইতে, সাহস পেয়ে চেয়ে দেখি,—বছর পঁচিশেকের এক ছ'ফুট লম্বা যুবা! কবজি দুটো,—আমাদের দেশে যারা দু'বেলা খেতে বসে,—তাদের পায়ের গোছের মত। চোখ, নাক, ভুরু দেখে, কোথাও ভয়ের কিছু পেলুম না।

বুকের আড়াল দিয়ে, ঝড়ের ঝাপ্টা থেকে কিশোরীর নাক মুখ বাঁচাতে দেখে, সেলার বল্লে—"He should at once be removed under a roof or he would be choked—(একে সত্বর ছাতের নীচে না সরালে, দম বন্ধ হয়ে মারা যাবে) ; তুমি এমন করে কতক্ষণ থাকবে my brave boy!" (আমার বীর বালক)।

খুড়ো বল্লেন—Not boy, Sir,—father of 5 boys—my লাট্।" (বালক নই—পাঁচ ছেলের বাপ হুজুর।)

সেলার খুব হেসে বল্লে—"My heartiest congratulation." (তাতে আমি আন্তরিক আনন্দ প্রকাশ করচি); সঙ্গে সঙ্গেই বল্লে—"I must take him under a shade." (আমি একে ছাতের নীচে নে'যেতে চাই।) এই বলে একবার চারিদিকে চাইলে।

খুড়ো বল্লেন—"You my লাট্—you can keep, you can take—from ঘটী-বাটী এস্তোক life." (হুজুর তুমি রাখতেও পার, তুমি নিতেও পার—ঘটী-বাটী থেকে জান পর্য্যন্ত।)

সেলার একটু অবাক হয়ে হাসিমুখে বল্লে—"Then I can do as I like—yea!" (তা হলে আমি যা ইচ্ছে করতে পারি—ঠিক ত'!)

খুড়ো বল্লেন—"Of course, your wholesale charge Sir! We—your very very great trust my লাট!" (নিঃসন্দেহে আমরা সবাই তোমার পাইকারী-খরিদ মাল খোদাবন্দ,—তোমার মস্তবড় জেম্মার জিনিষ।)

সেলার তার কোটটা ফড়াৎ ক'রে খুলে ফেলে বল্লে—"Well my generous lad, keep it, but take care of its contents,—will you?" (ওহে উদার বালক, এটা রাখো, দেখো এতে যা আছে যেন ঠিক থাকে,—পারবে ত'!) বলেই—কোটটা খুড়োর হাতে দিলে।

খুড়ো হাত বাড়িয়ে কোটটা নিতে নিতে বল্লেন—"Our 14

generation lad Sir, we remain forever lad Sir—No fear Sir—your thing my thing—no difference my লাট।" (আমাদের চোদ্দোপুরুষ বালক, আমরা চিরকালই বালক রইব হুজুর, কোন ভয় নেই; আপনার জিনিষে আমার জিনিষে তফাৎ লবেন না প্রভু।)

সেলার হেসে বল্লে—"Don't be too kind my good chap." (অতি ভক্তি দেখিও না বন্ধু) বলতে বলতে কিশোরীর সেই স'তুমোন দেহ কাঁধে ফেলেই ইষ্টেশন মুখো চোল্‌ল'। যেন ঘুমন্ত শিশু বা 'ওভার-কোটটা' কাঁধে ফেল্লে! আর—

"I am king Neptune bold
The ruler of the seas."

গাইতে গাইতে চোল্‌ল কি ছুট্‌ল, সেটা ঠিক বুঝ্‌লাম না। কারণ আমরা ছুটে গিয়েও তার সঙ্গে জুটতে পারলুম না।

এতটা ব্যাপার, দু'তিন মিনিটের বেশী নেয় নি বা সেলার সাহেব নিতে দেয় নি।

পথে খুড়োকে বল্লুম—"ভীমের বংশ এরাই।" খুড়ো কি ভাবছিলেন, অন্যমনস্ক ভাবে বল্লেন—"হুঁ—হিড়িম্বা পর্য্যায়ে;—হতাশ হয়ো না বাবাজি।"

বল্লুম—"আপনি ওকে 'লাট লাট' করছিলেন কেন?" খুড়ো বল্লেন—"সে অনেক কথা। এরা স্বধু লাট নয় বাবাজি—মহিলাট, যেমন মহিরাবণ। এ আমাদের সিঁদুবচুপ্‌ড়ি প্যাটান—পরের

খোলস্-পরা এঁটো-খাওয়া ঝুটো লাট নয় যে, দুটো আঙ্গুর চুষে হাঁচ্‌তে গিয়ে ফুশফুশটো গোড়া ছিঁড়ে ফড়াৎ ক'রে ছিটকে বেরিয়ে যাবে!—ছোলা খাও, ছোলা খাও বাবাজি!"

৪

আধমরা অবস্থায় যখন ষ্টেশনে পৌছুলুম, তখন আর কথা বেরুচ্চে না। কিন্তু আড়াইমোন মোট নিয়ে—দুর্য্যোগের বিরুদ্ধে থাড়াপাড়ি মেরে সেই অসুরমূর্ত্তিটি অনেক আগে এসে হাজির হয়েছে। দেখি—সেলার সাহেব বাইরের দিকে ঘেঁষে প্লাটফর্মে পা ছড়িয়ে বসেছে,—কিশোরীর মাথা তার উরুতের ওপর। কিশোরীর ভিজে জামাটা পাশে প'ড়ে,—তার গায়ে একটা ফ্লানেলের শার্ট, আর পায়ে একখানা Rug (বিলিতি কম্বল) ঢাকা। শুনলুম আমাদের কিশোরী-ত্রাতা, ইষ্টেশানের এক সাহেব কর্ম্মচারীর কাছে ওই দুটি loan (ধার) নিযেছে। দূর থেকে দেখি—হাতে একখানা রুমাল, সেখানি কিশোরীর কপালে আর ঘাড়ে এক একবার বুলুচ্চে। কিশোরীর তখন জ্ঞান হয়েছে, কিন্তু উঠতে দিচ্চে না।

ট্রেণ যাত্রীরা দলে দলে আসছে আর ভিড় করে ব্যাপারটা দেখবার জন্ম ঝুঁকচে। সেলার সাহেব উগ্রমূর্ত্তি ধরে বজ্রনাদে বলচেন,—Clear out you crammers, don't choke air." (ভিড় ভাঙ্গো, হাওয়া রুকোনা)—অমনি সব চিতিয়ে এ-ওর ঘাড়ে পড়চে। কেউ পেছু হটতে হটতে, কেউ বা সরে পড়তে পড়তে

বলচে—"বেটার যেন বাবার ইষ্টেশান!" অন্য এক ঝাঁক তাড়া খেয়ে বলচে—ইস্—বেটা যেন কতবড় কাজই করেছে,—আ—মর্ ব্যাটা, আর ত' কেউ পারে না! বাহাদুরীব জায়গা পায় নি!"

দেখি—খুড়ো তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে বলচেন—"তাই ত' আস্পদ্দাটা দেখ! বেটা যেন মাথা কিনে বসেছে, কে ওকে সাধ্‌তে গিছলো! আর ক'রবেনাইবা কেন—টেক্সো ন্যায না! আমরা যে নড়ি-চড়ি—ব্যাটাদের ভাগ্যি! নিজের হাতে ভাত তুলে খাই,—বেইমানদের লজ্জা করে না, আবার কথা কয়! ভগবান আছেন,—মোরবে ব্যাটারা!"

খুড়ো আরম্ভ করতেই সব আদফেরা হয়ে দাঁড়িয়েছিল; খুড়োর উচ্ছ্বাসটা না থামতেই একজন বল্লেন—"ঠিক বলচেন্,—থাকতো আজ জিতেন বাঁড়ুয্যে ত'—"

এমন সময় খুড়োকে দেখতে পেয়ে—সেলার সাহেব হেসে বলে উঠলেন—"Hallo—I expected you in a pawn-brokers! Sold out my all I belive." (সব বেচে মেরেচো ত'!)

খুড়ো এগিয়ে বল্লেন—"No fear Sir, kept in belly, Sir."—(ভয় পাবেন না—সব আমার পেটেই আছে।)

সেলার সাহেব চোখ মুখ বিস্ফারিত করে বল্লেন—In belly! By Neptune! You wonderful chap,—am chilled right through bones." (পেটে! বল কি! অদ্ভুত লোক দেখচি, আমার হাড় হিম হয়ে গেল যে!)

ইতিমধ্যে খুড়ো নিজের কোটটা তুলে, পেটের ওপর থেকে

সেলার সাহেবের কোটটা বার ক'রে দিতেই, সাহেব সাগ্রহে কোটের চোরপকেট্‌টা টীপে দেখে—মহোল্লাসে বলে উঠলেন—"My life,—my all in it. Three cheers for you my jolly good Saviour." (বাঁচালে বন্ধু—আনন্দ রহো, ওইতেই আমার জান্, ওইতেই আমার সর্ব্বস্ব।)

এদিকে পয়লা ঘণ্টায় ঘা পড়ল। সাহেব বল্লেন—"Now I must put him in." (এঁকে এইবার গাড়ীতে তুলে দি)। কিশোরীকে জিজ্ঞাসা করলেন—"তুমি উঠতে পারবে কি?" কিশোরী উঠে বসল। সাহেব তাকে ধ'রে ধীরে ধীরে ইণ্টার ক্লাসের সামনে গিয়ে দেখলেন—কোন কামরাই একেবারে লোকশূন্য নয়। একখানিতে কেবল একটি—চাপকান আর ঘড়ি-চেন ঝোলান বাবু গ্লাডষ্টোন-ব্যাগটি পাশে রেখে একাই বসেছিলেন। সেলার সাহেব তাকে ভদ্রভাবে বললেন—"আমি এই অসুস্থ যুবকটির জন্যে এ কামরাটি চাই। এঁকে শুয়ে যেতে হবে, সঙ্গে দুজন দেখবার লোকও থাকবে। আপনি এঁকে নিরাপদে বাড়ী পৌঁছে দেবার ভার নেন ত'—আপনারও থাকতে কোন আপত্তি নেই।"

বাবুর নধর বপু নাড়বার ইচ্ছা ছিল না,—তিনি আপত্তি তোলবার মুখেই ভার নেবার কথা শুনে :সত্বর ব্যাগটি নিয়ে বিরক্তভাবে "কোথাকার আপদ—" বলতে বলতে সুড় সুড় ক'রে বার হয়ে পড়লেন,—কারণ দুনিয়ার সকল আঁচ থেকে আত্মরক্ষা করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

সেলার সাহেব তখন কিশোরীকে একদিকের গদির ওপর শুইয়ে দিলেন। সেই ফাঁকে পাঁচ সাত জন হুড়্‌মুড়্‌ ক'রে সবেগে ঢুকতে গিয়ে,—শেষটা প্ল্যাট্‌ফর্ম্মের ধূলো ঝাড়তে ঝাড়তে, আর—"বেটার বাবার গাড়ী,—থাকত' শ্যামাকান্ত ত'—" বল্‌তে বল্‌তে অন্যত্র ছুটলো।

হরিসভার সম্পাদক প্রাণহরি চক্রবর্ত্তী—বড়বাজারের হরি-সভার নিমন্ত্রণ রক্ষা করে, ফুলের মালা গলায় দিয়ে ফির-ছিলেন,—তিনি বল্লেন—"ধর্ম্মহীন মণ্ডপ,কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান-শূন্য পশু বইত' নয়!" এই বলে ভক্তমালের একটা শ্লোক আওড়ালেন।

কোন্নগরের চারু পথেই কিশোরীর কথা শুনেছিল, সে ছুটে এসে বল্লে—আমি কিশোরীর cousin (খুড়তুত ভাই) আমি ওঁর সঙ্গে যেতে চাই,—ওঁর মিরগী রোগ আছে।"

চারু বেশ লম্বা চওড়া গৌরবর্ণ বলিষ্ঠ যুবা। সেলার তার আপাদমস্তক দেখে, আনন্দে চারুর কাঁধে হাত রেখে বল্লে—"Yes, you are the sort of man I was looking for. Now get in please." (তোমার মত লোকই আমি খুঁজছিলুম,—ঢুকে পড়।)

পরে খুড়োর দিকে ফিরে ঈষৎ হাসিমুখে—"You my Captain, you must go in too."—(আমার কাপ্তেন, তুমিও ঢোকো) বলেই, shake hand (করমর্দ্দন) করবার জন্যে হাত বাড়ালেন।

খুড়ো দু'পা পেছিয়ে—বাঁ-হাতদে ডান-হাতের কুনুইটা কোসে ধরে একটু বাড়ালেন।

দেখে সেলার বল্লে—"What is up there—abscess ?" (ব্যাপার কি, ফোড়া নাকি ?)

খুড়ো বল্লে—"Nothing Sir,—fear of separation Sir, —your kind shaking may end in breaking my writing-hand my লাট।" (না সে সব নয়,—আপনার নাড়ায় না আমার লেখার হাতটি খসে যায়, সেই ভয়ে প্রভু।)

একটা হাসি পড়ে গেল,—Second bell (দ্বিতীয় ঘণ্টাও) দিলে। খুড়োও গাড়ীতে ঢুকে পড়লেন। সেলার সাহেব বল্লেন —"Now I leave the charge to you—please don't forget to return those banion and blanket to the Station-master tomorrow." (এখন তোমার ভার। জামা আর কম্বলখানা কাল ষ্টেশন মাষ্টারকে যেন ফেরৎ দেওয়া হয়।)

গাড়ী ছেড়ে দিল। সেলার দু'বার রুমাল নেড়ে গান ধরলে—

"Now, hey bonny boat,
—and ho bonny boat."

*　　*　　*　　*

দূর থেকে দেখা গেল,—যাকে ঝড় বৃষ্টির মধ্যে বেপরোয়া হাওয়ার মত হঠাৎ মোড় ফিরে এসে পড়ায়,—পেয়েছিলুম, সে তেমনিই নির্ব্বিকার স্বাধীন হাওয়ার মত—সেই ঝড়বৃষ্টির মধ্যেই চলেছে! তার কোথাও বাধা সঙ্কোচ, ভেদাভেদ নেই। আশ্রয় তাকে বাঁধতে পারে নি। বিলিতি bindingএর (মলাটের) জীবন্ত-বেদান্ত!

আনন্দময়ী-দর্শন

"মার অভিষেকে এস এস ত্বরা,
মঙ্গল-ঘট হয়নি-যে ভরা,
সবার পরশে পবিত্র করা—
তীর্থ নীরে।
আজি ভারতের মহামানবের
সাগর তীরে।"

১

হাট যেন ভীষণ কোলাহলের পর এইমাত্র ভাঙ্গিযাছে,—হাওড়া-ষ্টেশনের এইরূপ অবস্থা। কিন্তু লোহার ছাত ভেদ করিযা সেই হট্টগোলের প্রতিধ্বনিটা—তখনো নিঃশেষে মুক্তি পায নাই, একটা গভীর প্রতিশব্দ গম্ গম্ করিতেছে। প্ল্যাটফর্মে কেবল গুটিকযেক রেলের কর্ম্মচারী কর্ম্মশেষে লক্ষ্যহীন পদচারণা করিতেছেন, বা পরস্পরে কথা কহিতেছেন, কেহ সিগারেট ধরাইতেছেন। কুলিরা একপ্রান্তে গিযা, কেহ পযসা গুণিতে বসিযাছে, কেহ খইনি প্রস্তুতে মন দিযাছে। চারটা পঁচিশ মিনিটের বর্দ্ধমান-লোক্যাল্ খানি কিন্তু আরোহী লইযা তখনো দাঁড়াইযা আছে,—দ্বিতীয় ঘণ্টা বাজিযা গিযাছে। এঞ্জিন অতিষ্ঠ হইযা চাপা গলায় নানারূপ বিকৃত স্বরে গজ গজ করিতেছে।

একখানা মোটর দূর হইতে বিকট শব্দ করিতে করিতে প্রচণ্ড বেগে আসিতেছে দেখিয়া, সহৃদয় ষ্টেশনমাষ্টার প্রলম্বগ্রীব হইয়া সেইদিকে তাকাইয়া অপেক্ষা করিতেছেন।

কেবল একটি তরুণ-যুবা প্রত্যেক গাড়ীর দরজার নিকট হইয়া দ্রুত চলিয়াছে;—আরোহীরা অযাচিত ভাবেই বলিতেছেন—"দোরে চাবি দেওয়া;—এগিয়ে ছাখো।"

ইতিমধ্যে মোটরের হ্যাটপরা জেণ্টেলম্যানটি,—আদ্-ইঞ্চি মাথা-নাড়া ও এক-পয়েণ্ট-ডেসিমেল-হাসিতে ষ্টেশনমাষ্টারকে আপ্যায়িত করিয়া লম্বা পায়ে ফার্ষ্ট ক্লাসের দিকে অগ্রসর হইলেন;—একজন কর্ম্মচারী ছুটিয়া গিয়া গাড়ীর দরজা খুলিয়া দাঁড়াইল। ষ্টেশনমাষ্টারের ইঙ্গিতে গার্ডসাহেবের হস্তস্থিত ফ্লাগ সদর্পে সাড়ে দশ ফুট ঊর্দ্ধে আস্ফালন করিয়া উঠিল।

যুবকটি তখনো ইণ্টার-ক্লাসের সমুখ দিয়া, একভাবেই চলিয়াছে।

ইণ্টার-ক্লাস হইতে সতীশ তাহাকে বহুক্ষণ লক্ষ্য করিতেছিল,—সন্নিকট হইতে বলিল—"এই দরজাটা খোলা আছে;—গাড়ী যে ছাড়লো,—শীগগির উঠে পড়ো।" এই বলিয়াই স্বয়ং দরজাটা খুলিয়া তাহার হাত ধরিয়া তুলিয়া লইল। গাড়ী তখন সত্যই ছাড়িয়াছে।

যেরূপ অবস্থায় ছেলেটি গাড়ী পাইল ও গাড়ীতে উঠিতে পারিল, তাহাতে তাহার মুখে একটু নিশ্চিন্তভাব, অন্ততঃ একটা আরামের নিশ্বাস—সতীশ আশা করিয়াছিল;—কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে

সে লক্ষ্য করিল,—ছেলেটি বিমূঢ়বৎ মিনিটখানেক দাঁড়াইবার পর দরজার কাছেই বেঞ্চের উপর সসঙ্কোচে আদ্‌বসা হিসাবে ধীরে ধীরে বসিল, এবং সতীশের দিকে চাহিয়া অনুচ্চকণ্ঠে বলিল—"আপনি সাহায্য না করলে উঠতে পারতাম না,—কিন্তু—"

সতীশ বাধা দিয়া বলিল—"তাতে আর হয়েছে কি,—তোমার থার্ডক্লাস টিকিট বুঝি! আগের ষ্টেশনে থার্ডক্লাসে গিয়ে উঠলেই হবে,—এ গাড়ীতে আদৌ ভিড় নেই।"

যুবক একটু ম্লান হাসির বিফল চেষ্টা করিয়া বলিল—"আমার কোন ক্লাসেরই টিকিট নেই!"

সতীশ বলিল—"কিন্‌তে সময় পাও নি বুঝি? তা' পরের ষ্টেশনে গার্ডকে বলে দিলেই হবে,—যে ষ্টেশনে নাবরে সেইখানে টাকা জমা ক'রে দেবে।"

যুবক চক্ষুর্দ্বয় নত করিয়া—সলজ্জ কাতরকণ্ঠে বলিল—"আমার কাছে পয়সা ছিল না বলেই—"

সতীশ বলিল—"ওঃ—তবে? আমার কাছেও ত' কিছু নেই।" বলিয়া চুপ করিল। সন্দেহের একটা কুজ্ঝটিকা তাহার মস্তিষ্কটা দখল করিয়া চোখে মুখে নামিবার পূর্ব্বেই সে যুবকটির প্রতি ভাল করিয়া একবার চাহিল। দেখিল—সেইভাবে আনতদৃষ্টিতে যুবকটি স্থির হইয়া বসিয়া আছে; তাহার কান দুইটি লজ্জায় রক্তাভ হইয়া উঠিয়াছে। যুবকটির বর্ণ গৌর, পরিধানে অর্দ্ধ-মলিন ধুতি ও একটি টুইল-শার্ট, পায়ে ক্যাম্বিসের জুতা, হস্তে রঙিন রুমালে বাঁধা একটি ছোট পুঁটলি।

সতীশ একটু চিন্তিতভাবে বলিল—"তাই ত'—এখন কি করবে ?"

যুবক নয়ন-পল্লব ঈষৎ তুলিয়া, নিতান্ত অপরাধীর ন্যায় বলিল—"আমি শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সেটা ঠিক করতে পারি নি, কেবল গাড়ী দেখে বেড়াচ্ছিলুম—যদি কোন পরিচিত লোককে দেখতে পাই। গাড়ীতে ঢুকতে আমার পা উঠছিল না; আপনি না সাহায্য করলে—"

কথাটা সমাপ্ত করিতে না দিয়া বিচলিত-কণ্ঠে সতীশ বলিল—"তবে ত' আমিই তোমাকে বিপদে ফেলেছি !"

যুবক সহসা একটু সোজা হইয়া ও একটু হাসির রেখা মুখে টানিয়া স্পষ্ট-কণ্ঠে বলিল—"না—মোটেই তা নয়,—আপনি তা ভাববেন না, যেমন ক'রে হোক্—আমাকে উঠতেই হত, আমার এ গাড়ীতে যে না গেলেই নয় ?"

সতীশ বলিল—"তবে বুঝি তুমি কিছু খরিদ করতে কলকাতায় এসেছিলে,—সব পয়সা খরচ হয়ে গেছে,—অথচ বাড়ী না ফিরলেও নয় ?"

যুবক বলিল—"কতকটা তাই বটে, তবে ঠিক তা নয়। আমি কলকাতা থেকেই পড়ি,—ছুটি-ছাটায় বাড়ী যাই।"

শুনিয়া সতীশ বলিল—"বটে ! তবে ভাই তোমার আজ থেকে যাওয়াটাই ভাল ছিল ;—বড় ভুল করেছ।"

যুবকটি সতীশের কথা শুনিয়া, আত্মগ্লানিপূর্ণ কণ্ঠে বলিল—"থেকে যাওয়াটাই ভাল ছিল কেন,—সেইটাই ত' আমার উচিত

ছিল ; আর—ভুল ত' নয়ই,—এর চেয়ে জ্ঞানকৃত কাজ আর কি হতে পারে ! কিন্তু আমার আজ যে কি হয়েছে,—সকাল থেকে যা যা করছি, কিছুতেই নিজের বুদ্ধি কাজ করচে না। এই মুহূর্ত্তে যদি হাওড়া ষ্টেশনে নেবে যাবার উপায় পাই, তাও যে স্ব-ইচ্ছায় পারি এমনও ত' বোধ হয় না।"

সতীশ শুনিয়া অবাক হইয়া—তাহার মুখের উপর দৃষ্টি স্থির রাখিয়া ভাবিতে লাগিল,—"আমি কি একটি পাগলকে গাড়ীতে তুললাম !"

সতীশকে নীরব ও সতীশের মুখে ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া যুবক ঈষৎ ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল—"আমার সম্বন্ধে আপনি যা ভাবচেন, আজ তা সবই সত্য। আপনার সবটা শোনা দরকার।" এই বলিয়া যুবক দৃঢ় হইয়া বসিল, ও সতীশের মুখের উপর সরল দৃষ্টিতে চাহিয়া, বালকের মত বলিতে লাগিল—

"আমরা জাতিতে মুসলমান, আমাদের বাস নান্দিন গ্রামে,—বৈঁচি ষ্টেশনে নেবে প্রায় কোশ তিনেক যেতে হয়। বাবা বছর চার হ'ল মারা গেছেন, মাও শোকে কষ্টে—বছর দেড় হ'ল গত হয়েছেন। সংসারে কেবল এক বিধবা পিসি, আমার ছোট বোন ভগ্নী সেলিনা আর আমি। কয়েক বিঘে ধানি-জমী আছে, তার উপরই নির্ভর ক'রে কষ্টে গুজরাণ হয়। বৈঁচির স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন্ পাস ক'রে কিছু বৃত্তি পাই, সেই উপলক্ষ্য ক'রে কল্‌কেতা মাদ্রাসায় আই-এ পড়ি। এই বছর আই-এ পাস ক'রে কিছু বৃত্তি পেয়েছি,—বি-এ পড়ছি। মাদ্রাসা বোর্ডিংয়েই

থাকি। সংসারে মাসিক অন্ততঃ পাঁচটা টাকা দরকার, তাই একটি টিউসনিও করতে হয়, কিন্তু এক্‌জামিনের তিন মাস আগে সেটি ছেড়ে দিতে বাধ্য হই।

এত কষ্টে পড়াশুনা সম্ভব হ'ত না, যদি আমাদের ক্ষুদ্র গ্রামটির লোকেরা সহৃদয় না হতেন ;—হিন্দু মুসলমানের এমন আত্মীয়ভাব কোথাও দেখি নি। সকলেই পরস্পর প্রতিবেশীদের সংবাদ নিয়ে থাকেন, আর ছোট বড় অভাব যথাসাধ্য পূরণ করেন। তা না ত' বাড়ী ছেড়ে, কলকেতায় থেকে পড়া আমার সম্ভবই ছিল না,—চাষ-বাস নিয়েই থাকতে হ'ত।

গ্রামে বাবুদের বাড়ী দুর্গোৎসব হয়। তাতে কেবল পূজার দালানটি ছাড়া সর্ব্বত্রই আমাদের অধিকার থাকে,—সে যেন আমাদেরি পূজা। তার আনন্দের অংশ থেকে কেউ বঞ্চিত হয় না, সকলেই সমান উপভোগ করে। সপ্তমীর দিন প্রত্যূষে আমাদের ক্ষুদ্র গ্রামখানি এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করে,—তেমনটি অন্যত্র কোথাও দেখি নি।

বাবুদের বাড়ীর পূর্ব্বদিকে একটি প্রকাণ্ড পুষ্করিণী আছে,—তাতে সহস্র শতদল আর শতাধিক রাজহংস দেখতে পাবেন। তারির ঈশান কোণে বেল-গাছ আর বোধন-মন্দির। সপ্তমীর উষায় বাবুদের বাড়ীর মহিলারা, গ্রামের অপর সব পুরমহিলাদের সঙ্গে মূল্যবান বেশ ভূষা সজ্জিত হয়ে,—আর পুরোহিত পট্টবস্ত্র প'রে মায়ের আবাহন-ঘট বোধন-মন্দির হ'তে আনতে যান।

জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে গ্রামের কুমারী মেয়েরা সুন্দর বস্ত্রালঙ্কারে

সেজে, সেখানে উপস্থিত হয়। তারা নৃত্য করতে করতে সুললিত স্বরে মায়ের আবাহন-সঙ্গীত গাইতে গাইতে অগ্রসর হ'তে থাকে, —সঙ্গে সঙ্গে শঙ্খ ঘণ্টা বাদ্যাদির মধ্যে ধীরে ধীরে সেই ঘট পূজার দালানে আনা হয়। সে কি স্বর্গীয় দৃশ্য! যেন দেবাঙ্গনার উৎসব। আজ ষষ্ঠী,—এই রাতটি শেষ হলেই, মেয়েদের সেই আনন্দোৎসবের প্রভাত।"

শেষ কথা কয়টি যুবক যেন উদাসভাবে আপন মনেই বলিল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার চক্ষুপল্লব সিক্ত হইয়া আসিল, সে ঝুঁকিয়া মাথা হেঁট করিল।

সতীশ ভাবিল—তাহার আজ বিশেষ করিয়া মাকে মনে পড়িয়াছে, তাই সে নিজেও কষ্ট অনুভব করিল ও বলিল—"থাক— যাতে মনে কষ্ট হয় এমন আলোচনায় কাজ কি?"

যুবক একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে চক্ষু মুছিয়া বলিল— "সবটা না বলে আপনার কাছে যে আমাকে চোর বা ঠক হয়েই থাকতে হবে—তা ছাড়া আর আপনি আমাকে কি ঠাওরাবেন? আপনাকে বিরক্ত করা হচ্ছে কি?"

সতীশ বলিল—"না না, কিছুমাত্র নয়। আর তুমি ও কথাটা ভাবচো কেন? মানুষের কত রকমে অমন অবস্থা ঘটতে পারে।"

যুবক এবার আর সতীশের মুখের উপর দৃষ্টি রাখিতে পারিল না, আনতনেত্রেই বলিতে লাগিল—"আজ প্রভাতেই সেই আনন্দোৎসবের দিন। এই বিশেষ দিনটির জল্পনা-কল্পনা, পরামর্শ, আয়োজন নিয়ে ভাবী আনন্দের আশায়, গ্রামের কুমারীদের কত না উৎসাহে,

কত না অধীর প্রতীক্ষায় বৎসর কেটেছে! আজ সেই বহু প্রত্যাশিত প্রভাত আসন্ন। আজ কত মেয়ে তারি আনন্দ, তারি আশা, তারি উৎসাহ বুকে নিয়ে শুতে যাবে। সেলিনাও এখনো অম্লান ফুলের মত হাসছে—"

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই তাহার স্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল, সে চাপা ভিজে গলায় বলিল—"সে কিছুই জানে না; আমি কি কোরব!" বলিতেই তাহার সরল চক্ষু দুটি সজল হইয়া উঠিল!

সতীশ শুনিতেই ছিল, সে যে বিশেষ কিছু বুঝিতেছিল তাহা নয়; কিন্তু তার সহৃদয় প্রাণটা—কারণের অপেক্ষা না রাখিয়াই ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছিল। সে উঠিয়া গিয়া যুবকের পার্শ্বে বসিয়া তাহার পৃষ্ঠে হাত রাখিয়া বলিল—"ও কি,—পুরুষ মানুষের কি এত বিহ্বল হ'তে আছে? কি এমন হয়েছে—"

"মাপ করবেন, আপনি বুঝবেন না, এতবড় বিশ্বের কেউই বুঝবে না;—মা থাকলে বুঝতেন, আর এই মন্দভাগ্যের উপর বৃথাই সেই ভার পড়েছে! আজ সেলিনার সেই ফুলের মত কচি বুকটার ভেতর কি যে কঠিন আঘাতের আয়োজন আমি ক'রে বসেছি, তা কেউ জানবে না,—কেউ বুঝবে না, কেবল অসহায় সেলিনাই রুদ্ধ বেদনায় আর নিষ্ফল অভিমানে মলিন হয়ে যাবে! কাল আমি তার মুখের দিকে কোন্ মুখে চাইব, কি করে চাইব!" যুবক দুই হস্তে চক্ষু ঢাকিল।

মিনিট দুই এইভাবে গেল, পরে সে সামলাইয়া লইয়া বলিতে লাগিল—

"মা যখন মারা যান—সেলিনার বয়স তখন ন'বছর। অতটুকু মেয়েকে কে বোঝাবে—খোদাই বুঝিয়ে দিলেন। সেইদিন থেকে আমরা পরস্পরে যেন পরস্পরের মায়ের স্থান নিলুম। সেই আমাকে জেদ্ ক'রে কলেজে পাঠিয়ে দিলে; বল্লে—'কাঁদলে ত' কেউ ফিরে আসে না,—আমি কাঁদব না, কাজ কর্ম্ম নিয়ে থাকব।'

আমি ছুটি-ছাটায় বাড়ী আসবার সময় তার তরে বই, চুড়ি, ইয়ারিং, আতর, ফিতে, রং, কিছু না কিছু একটা নিয়ে আসতাম।

মাস খানেক আগে পিসিমা একদিন আমাকে গোপনে বল্লেন—'ও-সব কিনতে পয়সা খরচ না ক'রে, সেলিনাকে যাতে একখানি ওড়না এনে দিতে পার, তার চেষ্টা পাও। শরৎ-উৎসব এল', গেল বছর সে একখানি ওড়নার অভাবে, কোথাও বেরোয় নি, উৎসবে যোগ দিতে পারে নি। সে কষ্ট যে অতটুকু মেয়ে কি ক'রে নীরবে হজম করেছিল, তোমাকে তার আভাস পর্য্যন্ত জানতে দেয় নি—পাছে তুমি কষ্ট পাও,—সে আমিই জানি। আবার সেই উৎসব আসছে, এই তার সাধ আহ্লাদের বয়েস,—একটু দেখতে ভাল হলেই হবে।'

পিসিমার কথা শুনে আমার মনে পোড়ল, পাঁচ ছ'মাস আগে সেলিনা আমাকে ঠিক ঐ কথাটাই জানিয়েছিল, তবে—অত স্পষ্টভাবে নয়। সে বলেছিল—'যখন সুবিধে হবে, একখানা ওড়না আমাকে এনে দিও দাদা।'

পিসিমার ইঙ্গিতে আমার চৈতন্য হল,—এর মধ্যে যে সেলিনার কতটা আন্তরিক আবেদন, কি গভীর প্রত্যাশা অপেক্ষা ক'রে

রয়েছে, তা স্পষ্ট বুঝতে পারলুম। সুদৃশ্য বস্ত্র আর অলঙ্কারের সাধ, মেয়েদের প্রাণের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকেই,—সেটা স্বাভাবিক। তাতে আবার সেলিনার তরুণ বয়স, অন্য কিছু একটা অবলম্বন ক'রে থাকবারও নেই, মা-বাপের আদর থেকেও বঞ্চিত!

কিন্তু আমারও দু'তিন টাকার বেশী, এক সঙ্গে জোগাড় বা সঞ্চয় করার উপায়ও নেই,—তাতে আজকাল একখানা সাদা উড়ুনীও হয় না! দিন যত নিকট হতে লাগলো আমি ততই চঞ্চল—ততই উদ্বিগ্ন হ'তে লাগলুম। যেন ছটফটানি ধরল, থাকতে পারলুম না,—গত শনিবার হঠাৎ বাড়ী চলে গেলুম।

আমাকে দেখেই সেলিনার মুখ শুকিয়ে গেল। সে ছুটে এসে আমার কপালে, পাঁজরায় হাত দিয়ে পরীক্ষা আরম্ভ করলে—আমার অসুখ হয়েছে কিনা! হেসে বল্লাম—'আমি ভাল আছি সেলিনা;—কেবল জানতে এলাম তোমাদের শবং-উৎসব কবে!'

সেলিনা নিশ্বাস ফেলে বল্লে—'আমার বড় ভয় হয়েছিল দাদা, এখনো বুক ধড়্ধড় করচে।—তা তোমার ও-কথা জানবার জন্যে এত কষ্ট ক'রে আসা কেন?'

আমি বল্লাম—'সে কি ভাই সেলিনা—তোমার জন্যে যে ওড়না আনতে হবে,—এখনো কেনা হয় নি;—আমি সে কথা ভুলি নি।'

সেলিনা আমাকে বাতাস করছিল,—তার মুখের উপর একটা গোলাপী আলো প'ড়তে না প'ড়তে, সে বল্লে—'এ বচরটাও না হয় থাক্ দাদা—আমাদের সময় তেমন নয়।'

বল্লুম—'তা কি হয় বোন, গত বচর তুমি উৎসবে যেতে

পার নি,—সে কথা আমার বড় লেগেছে ভাই! এ বচর আমি তোমাকে সে কষ্ট আর দিতে পারব না, নিজেও সে বেদনা সইতে পারব না।'

সেলিনার চখে জল এসেছিল, সে বল্লে—'তোমাকে কে বল্লে,—মিছে কথা;—পিসিমা কিছু বোঝেন না; বড় অন্যায় করেন।'

আমি তার অশ্রু মুছিয়ে দিয়ে বল্লুম—'আমি ভাই উড়না পছন্দ করে এসেছি, ষষ্ঠীর দিন রাত্রে তুমি পাবে, তোমাকে উৎসবে যোগ দিতেই হবে, তা না ত' আমার বড় লাগবে।'

সেলিনা তখন উত্তেজনার সঙ্গে বল্লে—'আমি বুঝেছি, এসব গিন্নিমার ফন্দি। তিনি সকালে এসেছিলেন, গেল বচরের কথা তুলে—যাই নি ব'লে চখে জল পর্য্যন্ত ফেল্লেন। খাবার এনেছিলেন, নিজের হাতে আমাকে খাইযে তবে ছাড়লেন; শেষে কত স্নেহে, উৎসবে উপস্থিত হবার জন্তে ব'লে কয়ে গেলেন।'

ইত্যাদি কথার পর, সে আমাকে গিন্নিমা-প্রদত্ত খাবার খাওয়ালে। আমি জল আর পান খেযে,—সিন্দুক খুলে আমার মেডেল ছুটি বার ক'রে নিয়ে, রাত্রের গাড়ীতেই কলকেতায ফিরে আসি।"

সতীশ এক মনে শুনিতেছিল, সে হঠাৎ বলিল—"কিসের মেডেল?" এ প্রশ্নের সার্থকতা যে কি ছিল তাহা জানি না। বোধ করি কলেজের ছেলেদের এ আগ্রহটা স্বাভাবিক।

যুবক একটু বিষণ্ণ হাসির সংমিশ্রণে বলিল—"সেগুলি আমার

আজকের চরিত্রের বিদ্রূপের মত এতদিন আমারই সিন্দুকের মধ্যে থেকে সময় আর সুযোগের অপেক্ষা করছিল। রবিবাবু লিখেছেন—জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যুও বুকের মধ্যে বাসা বাঁধে আর সুযোগের অপেক্ষা ক'রে থাকে। আমারও এ-দুটি তাই! রূপারটি বৈচি ইস্কুল থেকে পাই,—সোণারটি মাদ্রাসায় প্রাপ্ত; দুটিই আমার Good conduct Medal (সুচরিত্রের পুরস্কার)! —যে চরিত্রবান আমি—আজ কিনা বিনা টিকিটে রেল-কোম্পানীকে ফাঁকি দিতে বসেছি!

থাক—কথাটা শেষ করি,—আপনাকে বড়ই বিরক্ত করা হচ্ছে। ভাবলুম—পিরোজী রংয়ের জমীর উপর সূক্ষ্ম বেগুনীর বেল্, তার গায়ে একটি জরির জুঁই, আর জরির সরু পাড় দেওয়া একখানি ওড়না—সেলিনাকে খুব মানাবে। একজন বল্লে—পনের ষোল টাকায় হতে পারে।

ছেলে পড়িয়ে পাঁচ টাকা পেয়েছিলুম—দু'টাকা বায়না দিয়ে এলুম। সঙ্গে তিন টাকা মাত্র রইল। দেড় টাকা দিয়ে একখানি ঝক্‌ঝকে গল্পের বই আর আট আনার কস্তুরির আতর, সেলিনার জন্য নিলুম। আমার ধারণা ছিল—মেডেল দুটি কোথাও রেখে ষোল সতের টাকা পাব-ই। একটি বন্ধু আশ্বাস দিলেন—তাঁর পরিচিত একজন আছেন তিনি বন্ধকী কাজ করেন,—গেলেই টাকা পাওয়া যাবে। কলেজ বন্ধ হয়ে গেল, বন্ধু আমাকে সেই লোকটির কাছে পরিচয় ক'রে দিয়ে চলে গেলেন, কারণ তিনি পূর্ব্ববঙ্গে যাবেন,—গাড়ীর সময় অল্পই ছিল।

লোকটি পুরো দোকানদার, অনেক ক'ষে মেজে দশ টাকা দিতে রাজি হল। অনেক অনুনয় বিনয় করে বেশী সুদ কবুল করায়—বারো টাকা মাত্র পেলুম। আমার সময়ও ছিল না, উপায়ও ছিল না,—তাই হাতে করেই ওড়নার দোকানে ছুট্‌লাম। ওড়না দেখে খুবই পছন্দ হল,—কিন্তু ষোল টাকার কমে দেবে না! আগাম দু'টাকা দেওয়া ছিল, সঙ্গে মাষ্টারির একটাকা ছিল, আর ঐ বারোটাকা—মোট পনের টাকা। আমি একেবারে হতাশ হয়ে পড়লুম। আমার কাতর অবস্থা দেখে লোকটির দয়া হল;—সে ওড়নাখানি কাগজে মুড়ে আমার হাতে দিয়ে বল্লে—'তুমি নিয়ে যাও,—ইচ্ছা হয় এর পর টাকাটা দিয়ে যেও!'

আমার চখে জল, তাঁকে সেলাম করে খোদাকে স্মরণ কর্‌তে কর্‌তে—বোর্ডিংয়ের দিকে ছুটলাম,—যদি কোন বন্ধুর দেখা পাই ত'—গাড়ীভাড়ার উপায় করবার আশায়। কিন্তু তখন সেথায় কেউই ছিল না, কলেজ বন্ধ হওয়ায় সব বেরিয়ে গেছে। অপেক্ষারও সময় ছিল না—তা হলে ট্রেণ পাই না। আবার—এই ট্রেণখানি ভিন্ন বাড়ী যাবার উপায়ও নেই,—অন্য গাড়ি বৈচি ষ্টেশনে দাঁড়ায় না। তখন রাস্তার দুইদিকে চাইতে চাইতে হাওড়ার দিকে দ্রুত আসতে লাগলাম—যদি কোন পরিচিতের দেখা পাই। একজনকেও পেলাম না!

ষ্টেশনে পৌঁচে প্রত্যেক গাড়ী খুঁজতে লাগলাম—যদি কোন চেনা লোক দেখতে পাই। আপনি যখন ডাকলেন, তখন যে আমি কোথায়—সে চেতনা আমার ছিল না। আমি ঠিক

উন্মাদের কি যন্ত্রের মত ঘুরছিলাম,—চোখের সামনে কোযাশা করে আস্‌ছিল। তারপর সবই আপনি জানেন। অপরাধের সাজা নিতে আমি প্রস্তুত, কিন্তু সেলিনাকে নৈরাশ্যের কঠিন ব্যথা কি করে দেব;—আজ যে ষষ্ঠী!" বলিতে বলিতে যুবকের স্বর বন্ধ হইযা গেল, চক্ষু হইতে ঝর্ ঝর্ করিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িল।

সতীশ তাহার হাত ধরিয়া বলিল—"ভাই, আমিও তোমার মত একজন কলেজের ছাত্র, মেডিকেল কলেজে ফোর্থ ইযারে পড়ি। দাদা আমার বর্দ্ধমানে ওকালতী করেন। হঠাৎ তাঁর টেলিগ্রাফ পেযে বেরিযে পড়েছি। তাঁর ইচ্ছা, পূজার বন্ধে একত্রে বোম্বে বেড়াতে যাওযা। অদৃষ্টের পরিহাস দেখ, আমার কাছেও আজ একটি পয়সা নেই,—ঘড়িটা পর্য্যন্ত না! যাক্—ওড়নাটা আজ কিন্তু পৌছান চাই-ই। এ গাড়ীতে তোমার যাওযা ছাড়া উপাযও নাই। আমাব দু'দিন বিলম্ব হলেও ক্ষতি হবে না, কারণ বিজযার দিন আমাদের বেরুবার কথা। তা ছাড়া এ দিকের প্রায় সব ষ্টেশনেই আমার চেনা লোক কেউ না কেউ আছেনই। আমি আগের ষ্টেশনে নেবে যাব, যদি কেউ ধরে ত' আমি তার উপায় অনায়াসে করতে পারবো,—চিন্তার কোন কারণই নেই। চুরিও নয, ডাকাতিও নয—দুটো টাকার মামলা! হাঁ—তোমার নামটা জিজ্ঞেস করা হয় নি—"

সতীশের কথার সহানুভূতিপূর্ণ সুর, যুবকের হতাশ অবসন্ন হৃদয়ে যেন একটু শক্তির সাড়া আনিয়া দিযাছিল,—সে ম্লান হাসির আভাস দিয়া বলিল—"আজ আমার নামটিও আমার

বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। "সুলতান আলি" না হয়ে আমার নামটি যদি "ফকির আলি" হত, তা হলে আমি আজ একটু সত্যের শান্তি পেতাম। নামটাও লজ্জার বোঝার মত মাথাটাকে নত করে দিচ্ছে, মুখে আনতে ঘৃণা বোধ হচ্ছে। নামটা যে এতবড় মিথ্যা জিনিষ—সে যে আপন হয়েও একটা নির্ম্মমের মত বিদ্রূপবিদ্ধ করতে পারে, তা কখনও ভাবি নি!"

সতীশ হাসিতে হাসিতে বলিল—"সুলতান, তুমি ভাই বড় sentimental, ভাবুক দেখছি, আমাদেরও ত' এসব চিন্তা উদয়ই হয় না। ওসব কি অত বড় করে ভাবতে আছে? তোমার কবিতা লেখা বাই আছে বুঝি!"

এইরূপ দু'চার কথায় সতীশ তাহার মনটাকে অনেকটা স্বাভাবিক অবস্থায় আনিয়া,—অনেক বোঝাপড়া ও সাধ্যসাধনার পর নিজের টিকিটখানি তাহার হস্তে দিয়া বলিল—"আমার জন্য কিছুমাত্র চিন্তা নেই,—তোমার কিন্তু আজ পৌছান চাই-ই। আর তুমি যদি ভাই এখনো ইতস্ততঃ কর ত' আমি বল্‌তে বাধ্য হব—টিকিটখানি আমি তোমাকে বিক্রি করচি,—কলেজ খুল্‌লে তুমি আমাকে এর মূল্য দিও।"

সুলতান আর আপত্তির কোন কথা খুঁজিয়া না পাইয়া, বিমূঢ়বৎ অর্থশূন্য মৃদু হাস্যের সহিত টিকিটখানি বুক-পকেটে রাখিল। কিন্তু তাহার ভাব দেখিয়া বোধ হইল,—কাজটার ঔচিত্যানৌচিত্য সম্বন্ধে তখনো সে দৃঢ়নিশ্চয় হইতে পারে নাই।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে, চলন্ত গাড়ীর Travelling ইন্‌স্পেক্টার

মিষ্টার হার্ডী, গাড়ীর পা-দানে ভুঁইফোঁড় ভাবে সহসা উদয় হইয়া, হস্তস্থিত Punchটা (টিকিটকাটা যন্ত্রটা) দ্বারে দ্রুতভাবে ঠক্ ঠক্ —খট্ খট্ আঘাত করিতে করিতে বলিল—"টিকিট—টিকিট, look sharp (ত্বরায় টিকিট দেখাও) ।"

সম্মুখে সহসা সর্প দেখিলে, স্বভাবতঃই মানুষ যেমন চমকিত ও ভীত হয়, এ সময় সুলতানের সেইরূপ ঘটিবার খুবই সম্ভাবনা বুঝিয়া সতীশ তাহার হাতে সজোরে একটা চাপ দিয়া, দৃঢ় অথচ চাপা গলায় বলিল—"খবরদার, যেন ছেলেমানুষী কোর না ;—আমি নেবে যাচ্চি,—তুমি সোজা বাড়ী যাবে ;—টিকিট দেখাও।"

সতীশ এমন দৃঢ়ভাবে—আদেশের মত, কথাগুলি বলিয়াছিল যে, সুলতান কম্পিতহস্তে টিকিটখানি বাহির করিল, কিন্তু ইন্‌স্পেক্টারের হস্তে দিতে গিয়া তাহা পড়িয়া গেল।

মিষ্টার হার্ডী অতিষ্ঠ হইয়া, দ্বারে Punchটা সজোরে আঘাত করিয়া, উচ্চকণ্ঠে বলিল—"দেখাও,—তুলে দেখাও।" পরে সতীশের দিকে চাহিয়া বলিল—"তোমার ?"

সতীশ অবিচলিত ভাবে বলিল—"আমি এইখানেই নাববো, আমার টিকিট নেই।"

পর মুহূর্ত্তেই গাড়ী ব্যাণ্ডেলে আসিয়া থামিল।

২

মিষ্টার হার্ডী একজন নামজাদা Travelling Checker (চলন্ত গাড়ীর টিকিট পরীক্ষক)। দয়া-দাক্ষিণ্য, সহানুভূতি প্রভৃতি গুণগুলি তাঁহার মধ্যে কখনও পাই নাই। এক কথায় গ্রাম্য ভাষায় যাকে "বাপের কুপুত্তুর" বলে, ও-লাইনের যাত্রী মাত্রেরই তাঁহার উপর এই ধারণা। আরোহীদের উপর নির্ম্মম ও কর্কশ ব্যবহারের জন্য দু'তিন বার 'ধনঞ্জয়' লাভও নাকি তাঁহার ঘটিয়াছে। আশ্চর্য্য এই—তাঁহার প্রতি আরোহীদের যেমন ঘৃণা, কোম্পানীর ততোধিক শ্রদ্ধা! লোকটা খাঁটি বিলাতী,—নামেও হার্ডী, কাজেও hardy; ক্লেশে বা পরিশ্রমে, কিছুমাত্র কাতর ন'ন। ক্ষমা তাঁহার কুষ্টিতে লেখে নাই; পয়সা না হয় পুলিস, এই দুটি তিনি বুঝিতেন। এ সব কথা সতীশের জানা ছিল।

সতীশ তাঁহার অনুসরণ করিল, ও উভয়ে ষ্টেশনমাষ্টার—মিষ্টার শেফার্ডের কামরায় প্রবেশ করিল।

মিনিট তিনেক পরে মিষ্টার হার্ডী বাহির হইয়া "পুলিশ—পুলিশ" বলিয়া হাঁকিলেন। পরক্ষণেই শব্দ করিতে করিতে বর্দ্ধমান-লোক্যাল্ মন্থর-গতিতে ষ্টেশন পার হইয়া গেল।

মিষ্টার শেফার্ড একজন কাফ্রি ক্রিশ্চান,—অতিকায় ও ভীষণ-দর্শন কাফ্রি বলিলেই, তাঁহার বর্ণ, কেশ, অধর ও ওষ্ঠাদি বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। তবে তাঁহার দন্তগুলি যেমন বড়, তেমনি ধপ্‌ধপে

সাদা বলিয়া—হাস্য করিলে বা কথা কহিবার সময়, তাহা যেন কাল সাইনবোর্ডে সাদা লেখার মত বোধ হইত। ষ্টেশনের বারাণ্ডায় যখন দেল-ঘেঁষিয়া দাঁড়াইতেন, ট্রেণ হইতে যাত্রীরা নিউবিয়ান ব্ল্যাকিংয়ের (Nubian Blackingএর) বিজ্ঞাপন বলিয়াই ঠাওরাইত'। কণ্ঠস্বরও—গাম্ভীর্য্যে ও সুরে একটু অসাধারণ। ফলকথা, সে মূর্ত্তি দেখিলে বিপন্ন ব্যক্তিমাত্রেরই, তাঁহার নিকট সদ্ব্যবহার বা সুবিচার প্রাপ্তির আশা ভরসা তদ্দণ্ডেই লোপ পাইত।

আমাদের সতীশের সেরূপ ঘটিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। সে যে—সুলতানকে রওনা করিয়া দিতে পারিয়াছে, এবং ঘণ্টা তিনেক পরে তাহাদের ভাই-ভগ্নীর সস্নেহ আনন্দ-মিলনটা যে কি সুখের হইবে, এই চিন্তাটাই এখন তাহার অন্তঃকরণকে পুনঃপুনঃ উৎফুল্ল করিতেছিল। নিজের পরিণামের দিকে তাহার লক্ষ্যই ছিল না;—কার্য্যোদ্ধার ত' হইয়াছে,—সেলিনার ওড়না পৌঁছাবেই।

ইতিমধ্যে মিষ্টার হার্ডী ও মিষ্টার শেফার্ড তাহাকে যে তিন চারিটি প্রশ্ন করিয়াছিলেন, সতীশ তাহার যা যা উত্তর দিয়াছে—তার সকল গুলিতেই একটা বে-পরোয়া ভাব ছিল। মিষ্টার হার্ডী অগত্যা পুলিশ ডাকিয়া যখন পুনরায় সেই ঘরে ঢুকিলেন, তখন সতীশ ষ্টেশনমাষ্টারকে বলিতেছিল—"আমি বোধ হয় এতটা নীচ নই যে, ফাঁকি দিয়ে চলে যেতাম, বর্দ্ধমান ষ্টেশনে পৌঁছিয়ে রেলের প্রাপ্য গণ্ডা—পাই-পয়সা পরিশোধ করে দিতাম।"

মিষ্টার হার্ডী একটু চাপা হাসির সহিত বলিলেন—"ধরা পড়লে সকলেই ঐ কথা ব'লে সাধু হ'তে চায়—"

সতীশ তীব্র স্বরে উত্তর করিল—"কোন' একদিনের accident এর (আকস্মিক ঘটনার) জন্য, কাহাকেও ওরূপ বলবার বা সন্দেহ করবার অধিকার কারও নেই ;—সাজা নিতে ত' আমি অ-প্রস্তুত নই—"

মিষ্টার হার্ডী আবার মুখে একটু হাসির ভাব আনিয়া, ভ্রূদ্বয় কপালে তুলিয়া বিদ্রূপচ্ছলে বলিলেন—"Civil disobedience ! বোধ করি নিজেকে defendও (আত্মপক্ষ সমর্থনও) করবে না !"

সতীশ বলিল—"আইন জানার চেয়ে ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করতে জানা—অনেক কঠিন। আইন ত' রেলের কুলিটাও জানতে পারে। যিনি ন্যায়ের সম্মান রক্ষা করতে শিখেছেন,—তাঁর কাছে আত্মপক্ষ সমর্থন—"

কথা শেষ না হইতেই—"এই নিন্ আপনার টিকিট।" বলিয়া একখানি হস্ত তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে দেখা দিল ! সতীশ পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখে—সুলতান !

রাগে তাহার সর্ব্বশরীর যেন দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, সে চীৎকার করিয়া বলিল—"You fool (নির্ব্বোধ) তুমি যাও নি ? এটা কি তোমার সৌজন্য দেখান হ'ল ? এতে কার্ কোন্ উপকারটা করা হ'ল—শুনি ? তোমার মত imbecileদের জন্য কেবল কাঁদতে আর কাজে বাধা দিতে। এই ড্যাম্ Sentimentalityর খাতিরে, এক ঘন্টার পরিচয় নিয়ে, এতটা বাড়াবাড়ি

ক'রে—কত বড় অনিষ্ট করলে তা জানো ? তোমার সম্পর্কে আজ বাইশ বচর যে লোক ছিল না, চাই কি বাকি জীবনেও যে থাকবে না, তার জন্তে এত মাথা ব্যথার দরকারটা কি-ই বা ছিল ? ওটা তোমাদের মুসলমানা "আপ্ চলিযে"র আদব-কায়দা ভিন্ন আব কিছুই নয !—এখন উপায় !"

সুলতানের তুর্কী রক্ত তাহার চক্ষু পর্য্যন্ত ছুটিযা গিযাছিল, কিন্তু সতীশের ভিন্ন সুরে উচ্চারিত "এখন উপায !" এই শব্দ দুইটি তাহাকে তৎক্ষণাৎ তাহার নির্দ্দিষ্ট স্থানের নিম্নে নামাইযা দিল।

সে বলিল—"যখন দেখলুম পুলিশের ডাক্ পোড়ল, তখন আপনাকে পুলিশের হাতে স'পে দিযে—আপনাব টিকিটেব advantage নিযে, আমি সাধু ব'নে নিজের কার্য্যোদ্ধাব করব ? গরীব হলেই কি তাকে পশু হ'তে হবে ? আপনার সঙ্গে আব কখনো আমার শারীরিক সাক্ষাৎ না ঘটতে পারে, কিন্তু আমাব মন ত' সে অভাব একদিনও বোধ কববে না। আপনার টিকিট আপনি নিন্।" এই বলিযা সুলতান টিকিটখানি সতীশেব সম্মুখে বাড়াইযা ধরিল।

সতীশ তাহার ভাব দেখিয়া হাসিযা ফেলিল ও বলিল—"অকাল-বিজ্ঞ,—ফিলজফি কোর্স লওযা হযেছে বুঝি! কার টিকিট আমি নোব ?"

সুলতান বলিল—"আপনার টিকিট।"

সতীশ বলিল—"কে বল্লে আমার ?"

সুলতান বলিল—"এই দেখুন—বর্দ্ধমান লেখা রয়েছে, আমি ত' বেঁচে যাব।"

সতীশ বলিল—"খুব প্রমাণ ত'! (মিষ্টার হার্ডীর প্রতি) দেখুন, এঁর মাথাটা ঠিক্ অবস্থায় নেই। আপনারা একটু কষ্ট ক'রে গাড়ীতে তুলে দেবেন।"

সুলতান বিরক্তির সহিত টিকিটখানি ষ্টেশনমাষ্টারের টেবিলের উপর ফেলিয়া দিয়া বলিল—"তবে এই রইল।"

মিষ্টার শেফার্ড—ঘ্যাঁক্ ঘ্যাঁক্ ঘুঃ ঘুঃ প্রভৃতি অদ্ভুত সংস্কৃত-ঘেঁষা শব্দে কক্ষ কাঁপাইয়া হাসিয়া উঠিলেন। সে হাসি থামিতে মিনিট দুই লাগিল, টেবিল-ল্যাম্পটি নিবিতে নিবিতে রক্ষা পাইল। পরে রুমাল বাহির করিয়া চক্ষু ও নাসিকা পরিষ্কার করিতে করিয়া বলিলেন—"মিষ্টার হার্ডী—তুমি কি ঠিক্ করলে?"

মিষ্টার হার্ডী এতক্ষণ ধীর সন্দেহ দৃষ্টিতে, তাঁর নীল চক্ষুর ঝক্‌ঝকে তারা দুটি—আঁধারের আলোর মত একবার এ-কোণে টানিয়া সতীশের উপর, একবার ও-কোণে টানিয়া সুলতানের উপর, পর্য্যায়ক্রমে ফেলিতে ছিলেন। তিনি স্কন্ধ দুইটি একটু ঝাঁকাইয়া বলিলেন—"ও সব prearranged (পূর্ব্বাহ্নে স্থির করা) অভিনয় আমার ঢের দেখা আছে,—ওতে মিষ্টার হার্ডী ভোলেন না। যদি ওদের মধ্যে ও-টিকিটের মালিক কেহ না হতে চায়,—বেশ কথা; দুজনের কাছ থেকেই রেল কোম্পানীর প্রাপ্য আদায় করব। এখানে কোন ফন্দিই খাটবে না।"

সতীশ ঘৃণার হাসি হাসিয়া বলিল—"Pity (দুঃখ হয়)—এই

বুদ্ধির দর্পই, লজ্জার রূপ ধ'রে ধীরে ধীরে তোমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। কাছে উপায় থাকতে তোমার এই অভদ্র কথা শোনবার সখ, কারো থাকতে পারে না। তাই পূর্ব্বেই বলা হয়েছে—সাজা নিতে অ-প্রস্তুত নই।"

মিষ্টার হার্ডী সতীশের কথার উত্তর না দিয়া ষ্টেশনমাষ্টারকে বলিলেন—"আমি এদের হাওড়ায় নিয়ে যেতে চাই।"

মিষ্টার শেফার্ড বলিলেন—"বেশ,—এখন' ত' সে গাড়ী আসতে দেরি আছে; ইতিমধ্যে—এরা যদি বলে ত', আমি একবার এদের কাছে সত্য ঘটনাটা শোনবার ইচ্ছা করি।"

মিষ্টার হার্ডী বলিলেন—"I don't care, তুমি শুনতে পার।" এই বলিয়া তিনি একটা চুরট্ ধরাইয়া, টাইম-টেবল্‌খানা টানিয়া লইয়া পাতা উল্টাইতে লাগিলেন।

সুলতানের চক্ষে বা কর্ণে এসব কিছুই বোধ হয় স্থান পায় নাই; সে এক ধারে দাঁড়া-টেবিলটির গায়ে ভর দিয়া, ও তাহার উপর কাত হইয়া, অন্যমনস্কভাবে দাঁড়াইয়া ছিল।

অপেক্ষাকৃত উচ্চকণ্ঠে মিষ্টার শেফার্ড যখন তাহাকে লক্ষ্য করিয়া ডাকিলেন—"You my friend No. 2." (আমার দু নম্বরের বন্ধু)! হঠাৎ তাহার কানে যেন চটের কলের (Jute Millএর) ভোঁ বাজিয়া উঠিল। সে চমকিয়া দেখিল—ষ্টেশন মাষ্টার তাহাকে নিকটে যাইতে ইঙ্গিত করিতেছেন। সুলতান যন্ত্র-চালিতের মত—টেবিলের কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

মিষ্টার শেফার্ড, তাহাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন—"এ কি!

তোমার চোখে জল কেন? এমন কি হয়েছে? তুমি স্ত্রীলোক নও,—তোমার বন্ধুকে দেখ, কেমন firm and resolute." (অবিচলিত ও দৃঢ়)।

মিষ্টার হার্ডী মুখ না তুলিয়া, কেবল চক্ষু-পল্লব মাত্র অল্প তুলিয়া, সুলতানকে দেখিতেছিলেন। তিনি মৃদু কণ্ঠে—An expert actor. (দক্ষ অভিনেতা) বলিয়া, আবার টাইম-টেবলে দৃষ্টি সংলগ্ন করিলেন।

মিষ্টার শেফার্ড সুলতানকে বলিলেন—"এখন বল দিকি ছোকরা—সত্য ব্যাপারটা কি? তোমাদের দেখে ত' বিশ্বাস হয় না যে, তোমরা বিনা টিকিটে travel করবার (চলবার) লোক।"

মিষ্টার হার্ডী আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না, তিনি এবার মাথা তুলিয়া বলিলেন—"মিষ্টার শেফার্ড, এ সম্বন্ধে তোমার অভিজ্ঞতার আমি প্রশংসা করতে পারি না; কি ক'রে তুমি এরূপ একটা opinion pass করচ'; (অভিমত প্রকাশ করচ'?) মানুষের ওপরটা দেখে, তার ভেতরটা যদি বোঝা যেত, তা হলে জগতের বারো আনা ঝঞ্ঝাট্ ঘুচে যেত'। খুনীদের মধ্যেও এমন লোক আছে—সে এমন সব ধর্ম্ম ও নীতিকথা, এমন feelingএর সঙ্গে (ভাবের সঙ্গে) বলতে পারে যে, তা শুনে সাধুরাও থ' হয়ে যাবেন,—হাজার হাজার শ্রোতার চক্ষে জল বইবে, অথচ—মানুষ মেরে সে জীবিকার্জ্জন করে।"

মিষ্টার শেফার্ড হাসিয়া বলিলেন—"মিষ্টার হার্ডী—তিন্‌কে

তাল ক'রে দেখতে তোমার ভাল লাগে দেখছি! এ অপরাধটার সঙ্গে ও কথাটার উল্লেখ, সঙ্গত শোনায় না।"

মিষ্টার হার্ডী বলিলেন—"সে কি কথা,—তাই বুঝি তুমি ভাব? অপরাধ মাত্রেই অপরাধ,—সাজায় ছোট বড় আছে বটে। পূর্ব্বে চুরি অপরাধে কি সাজা ছিল, জান ত'?—ফাঁসি!"

মিষ্টার শেফার্ড বলিল—"সেটা যে-সময়ে ছিল আর যে-দেশে ছিল, তাও আমার জানা আছে।" এই বলিয়া তিনি একটা হাসির আবরণ দিয়া, প্রসঙ্গটা চাপা দিয়া ফেলিলেন, এবং বলিলেন—"ও সব আমাদের আপোসের কথা, আপোসের মধ্যে হওয়াই ভাল। এখন এরা কি বলে শোনাই যাক না; তোমার ট্রেনের ত' এখনো ঢের দেরি।" পরে সুলতানের দিকে চাহিয়া—"বল ত' ছোকরা—"

মিষ্টার শেফার্ডের কথাটা যে হার্ডী সাহেবের ভাল লাগে নাই,—তাঁহার মুখ চোখ সে প্রমাণ দিতে ছাড়িল না।

সুলতান্ বিষাদ-মিশ্রিত মৃদুকণ্ঠে বলিল—"আপনাকে ধন্যবাদ,—আমাকে মাপ করবেন। যে কথা বলায় বা শোনায়, এখন আর কোন সার্থকতাই নেই, কেবল একটা কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য—সেটা শোনবার ইচ্ছা করবেন না।"

মিষ্টার শেফার্ড বলিলেন—"My young man, তুমি কি জান না—সত্য কোন অবস্থাতেই নিরর্থক নয়। শুনতে আমার যে কৌতূহল নেই তা নয়, কিন্তু তার মধ্যে একটা মজা পাবার জন্যে আগ্রহ আমার আদৌ নেই।"

সুলতান বলিল—"দেখুন—যে কারণে বা যে কাজের জন্যে, একপক্ষ কাল অনবরত চিন্তা, চেষ্টা, এমন কি আজ চোর জুয়াচোর হওয়া, আর এই হীনতা স্বীকার,—তার আশা যখন নির্ম্মূল হ'য়ে গেছে, তখন সে সত্যেরও এখন আর কোন সার্থকতা নেই। সেটা এখন কেবল একটা 'কথার কথা' রয়ে গেছে, তার আর কোন মূল্য নেই। আমার যদি কেবল বাড়ী যাওয়ার তরে বাড়ী যাওয়া হ'ত, তা হলে এমনটা কখন' ঘটতে পেত' না। সেরূপ আগ্রহ আমার ছিলও না, এখন ত' নাই-ই। বরং এখন বাড়ী না যাওয়াই আমার ভাল।" এই বলিতে বলিতে সুলতানের কণ্ঠস্বর গাঢ় হইয়া আসিল; তাহার বাম হস্ত টেবিলটাকে অবলম্বন পাইয়া চাপিয়া ধরিল, ও তাহার একটি সুগভীর নিশ্বাস পড়িল। একটু নীরব থাকিয়া সতীশকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—"উনি সত্যই বলেচেন—আমার মাথার ঠিক নেই, আমি একটু বসি।" বলিযাই সে মেজের উপর বসিয়া পড়িল।

মিষ্টার শেফার্ড ব্যস্ত হইয়া—"ব্যাপার কি?" জিজ্ঞাসা করিলেন ও চেয়ারে বসিতে বলিলেন। সতীশ সুলতানকে হাত ধরিয়া চেয়ারে বসাইল, ও শেফার্ড সাহেবকে ধন্যবাদ দিয়া বলিল—"এমন কিছু না—weakness (শারীরিক দৌর্ব্বল্য) মাত্র।" পরে বলিল—"আপনার মত ভদ্রলোককে ঘটনাটা বলতে আমার আপত্তি নেই; বিশ্বাস করুন না করুন, I don't mind (আমার তাতে আসে যায় না)। আর আপনার কাছে কিছু প্রত্যাশা করেও বলচি না—সেটা স্মরণ রাখবেন।"

সুলতান বামহস্তে নিজের কপালটা চাপিয়া চেয়ারে বসিয়াছিল, সে হাত ছাড়িয়া ব্যস্ত ও কাতরভাবে সতীশকে বলিল—"Spare me (আমাকে লজ্জা দেবেন না)।" তাহার চক্ষুই তাহার কাতর আবেদন পরিস্ফুট করিয়া দিল, এবং তাহা মিষ্টার হার্ডীর তীক্ষ্ণ কুটিল দৃষ্টি এড়াইল না। তিনি নিজে নিজেই অনুচ্চকণ্ঠে আবৃত্তি করিলেন—"সে আমি অনেকক্ষণ বুঝেছি!" এই বলিয়া দন্তের উপর দন্ত চাপায়, তাঁহার সেই নীল চক্ষু দুটিতে যেন একটা বিজয়ানন্দ ফুটিয়া উঠিল,—এবং তাঁহার ডানপা'টি নৃত্য করিতে লাগিল।

সতীশ থাকিতে পারিল না, হাসিতে হাসিতে বলিল—"You ought to have adorned 'Scotland Yard' Mr. Hardy." বিদ্রূপটা হার্ডী সাহেবকে খুবই বিঁধিল।

মিষ্টার শেফার্ড অবস্থাটা বুঝিয়া, চট্ করিয়া বলিলেন—"Yes, he is duty personified (হাঁ, উনি কর্ত্তব্যের প্রতিমূর্ত্তি,—কর্ম্মবীর)।" পরে সতীশকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"তুমিই এখন ঘটনাটা শোনাও, আমি তোমার সব সর্ত্তেই রাজি আছি।"

সতীশ বলিল—"কিন্তু যাদের বাড়ীতে ছেলে মেয়ে নেই, যারা জগতের ঐ সুকোমল সৌন্দর্য্য থেকে বঞ্চিত, তাদের সুকুমার বৃত্তিগুলি প্রায় ভোঁতা, তারা ত' আমার কথাটা বুঝতে পারবে না।"

মিষ্টার শেফার্ড হাসিয়া বলিলেন—"সে সম্বন্ধে তুমি দুর্ভাবনা রেখ না, আমার নিজেরই পাঁচটি, and I am tired of them." (আমি জ্বালাতন হয়েছি।)

সতীশ বলিল—"মুখে ওটা সকলেই বলে থাকেন, কিন্তু একটি যদি খসে, বা একটির স্নেহ-কাতর আবেদন যদি রক্ষা করতে না পারা যায়, তখন প্রাণের মধ্যে তার পরিচয় আপনিই ফুটে ওঠে—বাইরে প্রমাণ খুঁজতে হয় না।

মিষ্টার শেফার্ড বলিলেন—"Oh, don't remind." (ও কথা আর মনে করে দিও না।) এই বলিয়া তিনি এমন একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন যে, টেবিলের কাগজপত্র যেন সভয়ে কাঁপিয়া উঠিল।

আমাদের সতীশের বক্তৃতা-শক্তিটা বরাবরই ছিল; সে কখন' কখন' গোলদীঘীর 'গ্যাবিবলড়ি' হইযাও দাঁড়াইযাছে! আজিকার ঘটনাটি সে সংক্ষেপে অথচ আন্তরিকতার সহিত ভাবপূর্ণ ভাষায় বলিয়া গেল, এবং কি ভাবে ও কতটা ভাবনা, চিন্তা ও উদ্যমের মধ্যে—কোন পরিচিতের সাহায্য লাভে বঞ্চিত হইয়া,—পরে অপর কোন ট্রেণ না থাকায়—শেষ মুহূর্ত্তে হতাশ, বিমূঢ় ও ইচ্ছা-অনিচ্ছার অতীত অবস্থায়—গাড়ীর মধ্যে সে অসম্বিতে নীত হইযাছিল, তাহা বর্ণনা করিল।

সতীশ সবই নিজের উপব আরোপ করিয়া বলিয়া .গল। পরিশেষে বলিল—"ঐ একমাত্র ট্রেণ, যা—সময়ে আমাকে আমার প্রতীক্ষাপরায়ণা ভগ্নীর বহুদিন-সঞ্চিত সাধটি পূরণ ক'রে তাকে আনন্দোৎফুল্ল কবতে পারত' ও উৎসবানন্দে যোগ দেবার সুযোগ দিত, তা যখন চলে গেল,—তখন চোর বলেই নির্য্যাতিত হই আর শাস্তিই পাই, সেটা সেই আশা-হতা বালিকাব মর্ম্ম-পীড়ার তুলনায় অতি তুচ্ছ! এখনো সে আশার আনন্দে কত

না কল্পনার ছবি আঁকছে, কত না পথ চেয়ে আছে!" এই শেষ কথা কয়টি বলিতে সতীশের গলাও ভার হইয়া আসিল, তাই সে কেবল এইমাত্র বলিয়া শেষ করিল—"বাড়ী যাবার সে ক্ষিপ্ত-উৎসাহ কোথায় চলে গেছে, এখন প্রাণ কেবল না-যাওয়াটাই চাচ্চে!"

সতীশ বলা আরম্ভ করিবার পরই, মিষ্টার হার্ডী টাইম-টেবল রাখিয়া খুব অনুসন্ধিৎসুর দৃষ্টিতে, মুখে চোখে অবিশ্বাসের ভাব লইয়া, সম্মুখে ঝুঁকিয়া শুনিতে আরম্ভ করেন। খানিকটা শুনিবার পর—তাঁহার সে ভাব অন্তর্হিত হইতে থাকে। ক্রমে কপালটা কুঞ্চিত হইতে হইতে, সহসা মুখ চোখ চিন্তাপীড়িত হইয়া পড়ে।

মিষ্টার শেফার্ড তন্ময় হইয়া শুনিতেছিলেন, তিনি বলিলেন—"I fully understand the situation. (আমি অবস্থাটা খুবই বুঝচি), এবং উঠিয়া দ্রুত পদচারণা করিতে, রুমালে নাক ঝাড়িতে ও নাক চোখ মুছিতে আরম্ভ করিলেন। পরে মিষ্টার হার্ডীর পিঠে হাত দিয়া, একটি নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"ডোবা আমার বুকে এই কষ্টই রেখে গেছে, একটা—blue shirt (নীল রংয়ের জামা মাত্র) চেয়েছিল, আমি অত' গা করি নি—ফিরে গিয়ে আর, Oh my—" বলিয়াই একটি চাপা গম্ভীর শব্দ করিয়া উঠিলেন। বোধ হইল যেন একটা কঠিন ধাক্কা—তাঁহার লৌহ-কপাট-সদৃশ বক্ষে সজোরে আঘাত করিল।

মিষ্টার হার্ডী উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও তাঁহার হাত ধরিয়া

বলিলেন—"Don't be a child—old boy." (এ বয়সে ছেলেমানুষী কর' না।)

মিষ্টার শেফার্ড পশ্চাতের কামরায় চলিয়া গেলেন ও বেয়ারাকে দু' গেলাস সোডা দিতে বলিলেন। মিষ্টার হার্ডীও সেই কামরায় ঢুকিলেন এবং বেহারা-প্রদত্ত সোডা মিশ্রিত হুইস্কী, উভয়েই ধীরে ধীরে উপভোগ করিতে লাগিলেন।

যে বৃদ্ধ লোকটি ষ্টেশনমাষ্টারের কামরায় পাখা টানিতেছিল, তাহার নাম ছেদি, জাতিতে কুর্মী; সে সব কথাই শুনিয়াছিল এবং ব্যাপারটা বুঝিয়াছিল। সে সেই অবকাশে সুলতানের সন্নিকটে আসিয়া সেলাম করিয়া বলিল—"বাবু আমি গরীব, আমার কাছে এগার আনা পয়সা আছে,—যখন ফিরবেন দিয়ে যাবেন, এদের এখন ফেলে দিন। আর কিছু দরকার হয় ত' ছুটি পেলেই আমি সাথীদের কাছ থেকে এনে দি।" এই বলিয়া সে কোমর হইতে পয়সা বাহির করিতে লাগিল।

সুলতান উঠিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল—"ভাই, খোদা তোমাকে এর বদলা দেবেন, এ তোমার দেওয়াই হ'য়েছে, কিন্তু আজ আর আমাদের যাবার গাড়ী নেই; দরকার বুঝি ত' তোমার কাছেই চাইব।"

সাহেবদ্বয় যথাস্থানে আসিয়া বসিলেন।

মিষ্টার শেফার্ড একটি চুরট্ মিষ্টার হার্ডীকে দিলেন, ও একটি নিজে ধরাইতে ধরাইতে বলিলেন—"সব শুন্‌লে ত',—এখন কি করবে?"

মিষ্টার হার্ডী একটু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—"Why, it does not prove settlement of Company's dues, does it ?" (ওতে কোম্পানীর পাওনা মেটবার মত কি আছে ?)

মিষ্টার শেকার্ড মিনিটখানেক অবাক থাকিয়া বলিলেন—"If it does not, I believe this piece of paper does." (ওতে যদি না মেটে, আমার বোধ হয় এই কাগজের টুকরোটায় মিটতে পারে !) এই বলার সঙ্গে সঙ্গে—বুক-পকেট হইতে একখানি দশ টাকার নোট বাহির করিয়া মিষ্টার হার্ডীর মুখের কাছে ধরিলেন।

সে সময় মিষ্টার শেফার্ডের মুখের ভাব, মিষ্টার হার্ডীর ব্যবহারের বিপক্ষে সুতীব্র বিদ্রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, আর সেটা যেন তাঁহার হাতে রূপ ধরিয়া মিষ্টার হার্ডীর চোখের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

মিষ্টার হার্ডীর রক্ত চখের পাশ দিয়া দু' দু'বার কর্ণ পর্য্যন্ত ছুটিয়া কপালের দুইধারে উঠিয়া সহসা মিলাইয়া গেল। তিনি একটু ফাঁকা হাসি হাসিয়াই Thank you my noble Sir, (ধন্য মহোদয়) বলিয়াই নোটখানি ছোঁ মারিয়া লইলেন ও পাণ্টা বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিলেন—"এত দিনে,বিনা টিকিটের আরোহীদের একটা হিল্লে হ'ল, আমিও অনেক botheration (ঝঞ্ঝাট) থেকে বাঁচবার একটা উপায় পেলুম।" এই বলিয়াই তিনি পকেট হইতে Receipt Book (রসিদ বই) ও পেন্‌সিল বাহির করিয়া এবং টেবিলের উপর হইতে বর্দ্ধমানের টিকিটখানা নিজেই তুলিয়া লইয়া,—একমনে হিসাবে বসিয়া গেলেন।

সতীশ ব্যস্ত হইয়া—মিষ্টার শেফার্ডকে—"মহাশয়" বলিযা, কি বলিতে যাইতেছিল। তিনি বাধা দিয়া বলিলেন—"এটা দান ব'লে মনে কোর' না, যখন ফিরবে আমাকে দিযে গেলেই হবে।"

সতীশ পুনরায বলিল—"কিন্তু আজ আর যখন ট্রেণ নেই—আর অন্য দিনে যাওযাও যখন বৃথা—"

মিষ্টার শেফার্ড আবার বাধা দিযা বলিলেন—"ব্যস্ত হচ্চ কেন,—আমি বিশ মিনিটের মধ্যেই ৭টা ৩৫ মিনিটের Goodsএ (মালগাড়ীতে) তোমাদের book কোরে দেব (পাঠিযে দেব)।"

এই কথার শেষেই ছেদির স্বতঃস্ফূর্ত্ত উচ্ছ্বাস—"রামজী মালিক", শুনা গেল।

Goods-Trainএর (মালগাড়ীর) নাম শুনিযাই মিষ্টার হার্ডীর পেন্‌সিল থামিযা গিযাছিল। তিনি বিস্ফারিত নেত্রে, গলাটা রাজহংসের মত সামনে বাড়াইযা দিযা, একটা কথা জিজ্ঞাসার ফাঁক খুঁজিতেছিলেন। এইবার বলিলেন—"Goods ট্রেণে পাঠানই তা'হলে ঠিক? তাতে কিন্তু 2nd classএর fare (দ্বিতীয শ্রেণীর ভাড়া) লাগবে।"

মিষ্টার শেফার্ড বলিলেন—"সেটা বোধ হয আমি জানি।"

মিষ্টার হার্ডী আর দ্বিরুক্তি না করিযা অঙ্কশাস্ত্রে মন দিলেন, ও দশ মিনিটের মধ্যে—ভাড়া, জরিমানা প্রভৃতি পাই পযসা হিসাব করিযা রসিদ ও বাকি টাকা আনা, মিষ্টার শেফার্ডের সম্মুখে টেবিলের উপর রাখিলেন।

মিষ্টার শেফার্ড রসিদখানি সতীশের হাতে দিযা বলিলেন—

"আশা করি এখন তোমরা—বালিকাটির কোমল হৃদয়ে কোনরূপ আঘাত পৌঁছিবার পূর্ব্বেই পৌঁছতে পারবে।"

সতীশ বিনীতভাবে বলিল—"আপনার সহৃদয়তা ও উদারতাই এ সাহায্যের মূল। আপনি আমাদের যে উপকার করলেন, তার পরিবর্ত্তে—ধন্যবাদ দেওয়া বা কথায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশের চেষ্টা পাওয়াই মূঢ়তা। আপনার সৌজন্য ভুলতে পারব না। আমাদের সৌভাগ্য যে, বিপাকে পড়েছিলাম,—তাই এই আদর্শ লাভ হ'ল।"

মিষ্টার শেফার্ড সত্বর উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—"এস এস, ওসব থাক্, গাড়ী এল বলে।" এই বলিয়াই তিনি প্ল্যাট্‌ফরমের দিকে চলিলেন, সতীশ সুলতানকে আসিতে ইঙ্গিত করিয়া, তাঁহার অনুসরণ করিল।

মিষ্টার হার্ডী ইতিপূর্ব্বেই উঠিয়া গিয়াছিলেন।

সুল্‌তান ছেদির সহিত দুই চারিটা কথা না কহিয়া আসিতে পারিল না। প্ল্যাট্‌ফর্ম্মে আসিয়াই সে মিষ্টার শেফার্ডের নিকট গিয়া বিনয়-জড়িত কণ্ঠে বলিল,—"আপনি আজ আমাকে এমন একটা বেদনা থেকে বাঁচালেন, যা আমার জীবনে চিরস্থায়ী হয়ে থাকৃতো।"

এই সময় মালগাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। মিষ্টার শেফার্ড গার্ডকে বলিয়া দিলেন—"এই দুইটি ভদ্রলোক তোমার গাড়ীতে যাবেন,—এঁরা 2nd class passenger (দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী)।"

মিষ্টার হার্ডীকে দেখা গেল না,—গাড়ী ছাড়িয়া দিল। এমন সময় টেলিগ্রাফ্ আপিস্ হইতে বাহির হইয়া, মিষ্টার হার্ডী ছুটিয়া

গার্ডের কামরায় উঠিলেন। সতীশ সহজ হাসির ভাবেই বলিল—Welcome (আসুন) মিষ্টার হার্ডী,—আবার টিকিট দেখতে চাইবেন না ত'!"

মিষ্টার হার্ডীও হাসিয়া বলিলেন—"আমার dutyই ত' (কর্ত্তব্য কর্ম্মই ত') তাই,—তবে, নিজের হাতে লিখে দিয়েছি, নিজেকে আর অবিশ্বাস করি কি ক'রে!"

সতীশ বলিল—"তা হ'লে দেখছি, আপনার নিজের ওপর বিশ্বাসটা এখনো হারান নি!"

কথাটা শুনিয়া মিষ্টার হার্ডী অবাক্ হইয়া সতীশের দিকে চাহিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন।

৩

তখনো ষষ্ঠীর চন্দ্র হাসিতেছিল। ট্রেণ ত্রিশ বিঘা ষ্টেশনের সন্নিকট হইতেই, দূর হইতে বায়ু-হিল্লোলে তরঙ্গায়িত একটি করুণ সুর ভাসিয়া আসিয়া কর্ণে প্রবেশ করিতেছিল—

পথ'পানে চেয়ে চেয়ে অন্ধ হ'ল দু'নয়ান,
বিলম্বে—কি দিয়ে আমি হেরিব মা' সে বয়ান!
দিন, মাস, দণ্ড গণি—বৎসর করেছি শেষ,
কি ক'রে কঠিন হ'লে—বুঝিলে না মোর ক্লেশ,
আর না বাঁচিব আমি—নিশি হ'লে অবসান।

সতীশের প্রাণে ইহা এমন এক চিত্র আঁকিয়া যাইতেছিল, যাহা তাহাকে তন্ময় করিয়া ফেলিতেছিল,—তাহার প্রাণ-মন সিক্ত

করিয়া দিতেছিল। গায়কের প্রাণের সত্য ছায়াটি তাহার প্রাণে প্রতিবিম্বিত হইয়া উঠিতেছিল।

আবার তাহা সুলতানের প্রাণে আর এক চিত্র প্রতিফলিত করিতেছিল। সে সুকোমল তুলিকার সূক্ষ্ম রেখাগুলি, তাহার প্রত্যেক শিরাকে বিচলিত করিয়া দিতেছিল, তাহার মনের সম্মুখে আর একটি ব্যথা-বিধূর মর্ম্ম—স্তরে স্তরে খুলিয়া খুলিয়া দেখাইতেছিল। ও তাহার নীরব মর্ম্মন্তুদ কাতর নিবেদন নিদারুণ সুরে তাহার হৃদয়ে বাজিয়া উঠিতেছিল,—তাহাকে অধীর করিয়া তুলিতেছিল। সে আর থাকিতে পারিল না, হঠাৎ সতীশের হাত ধরিয়া বলিল—"দাদা আপনি যাবেন ত? আমি একলা—"

সতীশ সস্নেহে তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া বলিল—"যা'ব বইকি ভাই—একা কেন? আমি ত' রয়েছি—"

মিষ্টার হার্ডী বলিয়া উঠিলেন—"সতীশবাবু—I both admire and respect you, any one ought to be proud of your friendship (আমি তোমায় কেবল প্রশংসাই করি না—তোমাকে সম্মান করি,—যে-কেহ তোমার বন্ধুত্বের গর্ব্ব করতে পারে)—কিন্তু আমি তোমাকে সব মহত্বটা নিতে দিচ্ছি না,—আমারও তার একটু অংশ পাবার লোভ আছে। তোমাকে আর যেতে হবে না; আমি ব্যাণ্ডেল থেকেই বৈঁচির ষ্টেশনমাষ্টারকে টেলিগ্রাফ্ করে এসেছি,—সুলতানকে বাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছে দেবার জন্যে—দুজন ষ্টেশন-কুলি ও দুটি হরিকেন-ল্যাম্প প্রস্তুত রাখতে।"

মিষ্টার হার্ডীর কথায় দুজনেই আশ্চর্য্য ও অবাক হইয়া

গিয়াছিল। কথা শেষ হইলে সতীশ বলিল—"Are you in earnest ? ঠিক্ বললেন, না তামাসা করচেন ?"

মিষ্টার হার্ডী হাসিয়া বলিলেন—"আমার পুর্ব্বের ব্যবহার দেখে বুঝি বিশ্বাস হচ্চে না। সেটা ছিল আমার duty (কর্ত্তব্য),— যার জন্যে আমি মাইনে পাই। চাকরির কর্ত্তব্য আর নিজের কর্ত্তব্য কি একই জিনিস্ ? সেটা আমি কোম্পানীর জন্যে করি, আর এটা আমার নিজের।"

সতীশ কথা না বাড়াইয়া বলিল—"যখন টেলিগ্রাফ্ করেচেন, তখন আবার কষ্ট ক'রে এলেন কেন ? বৈঁচি ছোট ষ্টেশন— রাত্রে কষ্ট হবে।

মিষ্টার হার্ডী বলিলেন—"তুমি ঠিকই ঠাউরেচ, কিন্তু কেন যে এলাম সেটা বল্লে তোমার ভাল লাগবে না। আমি যদি আজ কোন' 'মিষ্টার' অমুকের জন্য ব্যবস্থা রাখতে বলতুম, তা'হলে আমার আসার কোন আবশ্যকই ছিল না ; কিন্তু নিজের দেশের লোক—এমন কি স্ত্রীলোক সম্বন্ধেও, তোমাদের দেশের ঐ সব জীবগুলির উপর আমার আদৌ আস্থা নেই। নিজের ছাড়া— দেশের লোকের উপকারে তারা অভ্যস্ত নয়—"

সতীশ কথাটার ভাল প্রতিবাদ খুঁজিয়া না পাইয়া, ঢোক গিলিয়া কেবলমাত্র বলিল—"একে ত' বহুদিনের পরাধীনতায় লোকের মনুষ্যত্ব লোপ পায়, তার উপর সেই বিদেশীর তাঁবেই চাকুরি,—কাজেই সে-মানুষ সহজেই নিজেকে হারিয়ে বসে।"

এই সময় গাড়ী আসিয়া বৈঁচি ষ্টেশনে থামিল।

মিষ্টার হার্ডী গার্ডকে বলিলেন—"একটু দেরি করতে হবে।"

বৈঁচির ষ্টেশনমাষ্টার গদাধর গাঙ্গুলী, মিষ্টার হার্ডীকে দেখিয়া থতমত খাইয়া গেলেন।

মিষ্টার হার্ডী বলিলেন—"কৈ—তোমার লোক কই ?"

তিনি মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে, একবার—"পলটু—পলটু" করিয়া এদিকে, একবার "গণপৎ—গণপৎ" করিতে করিতে ওদিকে, ছুটাছুটি আরম্ভ করিলেন।

মিষ্টার হার্ডী সতীশের দিকে চাহিয়া হাসিলেন।

প্লাট্‌ফর্মের একপ্রান্ত হইতে সেই "পল্‌টু" আর "শালা", কখনও "গণপৎ" আর "রাস্‌কেল্‌", শ্রুত হইতে লাগিল! চার পাঁচ মিনিট চীৎকার আর ছুটাছুটির পর ষ্টেশনমাষ্টার মশাই হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া বলিলেন—"এখনি তারা আসছে 'সার'।"

মিষ্টার হার্ডী বলিলেন—"তারা কোথায় ?"

ষ্টেশনমাষ্টার বলিলেন—"একজন সার্‌ খে'তে বসেছে, আর রাস্‌কেল্‌ গণপৎ সার "ডিস্‌টেণ্ট সিগ্‌নেলে" তার কে মেসো আছে সার, সেখানে দোক্তি দেখাতে গেছে। সব শালা বেইমান্‌ সার্‌।"

মিষ্টার হার্ডী বলিলেন—"অর্থাৎ তুমি কিছু করনি,—করতেও না। কিন্তু আমি এই বসলুম,—দশ মিনিটের মধ্যে আমার এই young friend কে আমি বাড়ী পাঠাতে চাই।"

ষ্টেশনমাষ্টার বলিলেন—"Beg your pardon Sir—(মাপ্‌ করবেন সার,) আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে সব হাজির করচি সার্‌।

বদ্‌মাইস বেটাদের টিকি দেখতে পাবার জো নেই সার্—আমাকে হাযরাণ ক'রে মারলে। চোট্টা বেটা লক্ষণ-ভোজনে বসেছে।"—ইত্যাদি বলিতে বলিতে আবার ছুটিলেন।

একটু অন্তরাল হইয়া গাঙ্গুলীমশাই—সিগনেলার বাবুকে নিম্নকণ্ঠে বলিলেন—"ওহে নেপেন, এ ব্যাটা দেখচি যমের মত ঘাড়ে চাপলো, শালাকে চেন' ত'! দু'টো হরিকেন ভাই চট্ ক'রে জোগাড় করে রাখ, নইলে জান্ যাবে। উঃ আমি ত' আর পাচ্চি না, (চীৎকার করিয়া) "ওরে পল্টু, ওরে শা—লা!" (নেপেনের প্রতি) এ কাঁচাখেগো দেব্‌তা ব্যাটা কোথা থেকে এক মড়াঞ্চে নবাবপুত্তুর সঙ্গে ক'রে এল,—তাঁর বাঁধা রোশনাই না হলে চলবে না,—বাবুর যেন শ্বশুরবাড়ী, একটা জোটে না, দু-দুটো ল্যাম্প। একলা পেলে দেখতুম চল্‌তো কি না!—"ওরে পল্টু, তোমারা পিণ্ডী গেলা হ'ল রে ব্যাটা? ওহে নেপেন—ব্যাটারা যে সাড়া দেয় না হে, শুলো না কি! আমি ত' দাঁড়াতে পারচি না। দুটো ল্যাম্প ভাখ্ বাবা—লক্ষীটি।"

নেপেন বলিল—"তেল যে নেই!"

ষ্টেশনমাষ্টার বলিলেন—"তোমরা আমার চাকরি খেলে দেখচি।" (দাঁত মুখ বিকৃত করিয়া) "এত দিন কাজ কোরে, "তেল নেই!" এখানে তেল আবার থাকে কবে? এখানেই যদি থাকবে ত' বাড়ীতে রাধার কুঞ্জে জ্বলবে কি! দাও না দাদা জল ঢেলে পুরিয়ে, ওপরে মিনিট দশ-পনর জ্বলবার মত দুপ'লা ছড়িয়ে দিলেই ঢের হবে, পো-খানেক পথ যাবার পর নিবে গেলে কি

আর বাড়ীমুখো লোক ফেরে! এই বুদ্ধি'তে বুঝি চাকরি করতে এসেছ!"

নেপেন বলিল—"হ্যাঁ,—তারপর ফিরে এসে যদি ঐ কথা রিপোর্ট করে? গণপৎ ব্যাটা যে রকম জালিম লোক।"

ষ্টেশনমাষ্টার বলিলেন—"হার্ডী ব্যাটা 'সত্যি থাক'বে নাকি? ওর নীল চোক দুটো দেখলে আমার বুকে খিল্ ধরে! বল' কি হে,—ও থাকবে!"

এমন সময় মিষ্টার হার্ডী ডাকিলেন—"ষ্টেশনমাষ্টার!"

ষ্টেশনমাষ্টার বলিলেন—"ঐ নাও, দুর্গা দুর্গা,—(উচ্চ কণ্ঠে) Yes সা—র্, চাকরি আর রইল না! নেপেন শীগ্‌গির নে ভাই,—কুলি ব্যাটাদের ডিব্বি উপুড় ক'রে কাজ সেরে ফ্যাল্।"

এই সময় টেলিগ্রাফের শব্দ আসায় নেপেন বলিল—"এখন কি করি বলুন?"

ষ্টেশনমাষ্টার বিরক্তির সহিত বলিলেন—"কি করি কি আবার? মরুক্‌গে ও টড়া-টক্কা,—বাঁচি ত' সামলে নেব! ওর ত' আর ঘুর্সিও নেই লাথিও নেই, এ শালা যে দু'যেতেই ওস্তাদ, মহীরাবণের বাচ্চা! খোক্কোশ ব্যাটা আবার চাকরি খাবার কুম্ভকর্ণ! রক্ষে কর্ দাদা, আর কথা কোস্ নি।—"ওরে পল্টু, —ও বাপ্ গণপৎ—জল্‌দি ল্যাম্প লেকে আওরে যাদু।" এই হাঁকিয়া,—মধুসূদন, মধুসূদন বলিতে বলিতে মিষ্টার হার্ডীর সম্মুখে হাজির হইয়া বলিলেন—"সব ready Sir. (সব ঠিক সার্)।"

মিষ্টার হার্ডী বলিলেন—"তা বুঝেছি! Line clear পেয়েছ, Late (দেরি) হয়ে যাচ্ছে, ঘণ্টা দাও।"

গাঙ্গুলিমশাই নিজেই ঘণ্টা দিতে ছুটিলেন,—মিষ্টার হার্ডীর সম্মুখ হইতে সরিয়া যাইতে পারিলেই বাঁচেন।

মিষ্টার হার্ডী তখন দাঁড়াইয়া উঠিয়া সতীশের হাত ধরিয়া করমর্দ্দন করিতে করিতে বলিলেন—"দেখলে ত' তোমাদের দেশের লোকের—দেশের লোকের প্রতি টানের নমুনাটা! আমরা কিন্তু এই সব জীবই পছন্দ করি। এদের যা বলাই—বলে, আমাদের সাইকেল্‌খানাও নিজে বোয়ে গাড়ীতে তুলে দেয়! এখন Good-bye—তুমি নিশ্চিন্ত থেক' আমি রাত সাড়ে দশটার মধ্যে তোমার বন্ধুকে বাড়ী পৌঁছে দেব'। পৌঁছান খবর না নিয়ে এখান থেকে নড়চি না।"

সতীশ দিশী-লোকের সম্বন্ধে মিষ্টার হার্ডীর কথা ও নজির কষ্টের সহিত হজম করিতেছিল। সুলতানের দিকে চাহিয়া বলিল—"কি বল ভায়া—এখন আমি যেতে পারি? তোমার সঙ্গে যেতেও আমার কোন আপত্তি নেই।"

মিষ্টার হার্ডী বলিলেন—"সে কি কথা! না—না, মিছি-মিছি তোমাকে আর কষ্ট দেওয়া কেন! আমি সে ভার নিয়েই ত' এতদূর এসেছি।"

সুলতান বলিল—(সতীশের প্রতি) "দাদা—আপনার কাছে কিছু বলতে আমার লজ্জা হয়, সাহস হয় না। সেলিনাকে যে বেদনা-মলিন দেখতে হবে না, যা আমার হৃদয়ে চিরদিন একটি ক্ষতের

মতই থাকত—সে আপনার কৃপায়। আপনার সহৃদয়তা, স্নেহশীলতা ও নির্ভীক সত্যনিষ্ঠাই—সকলকে আমার মত অযোগ্যের প্রতি সহানুভূতিপরায়ণ করে দিয়েছে। আপনি এখন অনায়াসেই যেতে পারেন,—আপনি ত' আমাকে অসহায় ফেলে যাচ্ছেন না।" এই বলিয়া সুলতান হিন্দুদের প্রথামত সতীশের পদধূলি গ্রহণ করিল। সতীশও তাহাকে বুকে চাপিয়া আলিঙ্গন করিল। উভয়েরই চক্ষু বাষ্পাকুল হইয়া আসিল।

মিষ্টার হার্ডী সুলতানকে বলিলেন—"মনে কোর না আমি তোমার গুণ-সম্বন্ধে অন্ধ—তোমার কোমল প্রকৃতি, আর তোমার আদর্শ ভগ্নীস্নেহ, আমাকে মুগ্ধ করেছে। তোমার প্রকৃতিতে আমি Oriental (প্রাচ্যের) মাধুরী লক্ষ্য করেছি। কিন্তু সতীশবাবু is a square man (চৌকোস্ লোক)।" পরে তিনি সতীশকে বলিলেন—"এইবারে উঠে পড়'—দেরি হয়ে যাচ্ছে —Good bye (মঙ্গল-বিদায়)।"

সতীশ গাড়ীতে উঠিতে উঠিতে বলিল—"Yes—for the present (আজকের মত)। কিন্তু আপনার কাছে আমার দুইটি বিষয়ের তর্ক পাওনা রইল—আপনার চাকরির কর্ত্তব্যআর নিজের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে ধারণার, আর আমাদের দেশী (চাকুরে) লোকের —দেশের লোকের প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে—" গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

মিষ্টার হার্ডী হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"My Lord! তুমি ও-কথা দুটো ভোল নি! আমি জানি তুমি—unsparing (ছাড়বার পাত্র নও)।"

সতীশ বলিল (চলন্ত গাড়ী হইতে)—"আজকের জন্যে ষ্টেশন-মাষ্টারকে কিছু বল্‌বেন না।"

মিষ্টার হার্ডী বলিলেন—(দু'পা ছুটিয়া)—"ঐটাই তোমাদের—weakness (চরিত্রের দুর্ব্বলতা); তোমরা রোগ পুয্‌তে ভালবাস,—আচ্ছা, তাই হবে।"

* * * *

তখনও পল্টু আর গণেশের দেখা নাই। ষ্টেশনমাষ্টার ক্ষিপ্তের মত একবার এদিক, একবার ওদিক করিতেছেন, ও কুলিদ্বয়ের সপ্ত-পুরুষকে নানাবিধ উপহার দিতেছেন।

নেপেন একটি ডিব্বি হাতে করিয়া আসিতেছিল, তাহাকে পাইয়া হতাশের মত তাহার হাত ধরিয়া বসিয়া পড়িলেন,—"ভাইরে যা হয় করগে, কোথা থেকে যম এসে হাজির হল—আমার চাকরির দফা আজই গয়া হয়ে গেল! বিপদ-কালে কোন শালার দেখা নেই।" বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন—"আমি এই কাশ বনে ঢুকলুম, বেটা ডাকে ত' বোলো—"লম্বা লম্বা দাস্ত চলচে,—আবার ছুটেচেন।"—"দয়া ক'রে সাপে খায় ত বাঁচি,—এখন সে শালারাও কি ছোঁবে? উপকার হবে যে! গেরোয় ধরেছে কি না, তাই সেদিন মাগী আবার রোশনাই করে পুজো দিয়েমরেচেন!"

নেপেন তাঁর ফ্যাকাশে মূর্ত্তি দেখিয়া ভীত হইয়াছিল, তাই তার হাসিটা দমিয়া গিয়াছিল। গাঙ্গুলী মহাশয়ের গায়ে হাত দিয়া দ্যাখে—সব রক্ত জল হইয়া গিয়াছে—গা যেন হিম! তিনি অত্যধিক nervous হইয়া পড়িয়াছিলেন। নেপেন তাঁহাকে সত্বর

বাড়ী গিয়া একটু গরম দুধ খাইযা শুইযা পড়িতে জেদ্ কবায়, তিনি হতাশ-কণ্ঠে কাঁদিযা বলিলেন—"দুধ! সে আর এবার নয নেপেন, এবারকার মত ও-বেলা শেষ-তিনপো 'খেযে নিছি। এখন ভাই এক-বাটি শেঁকো দাও ত' খেযে একেবারে নিশ্চিন্ত হই;—বুধিটাকে তুমি নিযে যেও নেপেন।"

নেপেন টিকিটবাবুকে দিযা তাঁহাকে কোযাটারে পাঠাইযা দিল ও বলিল—"ভাববেন না, আমি সব ঠিক করচি।"

"আর ঠিক!" বলিতে বলিতে তিনি টিকিটবাবুর কোযাটারে গিযা খাটিযা লইলেন।

ষ্টেশনমাষ্টারের অবস্থাটা কাহারও কাহারও নিকট—বাড়াবাড়ি বলিযা মনে হওযাই সম্ভব; কিন্তু কিছুমাত্রও নয়। যেখানে চাকরি plus (সঙ্গে সঙ্গে) নানাপ্রকাব গলদ, সেখানে মিষ্টাব হার্ডীর মত কড়া অফিসারের (কর্ম্মচারীর) সমক্ষে ঐ অবস্থাই ঘটে। বিশেষতঃ মিষ্টাব হার্ডীর report বা recommendation (মন্তব্য) যখন ব্যর্থ হয না। এই কারণে সকলেই তাঁহাকে ভয করিত;—report ছাড়া তাঁহাব হাত পাও খুব সচল ছিল। তাঁহার কোপদৃষ্টিতে পড়িলে কাহাবও বাঁচোয়া ছিল না।

* * * *

গাড়ী ষ্টেশন ছাড়িযা গেল—সতীশ চলিযা গেল। ষষ্ঠীর জ্যোৎস্নাও নিষ্প্রভ হইযা আসিল। ষ্টেশন একপ্রকার লোক-শূন্য হইযা পড়িল।

মিষ্টার হার্ডী সুলতানকে বলিলেন—"এইবার তোমার পালা", এবং সেইখান হইতেই উচ্চ গম্ভীর স্বরে—"পাল্‌টু— you গাণপাট্" বলিয়া নৈশ অন্ধকার ভেদ করিয়া, যে শব্দ প্রেরণ করিলেন, দূর বৃক্ষরাজি ও মাঠের বিপুল বক্ষ তাহা যেন সহিতে না পারিয়া, তৎক্ষণাৎ তাহা ফেরৎ দিল;—চতুর্দ্দিক কাঁপিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গেই "হুজুর" বলিয়া পল্‌টু ও গণপৎ সম্মুখেই স-সেলাম দেখা দিল, যেন মাটি ফুঁড়িয়া উঠিল!

মিষ্টার হার্ডী তাহাদের হুকুম করিলেন—"এই বাবুকো ঘর্ পঁউছাদেকর আও। বারা বাজেকা ভিতর আকে হামকো খবর দেনেসে হাম বকসিস্ দেগা। বাবু যো চিট্টি দেগা লেতে আও— হাম্ ইহাঁই রহেগা।"

মিষ্টার হার্ডী সুলতানকে নিজের একখানি কার্ড দিয়া বলিলেন —"ইহারা তোমার সহিত সদ্ব্যবহার করিয়াছে কি না, কার্ডের অপর পৃষ্ঠায় লিখিয়া দস্তখৎ করিয়া এদের হাতে ফিরৎ দিও। সেটা কিন্তু বাড়ী পৌছিয়া করিও তার আগে নয়। Mind, they are vetern rogues (এরা পাকা বদমাইস্)।"

গণপৎ বলিল—"হুজুর লাল্‌টেম মিলেগা!"

মিষ্টার হার্ডী—"অলবৎ" বলিয়া, সোজা ষ্টেশনমাষ্টারের আফিস ও বুকিং অফিসে যে দুইটি হারিকেন জ্বলিতেছিল, তাহা স্বহস্তে তুলিয়া লইয়া তাহাদের দিলেন।

পরে সুলতানের হাতে হাত দিয়া একটু নাড়িয়া বলিলেন— "Now—good-night my young friend,—God speed."

সুলতান বলিল—"আপনার সাহায্য আমি কখন ভুলতে পারব' না—"

সুলতান গভীর কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে বিদায় লইয়া, গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল। পরক্ষণেই শোনা গেল—গণপৎ গান ধরিয়াছে—

"বতা-দে সখি—"

*   *   *   *

ষ্টেশনমাষ্টারবাবুর তত্ত্ব লওয়ায়, নেপেন বলিল—'তাঁর লম্বা লম্বা দাস্ত হচ্ছে।"

মনে মনে হাসিয়া সাহেব বলিলেন—"তুমি গিয়ে তাঁকে সেটা বন্দ করতে বল,—সেটার আর আবশ্যক নেই। আজকের ত্রুটির আমি কোন নোটিশই নেব' না, কিন্তু ভবিষ্যতে কিছু পেলে সুদ সুদ্ধ আদায় হবে সেটা যেন মনে রাখেন।"

মিষ্টার হার্ডী এইবার, নক্ষত্রখচিত চন্দ্রাতপতলে একখানা চেয়ার টানিয়া আনিয়া উদাসভাবে বসিলেন। তাঁহার একমাত্র ভগ্নী সোফিয়ার কথা মনে পড়িল। দেড় বৎসর হইল সোফিয়া তাঁহাকে পর পর তিনখানি পত্র লেখে, ও প্রত্যেক খানিতেই—ভারতীয় রমণীদের পোষাক পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারাদির, আর নুরজাহান ও তাজমহলের ফটো পাঠাইয়া দিবার জন্য, আগ্রহপূর্ণ অনুরোধ জানায়। তিনি 'মিছে কাজ' বলিয়া তাহা গ্রাহ্যই করেন নাই। আজ সেই বিস্মৃতির কথা বার বার তাঁহাকে আঘাত করিয়া পীড়া দিতে লাগিল। সোফিয়ার অভিমান-ভারাবনত চক্ষুর মধ্যে, ভগ্নীত্বের অবমাননার নালিশ, তিনি আজ

সুস্পষ্ট দেখিতে পাইলেন। অন্যমনস্ক হইবার আশায়, টেলিগ্রাফ আফিসে ঢুকিয়া পকেট হইতে সেইদিনকার 'ইংলিশম্যান' বাহির করিয়া পড়িতে বসিলেন।

এদিকে রাত্র ১১টার মধ্যেই পাঁচ-জাতের হৃদয়ের একই সুরে বাঁধা—সত্যকার সাড়াটি—ওড়নাখানিকে পূজার অগ্ররূপে যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দিল।

সপ্তমীর প্রভাতে গ্রামস্থ সকলের "আনন্দময়ী-দর্শন" ঘটিল!

দেবী-মাহাত্ম্য

১

শ্রীরামপুর জায়গাটা ইংরাজী আমলের First Chapter-এর জিনিস,—তাই আশপাশের গ্রাম বা সহরগুলির অনেকটা অগ্রগামী; অনেক সম্ভ্রান্ত সম্পত্তিশালী, আধা-সম্পত্তিশালীর বাস। আয়েসের সামগ্রীগুলো এই সব স্থানেই আড্ডা খোঁজে। তাই 'চা'টাও চট্ করে এখানে চলে গিছলো। এখানে সকলেই একটু উঁচু-চালে চলতে চায়।

ক্ষেত্তরবাবুদের বৈঠক্ থেকে তাসের আড্ডা ভেঙ্গে যখন প্রফুল্ল উঠে প'ড়ল—তখন রাত প্রায় এগারটা। সঙ্গীরা সঙ্গ নিলে; রাস্তায় বেরিয়ে বল্‌লে—"শীতে কালিয়ে গিছি, চল, তোমার ওখানে এক কাপ চা খেয়ে যাওয়া যাক্।"

প্রফুল্ল বল্‌লে—"আমার মুখের কথাটা কেড়ে নিয়ে তোমরাই বলে ফেল্‌লে।"

একটু তফাৎ থেকে আওয়াজ এল—"এ অন্তর্য্যামীটি কে!"

সকলেই সোৎসাহে বলে উঠলো—"খুড়ো না কি! আসুন—আসুন,—Welcome।"

খুড়ো বল্‌লে—"না বাবাজি, রাত হয়ে গেছে—তোমরাই যাও।"

অবিনাশ বল্‌লে—"ইস্, বেজায় স্ত্রৈণ হয়ে পড়ছেন দেখছি—"

খুড়ো বল্‌লে—"জৈন মত ধরতে হয়েছে যে বাবাজি। আর Cruelty to animals কেন? ওর প্রায়শ্চিত্তের পাত্তা যে পুঁথিতেও পাই না। সর্ব্বভুক্ ইংরেজ বাহাদুরও—কাঁকড়ার দাড়া ভাঙ্গাটা, দণ্ডবিধির বেড়াজালে ফেলে দিয়েছেন। তবু রক্ষে—যদি দয়া করে একটু কামড়ায়!"

অবিনাশ বল্‌লে—"কেন?"

খুড়ো বল্‌লে—"সব পাপটা চাপে না—কিছু ক্ষয় হয়। 'মধুলিপি'ও বল্‌চেন না—"

"নিরস্ত্র যে অরি,—
নহে রথীকুলপ্রথা আঘাতিতে তারে।"

অবিনাশ বল্‌লে—"ওঃ, Past all recovery, একদম দুরারোগ্য!"

প্রফুল্ল বললে—"এখন আসুন তো, দু'ছিলিম গুড়ুক খেয়ে যেতেই হবে।"

খুড়ো বল্‌লে—"ছোঁযাচ ধরতে পারে বাবাজি—"

প্রফুল্ল বল্‌লে—"সে ভয় রাখবেন না, আমাদের মিন্-মিনে্ মীনরাশি নয় খুড়ো—এ সব সিংহরাশি।"

খুড়ো বল্‌লে—"স্ত্রী আচারে বটে!"

প্রফুল্ল বল্‌লে—"এখন চলুন তো,—দু'খানা গরম গরম কড়াই-শুঁটির কচুরি খেযেও যেতে হবে। ও-সব বৈঠকী-কথা বৈঠকে বসে' শোনা যাবে।"

খুড়ো বল্‌লে—"তবের না কি?"

প্রফুল্ল বল্‌লে—"কতক্ষণ লাগবে? দু'ছিলিম চলতে চলতেই এসে প'ড়বে।"

খুড়ো বল্‌লে—"বাজার থেকে?"

প্রফুল্ল বল্‌লে—"খুড়োর মাথা খারাপ হ'ল দেখচি! বাড়ীতে এদের কাজটা কি?"

খুড়ো বল্‌লে—"তা বটে। ওঁদের আবার কাজটা কি? ওঁদের নিজের কাজ ত নেই-ই বটে!"

বার-বাড়ীর দরজা ঠেল্‌তেই খুলে গেল। অবিনাশ আশ্চর্য্য হ'য়ে বল্‌লে—"এ কি রকম! এত রাত হয়েছে—দরজা খোলা! এটা ত' ভাল ব্যবস্থা নয় প্রফুল্ল; এক হপ্তার মধ্যে তিন্ তিন্ জায়গায় চুরি হয়ে গেল—শোন নি কি?"

প্রফুল্ল বল্‌লে—"শুনে ফল?"

অবিনাশ বল্‌লে—"বুঝলুম না।"

ইতিমধ্যেই বৈঠকখানায় আলো দেখা দিল।

"বস্‌বে এস,—এসে বলচি।" বলেই প্রফুল্ল বাড়ীর মধ্যে চলে গেল।"

রাত সাড়ে এগারটা—পাড়া নিস্তব্ধ; বাড়ীর মধ্যে থেকে স্পষ্ট শোনা গেল—প্রফুল্ল বলচে—"চট্ ক'রে খানকতক কড়াই-শুঁটির কচুরি আর পাঁচ কাপ চা বানিয়ে ফেল। অপেক্ষাকৃত নীচু সুরে বলা হ'ল—আর তাওয়াদার এক ছিলিম তামাক বৈঠকখানায় দোরগোড়ায় রেখে এলেই আমি নিয়ে-নেব অখন। এইটে আগে,—বুঝলে?"

রমণী-কণ্ঠে শোনা গেল,—"এত রাত্তিরে খুকী আর বিভূতি এক-মুড়োয় পড়ে থাকবে,—তাদের কাছে যে কারুর থাকা দরকার।"

প্রফুল্ল বললে—"ঘরে আলো ত জ্বলচে।"

রমণী সকাতরে বললেন—"যদি ভয়-টয় পায়—তুমি একবার দেখো—"

প্রফুল্ল বিরক্ত হয়ে জবাব দিলে—"আচ্ছা, সে হবে এখন; তুমি চট্ করে নাও,—ভদ্দরলোকদের দেরি করাতে পারব না। আর দেখ—আমার তরে আজ আর আলাদা লুচি ভেজে কাজ নেই, ওই কচুরি হলেই হবে।"

প্রফুল্লর রাত্রে লুচি খাওয়া অভ্যাস; যত রাতই হ'ক্ সেটা গরম ভেজে দিতে হয়। তাই রমণী বললেন—"সে কি হয়—তোমার তা হলে খাওয়াই হবে না। তোমার তরে দু'খানা লুচি ভেজে দিতে আমার আর কতক্ষণ লাগবে।"

"তা যা হয় কর—আর অমনি গোটাকুড়িক পান সেজে, গড়গড়ার সঙ্গে রেখে এসো।" বলতে বলতে প্রফুল্ল বেরিয়ে এলো।

২

"হল ব'লে।" বলতে বলতে প্রফুল্ল বৈঠকখানায় প্রবেশ করেই টেবিলের ওপর থেকে একজোড়া ঝক্‌ঝকে তাস গাইফেলের মাঝখানে ফেলে দিয়ে বললে—"ততক্ষণ দু'হাত চলুক্।"

কুমুদ বললে—"বাঃ—দেখি দেখি, এ জিনিস কোথা থেকে জোগাড় করলে,—বেঙ্গল-ক্লাব থেকে বুঝি?"

খুড়ো বল্‌লে—"মেকিঞ্জি-লায়েল্‌ বজায় থাকুক্‌, প্রফুল্লর অভাব কি! মার্কটা দেখেছ—বাক্সের ওপর ঘুঘু ব'সে—ভারি rare (দুর্লভ) জিনিস্‌, আবার তেম্‌নি পয়মন্ত! প্যারিসের পণ্ডিতেরা ওর নামকরণ করেছিলেন—"রমণী-নিগ্রহ"! বড়লোকের বৈঠক-খানাতেই ওঁর বাস;—বাবাজীর সময় ভাল।"

"খুড়ো এইবার খুল্‌'চন।" ব'লে প্রফুল্ল একখানা তাস তুলে নিয়ে, খুড়োর সামনে এগিয়ে ধরে বল্‌লে—"একবার গ্লেজ্‌টা (মসৃণ-তাটা) দেখুন।"

খুড়ো বল্‌লে—"ও আর দেখাতে হবে না বাবাজি,—আমার কপালের চেয়েও গ্লেজ্‌টা বেশী দেখচি—কোথাও কিছু ঠেক্‌ খায় না—ছোঁবার আগেই পিছলে যায়।"

উপেন তাসাতে গিয়ে, সমস্ত তাসগুলো বৈঠকখানা-ময় ছড়িয়ে গেল।

খুড়ো বল্‌লে—"জিনিস্‌ বটে। বোধ হয় ভিজিয়ে খ্যালে।"

উপেনকে "জানোয়ারটা" ব'লে, কুমুদ কুড়ুতে লেগে গেল।

"ওঃ" ব'লেই প্রফুল্ল ভেতরদিকের দোরটা খুলে তাওয়াদার গুড়ুক সহিত গড়গড়াটা আর রূপোর পানের ডিপে, আসরে হাজির করে দিলে।

খুড়ো বল্‌লে—"ঝি-মাগী এত রাত অব্‌ধি রয়েছে না কি! সাধে বলেছি—প্রফুল্লর সময় ভাল!"

প্রফুল্ল বল্‌লে—"ঝি আবার কোথায় দেখলেন! সে-বেটি বেলাবেলি সন্ধ্যে জ্বেলেই—নিজের আলো নিবিয়ে দেয়!"

খুড়ো বল্‌লে—"তুমি ত বাবাজি বৈঠকে বসে'—তবে তামাক্ সাজলে কে?"

প্রফুল্ল বল্‌লে—"কেন—আর কেউ সাজতে পারে না নাকি! সাধে বলেচি—খুড়োর মাথা খারাপ হ'তে আরম্ভ হয়েছে।"

খুড়ো বল্‌লে—"সম্প্রতি অনেকের মুখেই ওই কথাটা শুনচি। আনন্দ এই যে,—মাথাটা তাহলে আগে ভাল ছিল। দেখচি নিজে সেটা না ধরতে পেরে—ছেলেবেলা থেকে কত ভাল জিনিসই খুইয়ে এসেছি!"

উপেন বল্‌লে—"তার আর ভুল নেই খুড়ো—হাতী যদি নিজের দেহটা দেখতে পেত—তাহলে—"

খুড়ো বাধা'দে বল্‌লেন—"ঐ 'তাহলে'টা আর ভেঙ্গে বলতে হবে না বাবাজি;—মানুষ আর্সি তয়ের করে দেশের অতিকায় ছেলেগুলোর কি উপকারই করে দিয়েছে—"

উপেন ছিল স্থূলকায়। একটা বড় রকমের হাসি পড়ে গেল। তরঙ্গটা মিলিয়ে এলে, অবিনাশ বল্‌লে—"কথাটা ভুলেই গিছলুম—হাঁহে প্রফুল্ল, তখন জিজ্ঞেস করলুম—এত রাত পর্য্যন্ত সদর দোরটা অমন খোলা রয়েছে, অথচ চারদিকে চোরের উপদ্রব চলেছে,—শোন নি কি? তুমি বল্‌লে—'শুনে ফল্! তার মানে কি?"

প্রফুল্ল বল্‌লে—"এমন কিছু না। একদিন রাত্রে বেড়িয়ে এসে ডাক্‌লুম,—দু'মিনিট হয়ে গেল উত্তর নেই—দোর খোলাও নেই! রাত তখনো সাড়ে বারোটা হয় নি হে! রাগে ব্রহ্মাণ্ড জ্বলে গেল। সজোরে একটা লাথি মারতেই খিল্‌টা কোথায় ছট্‌কে গেল।"

খুড়ো বল্‌লে—"এক লাথিতে, আঁ্যা,—দুধ খেয়েছিলে বটে! তারপর?"

প্রফুল্ল বল্‌লে—"দেখি, লাঠান্ নিয়ে ছুটে আসচেন! খুকিটে চিল চেঁচাচ্চে;—বরদাস্ত কর্‌তে পারলুম না,—লাঠান্‌টা ছিনিয়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলুম।"

খুড়ো বল্‌লে—"আমিও ঠিক্ তাই ভাবছিলুম,—ও সময়ে ও-ছাড়া আর কিছু আসতেই পারে না,—মাও করে না। আমি নিজে না পারলেও, তোমাকে দুষ্‌তে পারি না। দাব্ থাকা চাই বই কি! তা নয় ত' স্ত্রী পুরুষে প্রভেদ থাকে কোথায়!"

প্রফুল্ল বল্‌লে—"শুনুন,—তার পর সাড়ে তিন মাস হয়ে গেল,—আজো দোরের খিল্‌টে হ'ল না! সেটাও কি আমার কাজ?"

খুড়ো বল্‌লে—"তুমি যে অবাক্ করলে বাবাজি! তুমিই ভাঙবে আবার সারাতেও হবে তোমাকেই! তাহ'লে ত' যার অসুখ তাকেই ডাক্তার ডাকতে—তাকেই ওষুধ আনতে যেতে হয়! এ' ত সংসার নয়, এ যে শাঁখের করাত। তোমার ত তাহ'লে বাঁচোয়া নেই দেখ্‌চি!"

অবিনাশ বল্‌লে—"ও জাতই ঐ রকম।"

খুড়ো বল্‌লে—"তাই ত!—আচ্ছা অতবড় ছেলে—সেটা করে কি? নেণ্টো ছ'বছরের হ'ল না! এই ত মুচীপাড়ার পাশেই গুপে ছুতরের ঘর,—বড় জোর দেড়-পো পথ। সদর রাস্তার ওপরেই,—এত ভয় কিসের! বউমা নিজে যেতেও ত পারেন—"

প্রফুল্ল বল্‌লে—"অদেষ্ট খুড়ো—অদেষ্ট ; টাকা রোজগারও কোরব, আবার ছুতোর খুঁজতেও ছুটবো—"

খুড়ো বল্‌লে—"মজা মন্দ নয় ! না, তা আমি নিজে যাই হই, এতে সায় দিতে পারি না বাবাজি।"

প্রফুল্ল বল্‌লে—"সব ত শোনেন নি,—সেদিন গরুটো থানায় গিছলো, আমি না ছাড়িয়ে আনলে ত আসবে না ! চুলোয যাক্—নিলেম হযে গেছে বেঁচেছি।"

খুড়ো বল্‌লে—"বল কি—অমন পোষা গরুটা নাহক অন্যের গর্ভে গেল। দুপা গিযে খালাস্ ক'রে আনতেও কি দু'ছেলের মা'র ভয ! থানার লোকেরা যে আমাদের রক্ষক,—এটাও কি এতদিনে বোঝেন নি !"

উপেন বল্‌লে—"দোরের খিল্‌টে করিয়ে নিতে যারা পারে না, তারা গরু ছাড়াতে যাবে—"

প্রফুল্ল বল্‌লে—"চুলোয যাক্—চোরে নে' যায, ওরই যাবে,—রাখতে পারে ওরই থাক্‌বে—ওসব আর আমি ভাবি না।"

খুড়ো বল্‌লে—"বেশ করেছ, আমিও ঐ ব্যবস্থা দিতে যাচ্ছিলাম। তা না হলে ত ও-জাত জব্দ হবে না বাবাজি।"

কুমুদ বল্‌লে—"বলচেন বটে,—কিন্তু ও-জাতটিকে বাগাতে ভীমার্জ্জুনও পারেন নি।"

খুড়ো বল্‌লে—"ও কথা আমি মানি না। তারা লেখাপড়া শিখলে কবে বাবা ! ওঁদের প্রোফেসার ছিলেন ত সেই দু'ধের-কাঙাল দ্রোণাচার্য্য। সারা মহাভারত খানা ঢুঁড়ে একখানা

Row's Hintsএর খোঁজ মেলে না! উচ্চশিক্ষা ন. পেলে হবে কেন? তোমরা সেটা পেয়েছ,—তোমরা কেন হ'টবে; লেগে থাকলেই পারবে,—শনৈঃ পর্ব্বত লঙ্ঘনম্।"

কুমুদ বল্‌লে—"পারচি কই খুড়ো! এই ত গেল-রবিবারের কথা,—নিতাইদের বৈঠকে পাশা চলছিল,—কি জমেই ছিল! তিন চার কাপ্ চা' ও চলে গেল—"

খুড়ো বল্‌লে—"তা চলবে না,—ওটা হ'ল ভদ্রলোকের বাড়ী! তারপর?"

কুমুদ বল্‌লে—"সে ছেড়ে কি ওঠা যায়—"

খুড়ো বল্‌লে—"উঠতে বলে কে! ওঠবার কথা ত কোথাও নেই,—মহাভারতে ত তার দরাজ ব্যবস্থা রয়েছে। তবে শুধু মূর্খের মত খেললেই হয় না,—অধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য থাকা চাই। পাণ্ডবদের পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে একটু বুদ্ধি ধরতেন বড়টি—তাই ও-জাতকে বিদেয় করবার সহজ উপায় খেলার মধ্যেই খুঁজে নিছলেন,—আর তা ক'রে তবে উঠেছিলেন। তোমরা পথ থাকতে অন্ধ! হিন্দু-শাস্ত্র ত পথ বাতলাতে বাকি রাখেন নি; moral courage চাই বাবাজি মরেলে্ করেজ চাই!"

উপেন বল্‌লে—"খুড়োর মাথা বটে!"

খুড়ো বল্‌লে—"এই যে বাবা একটু আগে মাথা বিগড়েচে ব'লে দমিয়ে দিছলে, যাক্—Paradise regained! তারপর?"

কুমুদ বল্‌লে—"বাড়ী এলুম—স'ড়টো! বড় গরম বোধ হ'তে লাগলো! ছেলে-মেয়েগুলো—বিট্‌কেল্ চেঁচাচ্চে! মেয়েগুলোকে

অন্নপূর্ণার স্তোত্র শেখান হয়েছে কি না—তারির সুর তুলেছে। ভোলাটা আলাউদ্দীন্ খিল্‌জির কুলুজি নিয়ে খই ভাজ্‌চে—পাড়া মাথায় করেছে! লোক বাড়ী আসে ঠাণ্ডা হবার জন্যে; সর্ব্বশরীর জ্বলে গেল। এক দাব্‌ড়িতে সব থামিয়ে দিযে, মিনিটাকে জিজ্ঞেস করলুম—"তোর মা কোথায়?" বল্‌লে—"দুটো বেজে গেল দেখে, তাড়াতাড়ি পূজোটা সেরে নিতে বসেছেন; তুমি এলে, আমাকে তেল দিতে বলেছেন; কি তেল মাখবে বাবা—ফুলেল না জবাকুসুম আনবো?" সামলে বল্‌লুম—"শীগ্‌গির আস্‌তে বল্ আগে,—একটু পা টিপে দিক্, ঠাণ্ডা না হযে নাইতে পারব না। মেযেটা ফিরে এসে বল্‌লে কি না—"মা বল্‌লেন্, আর দু'মিনিট্,—প্রণামটা সেরেই যচ্চি।" আমি ততক্ষণ পা টিপে দিচ্চি বাবা।" এই ব'লে এগুতেই—ঠাশ্ করে এক চড় বসিয়ে দিযেই বেরিযে পড়লুম। মেযেটা কাঁদতে কাঁদতে ডাকতে লাগলো—"বাবা যেও না—মা এসেছেন,—এত বেলায যেও না বাবা—"

খুড়ো বল্‌লে—"ফের নি ত?"

কুমুদ বল্‌লে—"সে বান্দাই নই!"

খুড়ো বল্‌লে—"আমার ধারণাই—তোমাতে পদার্থ আছে।"

কুমুদ বল্‌লে—"তারপর কিন্তু মেয়েটার তরে—"

খুড়ো বল্‌লে—"Naver mind—ওই গুলো হল weakness; এখন থেকে পাকানো চাই হে। কোন জেণ্ডযারের হাতে পড়বেই ত! তাঁর বাপ নেবেন খুন্ আর তিনি নেবেন জান্;—না পাক্‌লে প্রাণ বাঁচবে কিসে?

প্রফুল্ল বল্‌লে—"খুড়ো এইবার "মহৎ" হলেন দেখছি ক্রমশঃ মিষ্টিক্ হচ্চেন, "জেগুযার" আবার কি ?"

খুড়ো বল্‌লে—"ঐ যে কি ব'লে, কুমুদ যা হে,—গ্রাজুয়েট্—গ্রাজুয়েট্ !"

একটা হাসির মধ্যে কথাটা চাপা প'ড়ে গেল। আঘাতটা কিন্তু কুমুদকে লেগেছিল, সে উত্তেজিত হয়ে প্রশ্ন করলে—"আপনাদেরি শাস্ত্রে বলে না—স্ত্রীলোকের স্বামীই দেবতা ?"

খুড়ো বল্‌লে—"বলে বই কি বাবাজি ; তবে যুগ-ধর্ম্মও আছে কিনা, সেটা মান ত ? সবই এখন বাড়-মুখো (Progressive)। দেখ না—আগে ছিলেন নবগ্রহ,—পরে প্রচুর প্রমাণ সহিত জামাতারা দশমের দাবী করেচেন ; পঞ্চভূত—এখন ভূতের আড্ডায় দাঁড়াচ্চে ; "নবধা কুল-লক্ষণম্" এখন শতধায় অগ্রসর। পূর্ব্বের চেয়ে বেড়ে চলেছে সবই—কমচে কেবল সুখ। দেবতাদের রকমও বেড়েছে বাবাজি,—এখন স্ত্রীলোকের স্বামী শুধু দেবতাই নেই,—অপদেবতা, উপদেবতা, কাঁচাখেগো দেবতাও বটেন ! খুঁৎ হলেই ঘাড় ভাঙেন ! সদাই জাগ্রত !"

সকলে হাসিমুখে শুনলেও কথাটার মধ্যে জ্বালা ছিল ; অবিনাশ বলে উঠলো,—"এসবত একতরফা ডিগ্রি—দেবীদের কাজটা শুনি ?"

খুড়ো বল্‌লে—"এক কথায়,—পেট-ভাতায় নিরেট বিশ ঘণ্টা দাসী-বৃত্তি, অর্থাৎ সকলকে খাইয়ে যদি বাঁচে সেইটাই আহারের Scale (মাপ)। নীরবে দোষ বহনের ভাঙা কুলো, আর স্বামীদের আত্মরক্ষার শিখণ্ডী হয়ে থাকা।"

অবিনাশ বল্‌লে—"অর্থাৎ ?"

খুড়ো বল্‌লে—"অর্থাৎ সব দোষই তাঁর। দেবতারা যখন দু'পয়সা আনেন, আর লুচি হালুয়া—পোলাও কালিয়া চলে, তখন সেটা নিজেদের কৃতিত্ব আর বিদ্যা-বুদ্ধির সুফল; যখন অভাব, তখন—পরিবার আগোছানে—লক্ষ্মীছাড়া! অর্থাৎটা এই সব।"

উপেন বল্‌লে—"টাকা রাখতে কেউ বারণ করে না কি!"

খুড়ো বল্‌লে—"এইবার ঠ'কেছ বাবাজি। যা তা' ব'লে অধর্ম্ম বাড়াতে পারব না,—এইটে তাঁদের খুব দোষ, এ স্বীকার করতেই হবে। আমিও ভাবছিলুম—রোজগার ত' কেউ কম কর না—কেউ ৮০৲ কেউ ১০০৲ এই মুটো মুটো টাকা আনচো, অথচ দরকারে পাবে না!—খরচটা কি? রোজ ৩।৪ টাকাই হোক, কোনদিন না হয় ৫।৭ হ'ল। ফি মাস ত আর জুতো জামা কিনতে হয় না,—গড়ে ১০ টাকা মাস ধরলেই ঢের। তাতেও যদি টাকা না রাখতে পারেন, তার আর জবাব নেই।"

অবিনাশ বল্‌লে—"খুড়ো হিসেবের বাঘ দেখছি!"

খুড়ো বল্‌লে—"কেন বাবাজি, ভুল করলুম নাকি?"

প্রফুল্ল বল্‌লে—"কেন ওসব শুনচো,—পরিবার সম্বন্ধে ওঁর একটু Weakness আছে।"

কুমুদ বল্‌লে—"একটু!"

উপেন বল্‌লে—"বিলক্ষণ! 'খাওটো' বলতে পার।"

প্রফুল্ল বল্‌লে—"আচ্ছা,—কেন বলুন ত খুড়ো,—ও-জাতটা কি এতই দুষ্প্রাপ্য?"

খুড়ো বল্‌লে—"তোমারা বুঝবে না প্রফুল্ল, আমার গেলে ত আর হবে না। তোমাদের 'ডিগ্রি'র ডোবায় অনেকেই স-দক্ষিণা দেবী বিসর্জ্জন দিতে ছুটবে; আর আমার একটা ঝি জোটে ত তার fee জুটবে না। বাড়ীতে শয়তানের ঝাঁক চব্বিশ ঘণ্টাই বর্গীর হাঙ্গাম চালাচ্চে—সামলাবে কে বলো! আর দিনরাত নিজের মুখ বুজে, আর-সবার মুখ খোলবার ব্যবস্থা করবেই বা কে বাবাজি! এই দেখই না—এই তিন পোর রাতে, কোন্ মাসীর-মার কুটুম্ দেবতাদের জন্যে কড়াইশুঁটীর কচুরি ভাজতে বসেছেন! তবে দুঃখ করতে পার বটে,—এত সুবিধেতেও পয়সা রাখতে পারেন না। ব্যাঙ্ক রয়েছে, সেভিং ব্যাঙ্ক রয়েছে, দুপা গিয়ে কেবল রেখে আসা। ভাবলে বড় দুঃখ হয় বাবাজি।"

অবিনাশ বল্‌লে—"না রাখেন নিজেই ভুগবেন, after me the deluge"

খুড়ো বল্‌লে—"তা ত বটেই, শাস্ত্রই বলচেন—সম্বন্ধ জীবনাবধি। ঠিকুজি দেখিয়েছ ত?"

অবিনাশ বল্‌লে—"এ আবার কি ঠিকুজি দেখিয়ে জানতে হয়!"

খুড়ো বল্‌লে—"তা বটে,—ওটা আমারই ভুল হয়েছে বাবাজি। যারা তৃতীয় প্রহরে মুখে সেরেফ্ একটু জল দেয়—যাদের খাওয়া না খাওয়ার খোঁজ নেবার কেউ নেই, যারা ১০৪ ডিগ্রি জ্বরেও দুবেলা খেজমৎ খাটে,—রেঁধেও খাওয়ায়, যাদের কোথাও অসুখের অবসরই নেই,—খাটুনী, আর হুকুম তামিলেই সর্ব্বাঙ্গ ভরা, তারা

মরবার সময় পাবে কখন! ঠিক-ই ত,—ঠিকুজি দেখতে হবে কেন? লাইফ্-ইন্‌সিয়োর কর নি ত?"

অবিনাশ বল্‌লে—"রাম কহো।"

খুড়োবল্‌লে—"বাঃ—কি শাস্তি! বেড়ে আছ বাবাজি!"

প্রফুল্ল বল্‌লে—"কিন্তু আপনার নাকি একটা আছে?"

খুড়ো বল্‌লে—"আমার কথা ছেড়ে দাও বাবাজি,—না মনিষ্যি, না জন্তু। ঘরে একপাল কাল-ভৈরব,—শেষ পেটের জ্বালায় তোমাদেরি ঘরে সিঁদ দেবে যে,—আর তোমাদের খুড়ি, কোথাও শাসন, বাসন আর রন্ধন নিয়ে শিবপূজার সুখভোগ করবেন।"

উপেন বল্‌লে—"দেখচো,খুড়ো কতটা কাহিল!"

অবিনাশ বল্‌লে—"আসল 'কন্যারাশি'।"

খুড়ো বল্‌লে—"প্রফুল্ল—'মেষ রাশি' বলে ভুলটা সুধরে দাও। কিন্তু বাবাজি, চল্লিশ বছর আগে আমার এ অপরাধ ছিল না।"

প্রফুল্ল বল্‌লে—এখন বয়সটা কত খুড়ো?"

খুড়ো বল্‌লে—পিসিমার হিসেবে আঠার উনিশ, ঠিকুজিতে দেখি ছত্রিশ, কোন্‌টা ঠিক—কি করে বোলবো। গুরুজনের কথায় অবিশ্বাসও করতে পারি না! তবে আমার এমনটা হবার কারণ,—আমার শ্বশুরবাড়ার তরফথেকে ওষুধ করেছিল,তার প্রমাণও পিসিমা পেয়েছিলেন। জানই ত বাবাজি, আমাদের সংসার বরাবরই একটানা স্বচ্ছল, বিবাহটাও হয়ে গেল একদম্ খাঁটি সমান ঘরে! তারাও যেমন বসন্তকালের জন্যে হাঁ করে থাকে—আমরাও তাই।"

প্রফুল্ল বল্‌লে—"কেন?"

খুড়ো বল্‌লে—কোকিলের ডাক শোনবার তরেও নয়,—দক্ষিণে হাওয়া পাওয়ার জন্যও নয়,—শজ্‌নে খাঁড়ার জন্যে বাবাজি; তাতে মাস দুই বেশ কেটে যায় কিনা,—তোমাদের মোষ-কাটা খাঁড়ায় দিন কাটে না বাবাজি। 'বসন্তে ভ্রমণং পথ্যং' এই শাস্ত্রবাক্য রক্ষা রক্ষা করতে শ্বশুরবাড়ী গিয়ে পড়ি। দেখি, সেথায় বেদান্ত আয়ত্ত করবার কি সুব্যবস্থাই হয়ে রয়েছে,—যা দেখি, সর্ব্বত্রই একমেবাদ্বিতীয়ম্ সুক্তো, ছেঁচ্‌কি, ছ্যাঁচ্‌ড়া, ঝোল, অম্বল—ডাঁটার ডেঁড়ে-সেলাই! অবস্থার কৃপায় অভ্যাস দুরস্ত ছিল,—সাদরে সাপ্‌টে নিলুম। অভাবে, ছিবড়ে ফেলার বদ-অভ্যাস কস্মিনকালে ছিল না। কিন্তু বাড়ী ফিরে তার ফুট ধ'রল। পাঁচু ডাক্তার সামলে দিলে, কিন্তু পিসিমার সঙ্গে তাঁর মতের মিল হল না। বাম ল পেয়ে ডাক্তার ঠিক করলেন—বদ্ হজম; পিসিমা বল্‌লেন—ও-গুলো ওষুধের শেকড়! এখন দেখচি পিসিমাই 'রাইট!' তা না ত পুরুষসিংহের এ দশা দাঁড়াবে কেন। বুঝি সব বাবাজি, কিন্তু কাজের বেলাও সেই শেকড়ে আটকায়। তা না হ'লে সে দিন,—থাক্—তোমরা আবার কি ব'ল্‌বে—"

প্রফুল্ল বল্‌লে—"না খুড়ো বলতেই হবে—তাতে আর হয়েছে কি।"

খুড়ো বল্‌লে—"কথাটা কিছুই নয়;—জানই ত—আমাদের বিনোদবাবুরও আজকাল সময় ভাল,—ইষ্টাকিন্ পোরে পাইখানায় যায়; সন্ধ্যে বেলায় বৈঠকে দশজন আসে, বিশ কাপ চা, বিশ ছিলিম তামাক, ষাট খিলি পান, এন্‌তার চলে। আমাদের এক পাঁচিলেই বাস। তাঁর বৈঠকখানা সদর রাস্তার ওপরেই—"

কুমুদ বল্লে—অত বোঝাতে হবে না—“আমরাই ত তার daily passenger—”

খুড়ো বল্লে—“বটে! শুনলাম, দিন পনের থেকে বিনোদের পরিবারের বিকেল হলেই মাথা ধরে আর ঘুস্‌ঘুসে্‌ জ্বর হয়। ওটা অবশ্য শোনবার কথা নয়;—মেয়ে মানুষের অসুখ কবে হয়, কবে যায়—পুরুষদের সে খোঁজ রাখ্‌তে গেলে আর সংসার চলে না, কারণ—সত্যিই চলে না! সে দিকটায় চোখ বোজাই সমীচীন!”

প্রফুল্ল বল্লে—“ব্যাপারটা কি?”

খুড়ো বল্লে—“উতলা হবার মত'কিছু নয় বাবাজি! গত রবিবার তিনটের পর আমার সব্জী-বাগের বেড়া বেঁধে এসে, নিজের কামরায় তামাক সাজতে বসেছি, ব্রাহ্মণী দাওয়ায় ব'সে বড়ি তুলছেন, অপর একটি স্ত্রী কণ্ঠ কানে এলো। তিনি অতি কুণ্ঠিত-ভাবে বলচেন—“দিদি, দয়া করে তোমার ক্ষ্যান্তোকে যদি আমার একটি কাজ ক'রে দিতে বলো। আজ ক'দিন বাড়ী ঢুকেই একবার ক'রে শোনান্—বৈঠকখানায় বা'রদিকের চাতালটা যে বড়ই অপরিষ্কার হয়ে রয়েছে—দেশ-শুদ্ধু লোক দেখা যাচ্ছে! কোন দিন বলেন,—রাস্তা থেকে দেখলে ছোটলোকের বাড়ী ব'লে মনে হয়। একদিন বললেন—ভদ্রলোকেরা আসেন—লজ্জায় ম'রে থাকতে হয়। সে দিন বললেন,—কি পাপই করেছি—এ নরক বাস আর ঘুচলো না! আজ দু'দিন সদর দিয়ে না এসে খিড়কি দিয়ে বাড়ী আসেন, মনও খুব ভার ভার, অকারণেই চোটে ওঠেন। কাল বললেন—সোমবার থেকে 'মেসে' থাকবো ঠিক্

করেছি ; কালকের রাতটা দয়া করে উদ্ধার ক'রে দাও,—যাঁরা আজও এই ম্যাথরের বাড়ী আসেন, তাঁদের চারটি পোলাও আর মাংস খাইয়ে ছুটি নিয়ে বাঁচি।"

এই ব'লে বিনোদবাবুর স্ত্রী কাঁদতে কাঁদতে বললেন—"এই জ্বরগায়ে যদি পনের ষোল দিন পাঁচটা ঘর, গোয়াল, উঠোন, বাসন—সব পরিষ্কার রাখতে পারি ত দশ হাত চাতলাটা ঝাঁট্ দেওয়াই কি পারি না। সদর রাস্তার ওপর বাড়ী,—সাম্‌নে হ'রে স্যাকরার দোকানে রাতদিন ভদ্রলোকের ভিড়, দিনের বেলা বেরুই কি ক'রে। সন্ধ্যে না হতেই বৈঠকে ওঁর বন্ধুরা আসেন—বারটা রাতে ভাঙে। তাবপর ওঁকে খাইযে সব সারতে দেড়টা বেজে যায়,—তখন একলাটি রাস্তার ওপর যেতে ভয করে দিদি। আবার ভোর পাঁচটা না বাজতে পাঁচ সাতজন চা খেতে আসেন। এখন আমি কি করি বল দিদি। আমি কি বুঝচি না—এত কথা, এত কাণ্ড, কেবল ওই র'কটুকু ঝাঁট দিতে পারি নি ব'লে।"

ব্রাহ্মণী বল্‌লেন,—"কি এমন বড় কাজটা, দু'মিনিটও ত লাগে না! ও-টুকু তাঁর নিজে ক'বে নিলে কি হয়! এর তরে এত পর্ব্ব,—দু'সপ্তা ধরে উল্টো পাক্! কি অধর্ম্ম!"

বিনোদবাবুর স্ত্রী চোখ মুছতে মুছতে বল্‌লেন—"আমার উপায় থাকলে ওঁকে বলতে হবে কেন। গেল বছর নগর-সংকীর্ত্তন দেখতে বৈঠকখানার জানালায় এসে দাঁড়িযেছিলুম। তাতে আমার আর কি বাকিটে ছিল,—সবই জান ত দিদি। এখন তুমি না বাঁচালে—আমার যে কি অদৃষ্টে আছে জানি না," বলে কাঁদতে লাগলেন।

ব্রাহ্মণী তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—"আমি এক্ষুনি ক্ষেন্তিকে পাঠিয়ে দিচ্চি বোন; এ আবার একটা বড় কাজ না কি!"

বিনোদবাবুর স্ত্রী বললেন—"বন্ধুদের বোল্‌তে বেরিয়েছেন, বেশী দেরী নাও হতে পারে—তাই আমার তাড়া, আমি আর দাঁড়াব না দিদি, বল্‌তে বল্‌তে দ্রুত চলে গেলেন।"

আমি ঘরে ব'সে টিকেয় ফুঁ দিতে দিতে শুন্‌ছিলুম। কখন যে ফুঁ বন্ধ হয়ে গেছে জানি না; দেখি, তামাক পুড়ে—সব নিবে ছাই! ফেলে বেখে উঠলুম। ক্ষেন্তি শজনে ফুলের সন্ধানে বেরিয়েছে—কখন ফিরবে ঠিক নেই। ঝাঁটাগাছটা নে বেরুলুম। ব্রাহ্মণী বললেন,—কোথা যাও? বললুম,—আস্‌ছি।

গিয়ে দেখি রকের ওপর—তামাকের গুল, ছাই, সিগারেটের শেষটা, দেশালায়ের কাটি, পানের ছিবড়ে। দু'আঁচড়েই সাফ্‌ হয়ে গেল—দু'মিনিটও লাগলো না। সে গুলো যথাস্থানে ফেলে দিয়ে ফিরে এলুম। তামাক সাজতে সাজতে ভাবতে লাগলুম,—আচ্ছা, এতে বিনোদের আট্‌কাচ্ছিল কোন্‌খানটায়! করলে ত' মনটা প্রফুল্লই হয়; তবে—না ক'রে এতটা কষ্ট অশান্তি ভোগ কববার কারণ কি?

কুমুদ বল্‌লে—"আপনি সেটা বুঝবেন না খুড়ো—"

খুড়ো বল্‌লে—"না বাবাজি,—পারুচি আর কই। এতে খারাপ ত কিছু খুঁজে পাচ্ছি না, বরং (অন্যের হলেও) কোরে বেশ একটু আনন্দই পেলুম।"

উপেন বল্‌লে—"সকলেরি মান-সম্ভ্রম ব'লে একটা দরকারি

জিনিষ আছে,—সেটা গরীব দুঃখীও বজায় রেখে চলতে চায়।"

খুড়ো বল্‌লে—"বটে! কেবল স্ত্রীলোকের বুঝি সেটা নেই, বা থাকা উচিত নয়? তোমাদের গুরুরা এমন কথা কোথাও বলেচেন কি? তাঁদের ত ঘোড়া টওলাতে, বাগান কোপাতে, পত্নীর বুটের তলায় হাত দিয়ে গাড়ী চড়াতে দেখেছি বাবাজি।"

প্রফুল্ল বল্‌লে—"That's another thing."

খুড়ো বল্‌লে—"তা হলেই বাঁচি। যা হক্ বাবাজি ভাবতে লাগলুম,—চৌধুরীমশাই তবে কোন্ নজীরে সে দিন ব'লে ফেল্‌লেন,—Your hand is never the worse for doing your own work. There was never a nation great until it came to the knowledge that it had nowhere in the world to go for help—বোধ হয় except to wife কথাটা চেপে গিছলেন।"

অবিনাশ বল্‌লে—"আরে বাস্—Bravo! কে বলে—"

খুড়ো বল্‌লে—"না বাবাজি—সে অপবাদ দিও না; বেণী মাষ্টার মানে বুঝি দিছলেন, আমার ওই মুখস্থটুকুই দাবী। যা হোক্ বাবাজি, সে দিন গুড়ুকে অভদ্রা প'ড়েছিল, তামাক খাওয়া আর হয় নি। ধরানো টিকেখানায় দু'ফোঁটা চোখের জল পড়ে' ছ্যাক্ কোরে ওঠে। ব্রাহ্মণী বলে উঠলেন,—"এখন আবার রান্নাঘরে ঢুক্‌লে কেন? ওই ক'খানা কুমড়ো ভাজতে, এখনি আধ-পলা তেল ঢেলে বস্‌বে।"

কুমুদ বল্‌লে—"তা হ'লে ও-কাজও—"

খুড়ো বল্‌লে—"তা করতে হয় বই কি—দরকার হ'লেই করতে হয় বাবাজি ; তা না হ'লে দুঃখের ভাত মুখে উঠবে কেন! করতে কি ত্তায়,—ঐ Co-Operationএর যৌথ-জারির বিশ্বাস-টুকুতেই যে তার সুখ—"

হঠাৎ ছেকল-নাড়ার শব্দ হওয়ায়, প্রফুল্ল অন্দরের দিকের দোরটি খুলতেই, দু'থাল গরম গরম কচুরি, এক রেকাবী হালুয়া এগিয়ে এলো। সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ কাপ্‌ চা, তার পরই তাওয়াদার তামাকের সুগন্ধ!

খুড়ো বল্‌লে—"চা খান না, একটু উঁচুগলায় বল্‌লেন—দু'চার খানা আলাদা ক'রে রেখ মা। নারায়ণকে দেবার ক্ষমতা হয় না, তোমাদের কল্যাণে আজ তাঁকে নিবেদন ক'রে প্রসাদ পাব।"

প্রফুল্ল বল্‌লে—"সে কি! এখন খাবেন না!"

খুড়ো বল্‌লে—"না বাবাজি। নতুন জিনিষটে যদি তোমাদের কল্যাণে জুটলো, বাড়ীতে নারায়ণ রয়েছেন, তাঁকে দিয়ে—"

প্রফুল্ল বল্‌লে—"তাইত, মিছে এতটা কষ্ট দিলুম—"

খুড়ো বল্‌লে—"তুমি দাও নি বাবাজি, আমি ইচ্ছে করেই নিলুম—তা না ত তোমাদের তাড়ায়—এমন পরিপাটি জিনিস্ তয়ের হ'ত না,—ও-গুলোর সঙ্গে মায়েরও হাতটা পা'টা পুড়তো! তোমরা ত' জান না বাবাজি, কত ধানে কত চাল হয়,—হুকুম আর হুম্‌কি-টাই অভ্যাস করেছ! যাক্ তোমাদের উত্তেজনা আসে এমন একটা কিছু নিয়ে দু'তিন ঘণ্টা বাজে বোকে যদি না তোমাদের

বসিয়ে রাখতুম,—যতই সব অতিষ্ঠ হ'তেন আর হাই তুলতেন,—তোমার তাগাদাও ততই উগ্র হ'যে বউমার উপরে উচ্চগ্রামে গিয়ে পৌঁছুতো,—আর এই পরিশ্রমের পুরস্কারটা, অকারণ তিরস্কারের রূপই ধ'রত।"

কুমুদ বল্‌লে—"সেইটে সামলাবার জন্যই বুঝি ব'সেছিলেন ?"

খুড়ো বল্‌লে—"সত্যিই তাই বাবাজি! তা নয় ত, আমি কি জানি না কাদের সঙ্গে তর্ক করচি; আমি কি বুঝি না বাবাজি যে, তোমারা যা ক'রে থাক' সেটা অনেক প'ড়ে-শুনে হাসিল করেছ;—সেটা Academyর আবিষ্কার; তার ওপর কথা কওয়া আমার বিদ্যের কাজ নয়! রাত দুটো পর্য্যন্ত সময়টা যাতে কেটে যায়, উতলা হয়ে প্রফুল্লকে না চঞ্চল ক'রে ব'সো, তাই বাজে কথাটা তুলে ব্যথা দিয়েছি, কিছু মনে কোর না বাবাজি। শুনিচি ত—বড় বড় ঘসিটি বেগম পর্য্যন্ত চিরজীবন ঘাস কেটেছিলেন; রুক্মিণীও পাক-শালায় পাক-খেয়ে 'বড়-রাঁধুনী' নাম পেযেছিলেন,—যাদের যা কাজ। সংসারের কাজ ত' সায়েস্তা-খাঁদের নয়,—তাঁদের সেরেফ শাসন,—তবে না রাজ্য চলে!"

অবিনাশ বল্‌লে—"খুড়ো এতক্ষণ ধাতে এসেছেন!"

খুড়ো বল্‌লে—"অধর্ম্মের ভয়টা রাখতে হয় যে বাবাজি, পরজন্ম মানি যে!"

উপেন বল্‌লে—"Nothing is too late—এখন পথে আসুন খুড়ো,—পায়ের ধুলো দিন্।"

খুড়ো বল্‌লে—আশীর্ব্বাদ করি—সুমতি হোক্

পুরসুন্দরী

একজন পাশ্চত্য-পণ্ডিতের উপদেশ-মধ্যে পেযেছিলুম,—"তোমার মাথা ধরেছে, এ কথা কা'কেও ব'লতে যেও না ; কারণ,—সে বলার কোন সার্থকতা নেই। তোমার মাথা ধরেছে ত' অপরের কি ? ও-কথা শোনবার তরে কেহ উৎসুকও হযে নেই, তাতে কাহারো সমবেদনা পাবে না,—কারণ—বেদনাটা তোমার মাথার,—অপরের মাথার নয ;" ইত্যাদি।

কথাটা বড় নৈরাশ্যব্যঞ্জক হ'লেও, হিসিবী লোকের কথা,—ফেলে দিতেও পারি নি ; তাই—যে জাযগাটায মাথা ধরে, সেও তারি একপাশে বাসা বেঁধেই ছিল।

*　　　*　　　*　　　*

১

তাঁকে আমাদের গ্রামের মেযেরা রাজার মেযে'ই ব'লত। আমাদের দক্ষিণেশ্বর গ্রামে তাঁর অদূর-সম্পর্কের ভাই থাকতেন ; তাই কখনও কদাচ তিনি এলে, গ্রামের মেযেরা তাঁকে দেখতে পে'ত।

পুরসুন্দরী ছিলেন—সেকেলে সদরওলার (সব-জজের) মেযে। সুন্দরী ত' ছিলেনই,—তার ওপর যখন হীরার বালা হাতে দিযে,

মুক্তোর মালা গলায় পোরে তিনি আসতেন,—সকাল সকাল সংসারের কাজ সেরে,—তুপুরবেলা মেয়েদের মধ্যে,—তাঁকে দেখতে যাবার একটা ছুটোছুটি পড়ে যেত'। তারপর মাসখানেক ধ'রে তাদের মুখে তাঁর গয়নায় বর্ণনা ফুরুত' না। শেষে সেটা জমাট বেঁধে দাঁড়াত'—"যেন রাস-গাছ"!

* * * *

২

তারপর—কোন' বাধা না মেনে, কারুর মুখ না চেয়ে, বার বছর চলে গেছে। পুরসুন্দরীর সে বার বছরের ইতিহাস জানবার তরে আমাদের গ্রামের মেয়েদের কোন দরকারই ছিল না। কেবল ইতিপূর্ব্বে তিনি যখন আসতেন,—তাঁর রূপ, অলঙ্কার আর ঐশ্বর্য্য দেখে, কেহ কেহ ভাবত' বটে—তাদের জন্মটাই মিছে, এমন জন্ম না হলেই ভাল ছিল,—পোড়ারমুখো দেবতাদের যেন আর কাজ ছিল না!

ইতিমধ্যে স্বর্গের চোরে তাঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অলঙ্কার—স্বামীকে নিযে গেছে; মর্ত্ত্যের চোরে তাঁর হীরা-মুক্তাদি হরণ করেছে; তাঁর কত আদরের মেয়ে গিরিবালা বিধবা হ'য়ে থান প'রেছে! তুর্দ্দৈব—এই শেষের ঘটনাটির ওপর তাঁর তুর্দ্দিনের আর চরম তুঃখের জয়পতাকা এঁটে দিয়ে জয়ী হ'লেও, তাঁকে কোন আত্মীয়ের বা জ্ঞাতির দারস্থ করতে পারেনি। তিনি আধপেটা খেয়েও স্বামীর ভিটে ছাড়েননি।

দক্ষিণেশ্বর গ্রামের তাঁর পূর্ব্ব-কথিত ভায়ের সন্তানাদি ছিল

না ; তাই তাঁর বিশেষ আগ্রহপূর্ণ অনুরোধে গিরিবালাকে তাঁর সংসারে পাঠাতে পুরসুন্দরী আপত্তি করেন নি বটে,—কিন্তু তার প্রধান কারণ ছিল—তাকে চোখের আড়াল করা। অতিবড় আদরের জিনিষের জীবনব্যাপী যাতনা চোখে দেখার চেয়ে,—লোকে তার মৃত্যু পর্য্যন্ত কামনা ক'রে থাকে,—এটাও সেই হিসাবে।

অবস্থান্তরের পর এই তাঁর প্রথম গ্রামান্তরে আসা। তিন চার বিঘে জমী যা অবশিষ্ট ছিল, তার খাজনা দিতে হবে। একাদশীতে পেটের চেষ্টা না থাকায়, টাকার চেষ্টায় বেরিয়ে ছিলেন। নিমতের উদ্ধব কৈবর্ত্তের কাছে সাতসিকে পেতেন,—তাই আমাদের সব্‌জজের মেয়ে,—সাত কোশ হেঁটে' কাল নিমতেয় গিয়েছিলেন!

আজ সকালে থানকতক শশার কুচি, একটু গুড় আর একপেট পুকুর-জল খেয়ে,—ফিরছিলেন।

বেলঘর না পেরুতেই ভেদ্‌বমি আরম্ভ হয় ; একটা পুকুর-ধারে শুয়ে পড়েন। বেলা তিনটের পর বুঝলেন,—এতদিনে স্বামী ডাকলেন তখন কষ্টে মাথায় দু'হাত ঠেকিয়ে' চোখ বুজেই বল্লেন,—"ভগবান—সুখ দিয়েছিলে—ভোগ করেছি ; দুঃখ দিচ্ছে—মাথা পেতে নিয়েছি,—তোমা ছাড়া কারুকে কিছু জানাই নি ; তাই আজ তোমাকেই জানাই,—সকল পাওয়াই হয়েছে, যেন গঙ্গা পাওয়াটি থেকে বঞ্চিত না হই! সে উপায় তুমি না ক'রে দিলে—আমার আর কে আছে ঠাকুর!" ব'লতে ব'লতে, সেই তেজস্বিনীর—এতদিনের রুদ্ধ-অশ্রু, দু'চোখ বেয়ে ভূমি স্পর্শ করলে!

বেলঘরের বাদল গাড়োয়ান, ঘোড়াকে জল খাওয়াতে পুকুরে নাবছিল। সব কথাগুলোই—তার কানের ভেতর দিয়ে একেবারে প্রাণে পৌঁছিল। সে থোম্‌কে দাঁড়িয়ে ভিজে গলায় জিজ্ঞেস ক'রলে—"মা আপনি কোথা যাবে ?"

পুরসুন্দরী চোখ চেয়ে দেখলেন—পুরুষ মানুষ। মাথায় একটু কাপড় টেনে আর গায়ের কাপড় যথাসম্ভব সামলে বল্লেন,—"বাবা—মা গঙ্গা এখান থেকে কতটা ?"

বাদল। বেশী নয় মা—কোশটাক্। আপনি কোথায় যাবে বল না ?

পুরসুন্দরী। উপায় হলে—দক্ষিণেশ্বরের মোড়লদের ঘাটে যাই কিন্তু আমার ত' একপা যাবারও বল নেই বাবা !

বাদল। এই ওপরেই আমার গাড়ী দাঁড়িয়ে রয়েছে মা, ঘোড়া দু'টোকে জল খাইযে নিতে যা দেরি।

এই বলেই সে ঘোড়াকে জল খাইয়ে গাড়ী জুড়ে ফেল্লে। কিন্তু পুরসুন্দরী দাঁড়াতে পারলেন না। তখন ছেলেমানুষের মত কাঁদতে লাগলেন,—বল্লেন—"তোমার কাছে আর'ত কিছু চাইতুম না, এই যে আমার শেষ চাওয়া ছিল গো—"

সেই পুকুর-পাড়েই বাদলের বাড়ী ; সে পরিবারকে ডেকে এনে, তার সাহায্যে কোন প্রকারে পুরসুন্দরীকে তুলিয়ে নিয়ে, গাড়ী হাঁকিয়ে দিলে। পুরসুন্দরী প্রায় অজ্ঞান ভাবেই রইলেন। গাড়ী যখন দক্ষিণেশ্বরের ঘাটে এসে থামলো—তখন বিকেল পাঁচটা।

বাদল যখন বল্লে—"মা—ঘাটে এসেছ," তখন তাঁর সংজ্ঞা হল; গঙ্গা-পানে চেয়ে দু'হাত জোড় ক'রে মাথায় ঠ্যাকালেন। মনে যেন একটা চরম লাভের আনন্দ আর বল এল,—না'ববার তরে চঞ্চল হলেন,—কিন্তু হাতে পাযে খিল্ ধরতে লাগ্‌লো

এই সময় হিমি-পাগলী গঙ্গা থেকে এক কলসী জল নিয়ে আসছিল,—সে হাঁ করে থোম্‌কে দাঁড়ালো।

হেমাঙ্গিনি আমাদেরি পাড়ার বউ। শোকে আর দুঃখ-দৈন্যে এক-রকম হয়ে গিছলো। চুপ করেই থাকত, আর নিজে নিজেই হাসত', কাঁদত', কথা কইত';—উগ্রা ছিল না সবাই তাকে হিমি-পাগলী বলতে সুরু করেছিল।

বাদল তাকে বল্লে,—"মার অসুখ, নামতে পারছেন না, আপনি একটু ধ'রতে পারবে?'

হিমি হেসে হল্লে—"ওমা—তা পা'রব না কেন,—আমাকে কি কেউ কিছু করতে বলে!" এই ব'লে, কলসী নাবিয়ে রেখে,—"এস মা এস" বোলে, দু'হাত বাড়িয়ে কোলে নিতে গেল। দেখে, পুরসুন্দরীর মুমূর্ষু মুখেও হাসি এল। তিনি বল্লেন,—তুমি দাঁড়াও মা,—আমি তোমাকে ধোরে নাবি"।

হেমাকে ধ'রে নাবতে নাবতে,—বাদলের দিকে চেয়ে তিনি বল্লেন—"আজ অসহায় না হ'লে, আমার যে কত' ছেলে-মেয়ে, তা জানতে পারতুম না। মা হ'য়ে জন্মান আজ সার্থক হ'ল! তোমরা সব সুখে থাক"। বলতে বলতে চোখ থেকে ঝর্‌ঝর্ ক'রে দুটি ধারা মুখে বুকে নেবে পোড়ল।

আর তিনি দাঁড়াতে পারলেন না, পা থর্‌থর্‌ করে কাঁপতে লাগল। গঙ্গাবাসীর ঘরে—মাটির ওপর শুয়ে পড়লেন। বাদল আবিষ্টের মত তখনো দাঁড়িয়ে। একটু সামলে বল্লেন—"বাবা তোমার ধার জন্ম নিয়েও শুধতে পারব না, আমার আঁচলে সাতসিকে"—

বাদল আর দাঁড়াল না, তাড়াতাড়ি মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে, চোখ মুছতে মুছতে গিয়ে গাড়ী হাঁকিয়ে দিলে।

হেমা বল্লে—"ওমা—মাটিতে শোবে নাকি ?—আমার চেয়েও বড় হ'লে যে।"

সব কথা তিনি আর শুনতেও পাচ্ছিলেন না,—বুঝতেও পাচ্ছিলেন না ; বল্লেন,—"চাড়ুয্যে পাড়ায় আমার গিরি থাকে, —একবার খবর দিবি মা ?"

হিমি-পাগলী হাঁ ক'রে তাঁর মুখের ওপর তাকিয়ে বল্লে—"তুমি গিরির মা ? ওমা কি হবে গো ! পোড়ারমুখো দেবতারা কি সব ম'রেছে !" এই বলেই ছুট্‌লো। তার জল-শুদ্ধ কলসী আকাশ-পানে চেয়ে রাস্তার মাঝেই প'ড়ে রইল !

*   *   *   *

৩

আমাদের গঙ্গার-ঘাটটি দাতারাম মোড়লের ঘাট বলেই প্রসিদ্ধ। তাব প্রবেশ-পথের দু'ধারেই—গঙ্গা-যাত্রীর বা গঙ্গাবাসীর ঘর। দ্বিতলেও একটি সুন্দর ঘর, সেটি অপেক্ষাকৃত নূতন বা হালের তৈরি। আমরা সেইটি দখল করে রিডিং ক্লব্ ও লাইব্রেরী করেছি। তখন আমাদের তরুণ-দলের সে কি উৎসাহ!

সেটা—এখনকার সার্ (Sir) আর তখনকার বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথের যুগ; সুতরাং বুঝি না-বুঝি,—বার্ক, ম্যাট্‌সিনি প্রভৃতি বড় বড় ইংরাজী বই পড়বার বা নাড়াচাড়া করবার ঝোঁক খুবই। আমাদের মধ্যে যিনি দাঁড়িয়ে ইংরাজিতে দু'কথা বলতে পারেন, তাঁর পায়া খুবই উঁচু। বাংলা বইয়ের মধ্যে—হেমবাবুর কবিতা, পলাশীর যুদ্ধ, যোগিন বিদ্যাভূষণের—গ্যারিবল্‌ডি, ম্যাজিনি, আত্মোৎসর্গ প্রভৃতি পুস্তকেরই আদর ও পাঠক বেশী। এ-সব প্রায় পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা হলেও, সেইটাই দেশের চিন্তার, স্বদেশ-প্রীতির উন্মেষের দিন; তবে—ধারাটা পুরো ইংরাজিই ছিল।

আবার—ইংরাজি শেখা ভদ্রেরা সবই তখন—কেউ গভর্মেণ্টের ছাপাখানায়, কেউ জর্জ-হেণ্ডারসন্, মেকিনান্ মেকিঞ্জি প্রভৃতির সওদাগরী আপিসে, তাবেদারী নিয়েছেন। কাজেই তাঁরা গঙ্গার ঘাট ছেড়ে—সন্ধ্যা করেন আপিসে, আর বন্দনা করেন

আফিসারের,—গঙ্গাতীরের সে-ভিড় ভেঙ্গে গেছে। এখন ঘাটটির পূরো পাট্টা আমাদেরি হাতে পড়ায়,—নিঃসঙ্কোচে বৈকালী-বক্তৃতার বেগ বাড়িয়ে দেওয়া গেছে। ছেলেরা তখন এক একটি যেন ইংরাজি 'ইডিওমেটিক্‌ফ্রেজের' ফোয়ারা!

হরিগোপাল সে দিন বক্তৃতা কর্‌ছিল। বিষয় ছিল "মেকলে ও তাঁহার সমসাময়িক লেখকগণ।" বক্তৃতার মধ্যে যতই ফ্রেজের ফুল্‌ঝুরি কাটছিল, ছেলেদের বদন ততই প্রফুল্ল হ'য়ে উঠছিল! কার সম্বন্ধে এখন স্মরণ নেই, হরিগোপাল যখন ঘাড় দুলিয়ে বল্‌লে—"He was a literary abortion, a huge hyperbolic hypocrite,—and a black horse of Western Civilization"—

শুনে স্ফূর্ত্তিতে সকলেরি মেরুদণ্ড সোজা হয়ে উঠলো,—করতালির করকাপাত হয়ে গেল! সবারই মনে হ'তে লাগল'—কালে হরিগোপাল দেশের একটা দিক্‌পাল দাঁড়াবে।

হরিগোপাল ছাড়া ক্লবের বাইরে দেখবার শোনবার কিছু থাকতে পারে,—সে দিন সে-হুঁশ কারুরই ছিল না।

এই সময় আমাদের বড়-মাঝি মেঘনাদ এসে সংবাদ দিলে—"একটি ভদ্দর-ঘরের মা-ঠাকরুণ, নীচে গঙ্গাবাসীর ঘরে মাটির ওপর প'ড়ে ঝ্যান' কইমাছ কাতরাচ্চে। আমরা ত' কিছু কর্‌তে পাচ্চি না, তাই হুজুরদের জানাতে এলুম।"

শুনেই, যোগিন আর নিবারণ "এস মেঘনাদ" বলেই দ্রুত চলে গেল।

আমরা ছাতে বেরিয়ে দেখি, পশ্চিম দিক থেকে যেন, গঙ্গাপার হ'বার জন্যে—জটায়ু ডানা মেল্‌চে, এমনি মেঘের ঘটা! গঙ্গার ওপর তার ছায়া প'ড়ে, জল ধূসরবর্ণ ধ'রেছে; তখনো জোর হাওয়া দেয়নি। পাল্‌তোলা পান্‌সিগুলি—বকের সারের মত' নিরাপদ আশ্রয়ে ছুটেছে। দৃশ্যটা তখন উপভোগ করবার মত' মনও ছিল না, অবকাশও ছিল না। যারা দূরের আসামী—তারা বাড়ী ছুটল; কেবল আমরা দু'তিনটি তাড়াতাড়ি ক্লব-ঘরের দোর-জানলা বন্ধ ক'র্‌তে লেগে গেলুম। একটা যেন প্রলয় আসছে!

বন্ধ ক'রে ছাদে দাঁড়িয়েছি,—তখনো মেঘের সেই গম্ভীর ভাব,—মন্থর গতি,—সাড়াশব্দ নেই।

দেখি—হিমি-পাগলী এক-বগলে একটা ছেঁড়া ময়লা বালিশ—আর এক বগলে, তারির-ই রাজযোটক—একটা মাদুর! তার খানিকটা ভুঁয়ে লুটুচ্চে। মূর্ত্তিতে আর বেশে সেও নিজে তাদের উপযুক্ত বাহকরূপে, হন্তদন্ত হয়ে—ঘাটের দিকে ছুটে আস্‌ছে।

জিজ্ঞাসা করলুম—"এ-সব নিয়ে কোথায় ছুটেছ গা!"

হিমি হেসে—ঘোমটা টেনে বউমানুষের মৃদু গলায় বল্লে—"ওমা দেখনি?—রাজ-কন্যে যে ধূলোয় গড়াগড়ি যাচ্ছে! আমার যা-ছিল তাই নিয়ে যাচ্চি,—আর ত' কিছু নেই। তখন ত' কত লোক দেখতে ছুটতো,—আজ তোমারা কেউ দেখবে না গা?—আমার কি দাঁড়াবার সময় আছে,—বোক্‌তে পারি না বাছা।" এই বল্‌তে বল্‌তে সে দ্রুতগে' ঘাটে ঢুক্‌লো।

নীচে থেকে হঠাৎ কান্নার আওয়াজও ওপরে এসে পৌছুল।

তাড়াতাড়ি নেবে গিয়ে দেখি;—বামাচরণ একটা ভাঙা কুড়োনো কলসী ক'রে, গঙ্গা থেকে জল নিয়ে ছুটে এল'। কিছু না পেয়ে—সেই ঘরে কার একটা পরিত্যক্ত নারকোল-মালা দেখতে পেয়ে', সেইটে একটু ধুয়ে, তাইতে জল গড়িয়ে—রোগীর শুষ্ক কণ্ঠে ঢেলে দিলে,—জলের হাত চোখে মুখে বুলিয়ে দিলে। কপালে-ওঠা চোখ আবার স্বাভাবিক অবস্থায় এলো,—রোগী যেন একটু আরাম বোধ করলেন।

একটি সুন্দরী যুবতী বুক্-ভাঙা বেদনায় কেঁদে উঠ্‌লো—"ওগো তোমাদের পায়ে পড়ি,—মা'কে মালায় ক'রে জল দিওনা গো"

চেয়ে দেখি—আমাদের পাড়ার গিরিবালা! তবে ত' হিমি পাগ্‌লী ঠিক্‌ই বলেছে—"রাজকন্তে ধুলোয় গড়াগড়ি যাচ্ছে।" এই কি আমাদের বার বছর পূর্ব্বের সেই—হীরের বালা পরা পুরসুন্দরী!

বিস্ময়ে বেওকুবের মত' হয়ে গেলুম। এই রকমই হয় নাকি!—এইটেই জগতের নিয়ম নাকি! প্রাণটা দমে গেল,—এতটুকু হ'য়ে গেল। আমাদের তখন প্রখর যৌবন, অসীম আশা, উদ্দাম বাসনা। মুহূর্ত্তের ত'রে বিশ্বটা যেন কালো' হয়ে গেল,—'সবুজ' সরে দাঁড়ালো;—পাতায় যার বাস, তার ভিতের ভরসা কতটুকু!

৪

মেঘনাদ একটা পিদ্দীম্ এনে জ্বেলে দিলে। সেটা—মৃত্যু উৎসবের উপযুক্তই ছিল! তার ঘুমভাঙা চোখের মত' নিষ্প্রভ মিটমিটে শিখা,—ঘরটার কোথাও আলোর, কোথাও কালোর ছায়া ফেলে, ঘরেরমধ্যিকার মনগুলোতে আড়ষ্ট ভাবে আতঙ্ক এনে দিলে;—রাজকন্তের মৃত্যুর ঘটাটাকে ঘনিয়ে তুল্‌লে! শিশটা মাঝে মাঝে মাথা উঁচু ক'রে গলা-বাড়িয়ে দেখছিল'—আর দেরি কত'।

গিরিবালা মার বুকে মুখ গুঁজে—পাষাণদ্রাবী কাতর কণ্ঠ তুলেছে। পুরসুন্দরীর যখন সর্ব্ব শরীরে অসহ্য মৃত্যু-যাতনা উপস্থিত। দশ বছর মুখবুজে দারুণ দুঃখকষ্ট সহ্য করার—আজ তিনি শেষ পরীক্ষা দিচ্ছেন! পাছে তাঁর কষ্ট দেখে গিরিবালার কষ্ট হয়' তাই' সে কি বরদাস্ত,—সে কি সংযম,—মৃত্যুর সঙ্গে—সে কি কস্তাকস্তি! সন্তানের মুখ চেয়ে, প্রতি মুহূর্ত্তে এমন ক'রে—মরণের বিষদাঁত ভাঙতে এক মা-ই পারেন! বল্‌লেন—ভাবিস নি গিরি—ভগবানের পায়ে রইলি।" বলতে বলতে স্বর বদ্ধ হয়ে এল, দু'চোখ জলে ভেসে গেল।

গিরিবালা চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠতেই,—হাত্‌ড়ে হাত্‌ড়ে তার মাথায় হাত দিয়ে,—কপালে মায়ের শেষ স্নেহহস্ত বুলুতে বুলুতে, কষ্টে কম্পিত কাতরকণ্ঠে বল্লেন—"গিরি কাঁদিস নি মা,—মাথা খ'রবে।"

শুনে চোম্‌কে উঠলুম !

বাতাস—শুদ্ধ হ'য়ে, আকাশ বেদনা-বিষণ্ণ মুখে গুম্ হ'য়ে, এতক্ষণ সব সহ্য করছিল ; তারাও আর পারলে না। একটা দম্‌কা দীর্ঘশ্বাসে প্রদীপটা নিবিয়ে দিয়ে,—বিপুল বেদনায় আকাশটা বিকট একটা চীৎকার ক'রে ফেটে গেল ; আর তা'থেকে তীব্র আলো ছুটে এসে ঘরে ঢুকে,—সকলকে চোম্‌কে দিয়ে,—আমাদের পুরসুন্দরীকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল।

মুক্তি

১

সে-দিনটা ছিল ত্র্যহস্পর্শ,—অবশ্য পরে তা জেনেছি এবং তার প্রমাণও পেয়েছি। সকালবেলা "প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের" কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয়ের নিমন্ত্রণপত্র পেলাম,—"শুভ ইষ্টারে অধিবেশন, উপস্থিত হওয়াই চাই এবং গবেষণাপূর্ণ কাজের কথার প্রবন্ধও চাই।" অর্থাৎ—ভদ্রভাবে বলা—অনুগ্রহ করে আসবেন না!

সাবিত্রী দেবী মনিঅর্ডার এলো ভেবে ছুটে এসেছিলেন, শেষ "গবেষণা শুনে বললেন—"কত কি বেরুচ্ছে, যাদের কপাল ভালো—"ইত্যাদি। "তা গবেসোনা কই শুনিনি তো,—সে আবার কি রকম সোনা? আর তা শুনেই বা আমার কি হবে!"

বললাম—"ওই গিনি-সোনারই মতো—তবে খুব সস্তা,—কিন্তু তা কারুর বোঝবার সাধ্যি নেই।"

"আসছি—পরে শুনবো, সজনে খাড়াগুলো পুড়ে গেল বুঝি," বলে তিনি দ্রুত চলে গেলেন। প্রভাতের মেঘ কেটে গেল।

দ্বিতীয় প্রহরে আহারে বসেছি, তিনি বললেন—"এত দেশ থাকতে কাশীবাস করা হ'ল—খেজুরে গুড় মিলবে বলে,—দুখানা সরুচাকলি করে দেবো, ভুরভুরে পয়ড়া গুড়ে ডুবিয়ে খাবে।

অ্যাতো শুনেছিলুম,—কই তেমন গো! ও কি এদেশে হয় না? পোড়ারমুখোরা তবে করে কি!"

আজ সহসা আমার কাশীবাসের কারণটা জান্‌তে পেরে চম্‌কে উঠলুম! ভাগ্যে শিক্ষিতা নন, খেজুরের খাণ্ডবের খবর রাখেন না,—তা হ'লে দেখছি আমাদের মক্কাবাসই অনিবার্য্য ছিল।

যাক্, কাজের কথার একটা ইঙ্গিত দৈববাণীর মত এসে গেল। খেজুরের চাষ সম্বন্ধে, অর্থাৎ তার জমি, শ্রমী, সার, হার, আয়, ব্যয় প্রভৃতি কথাগুলি কাঁটা বেচে খাড়া করতে পারলে একটি প্রবন্ধ সৃষ্টি করা যেতে পারে। একটা কর্ত্তব্য এখন এসে পড়েছে, এবং জরুরী জিনিষটাও অযাচিত এসে গেল, তখন মাধ্যাহ্নিক শয়নটা বাদ দিতেই হল।

তিরিশ বছর আগে যখন জব্বলপুরে থাকি, তখন মধ্যপ্রদেশে খেজুর গাছের প্রাচুর্য্য এবং তা কাজে লাগাবার উৎকট চিন্তা ও মোটা লাভের প্রলোভন, পাগল করে তুলেছিল,—চাকরিটে নিয়েছিল আর কি! কেবল বাঙ্গালী বলেই সে বেগ কোন প্রকারে কাটিয়ে কেরাণীগিরি বজায় রাখতে পেরেছিলাম। তারপর তিরিশ বছর নির্ব্বিঘ্নে কেটে গেছে, একটি দিন স্বপ্নেও সে-কথা উদয় হয় নি। বাঙ্গালীর উপর বিধাতার এই বরটি আছে বলেই জাতটি আজো টিকে আছে!

কিন্তু এতকাল পরে ঠিক দুপুর বেলা মওকা পেয়ে সেই খেজুর গাছ সহসা আবার দেখা দিয়ে, কর্ত্তব্যের কড়া তাগাদার মত মাথা তুলে দাঁড়ালো! মানুষের চোখে সামান্য একটা কুটো

পড়লে মনে হয় ফুটো হয়ে গেল, আর সেই চোখে খেজুর গাছ পড়েছে। নিদ্রা ত গেলই, চট্ একটা কিনারা না করলেই নয়। চোখে ত পড়েই ছিল, শেষ মাথায় ঢুকলো—বিকানিরের মহারাজার কাছে তিন হাজার বিঘে মরুভূমি পত্তনি নিয়ে—বালির ওপর বীজ ছড়ালে কেমন হয়! তারপর গাছ থেকে আরম্ভ করে গুড়ে পৌছুতে, আর লাভ দেখিয়ে দিতে বড় জোর দশ পৃষ্ঠা লাগবে। মাটি খুঁড়তে হবে না, —জল দিতেও হবে না—জ্বাল দিলেই গুড়! ও হয়েই গেছে। চোখ কিন্তু বড় কর্কর্ করছে, অভ্যাস কিনা,—একটু বুজেই থাকি।

মনে করেছি মাত্র, অমনি পিয়ন্ ডাক দিলে "বাবুজি চিঠ্ঠি। দূর করো। তাড়াতাড়ি উঠে গেলাম। পাব্লিশারকে পত্র দিয়ে চৈত্রের কিস্তীতে আমার বখোনার হিসাব মেটাতে বিশেষ অনুরোধ জানিয়েছিলাম, কারণ নানা টাকার দরকার, মাথার মধ্যে বোশেখ-চাঁপার ব্রত উদ্যাপন বোঁ বোঁ করে ঘুরছে।

Thank God—ওঁদেরই চিঠি বটে। একে বলে business,—কবে আমাদের দেশের লোকেরা এঁদের মত তৎপর আর দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য জ্ঞানসম্পন্ন হবেন। যে অপরের জন্যে ভাবে—সেই তো মানুষ।

আর পেলুম "সবুজ পত্র।"

আনন্দে পত্রখানা খুলতে খুলতে ঘরে ঢুকে পত্রও পড়া, শুয়েও পড়া।

লিখেছেন—

আমরা দেখে অবাক্ হয়ে গেছি যে, আপনার "ধুচুনি"র হাজার কাপি সাড়ে তিন মাসেই সাফ। এ গৌরব বৃকোদরবাবুর বইও পায় নি। লেখা পড়ে সকলেই মুগ্ধ। আপনার অন্যান্য লেখা পাবার জন্যে নিত্য পত্র আসছে। সত্বর Manuscriptএর মোট্ পাঠিয়ে দেবেন, আর "ধুচুনি"র দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণের জন্য আমাদের order দেবেন। জার্ম্মাণী আপনাকে Anatole Franceএর সঙ্গে তুলনা করে V. P.তে খেতাব পাঠিয়েছে— "নদের-টোল India" বা বেদের-টোল India,"—যেবা ইচ্ছা হয়।

ইংলণ্ড, জার্ম্মানী, জাপান ও বর্ম্মায় বহু বাঙ্গালা থাকেন, কাজেই, সেখানকার কাগজে বিজ্ঞাপন দিতেই হয়। রাসিয়া আর সাইবেরিয়াটা ভুল হয়ে গেছে—অপরাধ নেবেন না। ভুল চুক মানুষ মাত্রেরই হয়। এবার দেব-ই। সেনিগাম্বিয়ায় দিতে বলেন কি? কি করি আপনার ভক্ত যে বিশ্বময়!

বিল্‌টা নিম্নে দিলাম—

হাজার কাপি "ধুচুনি" ২৲ হিসাবে—		২০০০৲
এন্টিক, ছাপাই, হট্‌প্রেস, মরক্কো-বাইণ্ডিং, দপ্তরী, গুদাম-ভাড়া (দেখবেন কত কমে নাবিয়েছি)	...	৫১৩৶০
(লক্ষ্য করবেন—আলমারী আর দ্বারবানের চার্য্য করিলাম না)		
বিজ্ঞাপন, প্ল্যাকার্ড, হ্যাণ্ডবিল্ (সহরের কোনো দেল বাকি নেই)	...	৬৫৩৷৶১০

V. P. পোষ্টেজ	...	...	৫৭৶০
খেতাবের ভিঃ পিঃ খালাস-খাতে	...	...	২৫০৲
আমাদের কমিশন ...	...	...	৬৫০৲
৩০ কাপি সমালোচনার্থ	...	...	৬০৲
উপহারার্থে আপনাকে ২৫ কাপি	..	...	৫০৲
		মোট	২,২৩৩৶/১০

অর্থাৎ, সত্বর আমাদের ২৩৩৶/১০ পাঠিয়ে খোলসা হবেন এবং নববর্ষের হর্ষ বেশ নিশ্চিন্ত ভাবে উপভোগ করবেন। নূতন খাতা না থাকলে,—লেখক মাত্রের জানা—এসব সদুদ্দেশ্যমূলক পুরাতন কথা লিখে লজ্জা পেতাম না,—কারণ টাকাটা সামান্য, পুরো তিনশোও নয়। একান্ত অনুরোধ—টাকাটার সঙ্গে ক্ষমাটাও চাই। নমস্কার।

প্রণত—হিত-ব্রত কোং

পুঃ—নূতন ম্যানস্ক্রিপ্ট সত্বর পাঠাবেন,—এমন মওকা মাটি হতে দেবেন না। শুনছি মস্কো বাক্সোবন্দি করে খেতাব পাঠাবার তরে উন্মুখ হয়ে রয়েছে।

হিঃ ব্রঃ কোং

প'ড়ে গবেষণা গুলিয়ে গেল, অতবড় আইডিয়াটা একদম মাটি। তরল-আলতা নিতে এসে দেবী হঠাৎ আমাকে চিৎপাৎ দেখে বললেন—"কি, আবার সেই ব্যথাটা চাগিয়েছে বুঝি!"

মাত্র একটা হুঁ দিলাম।

"দিন রাত বসে বসে আরো লেখ না,—চোখে স্যাকরার

দোকানে যেতে পা যে পাথর হয়ে থাকে !” এই বলে ঘাই মেরে বেরিয়ে গেলেন ! আমি তখন ভাবছি—দুশো তেত্রিশের উপায়।

উপায় আর কোথায় ! নিজের ঘরেই বেনামী সিঁদ্ দিতে হবে, আবার সেটা বোজাতেও তিনটে টাকা পড়বে অর্থাৎ একুনে দু’শো ছত্রিশ দাঁড়ালো ! নান্যঃ পন্থা।

লেখকদের এসব সৎসাহস চাই, নচেৎ ভদ্রতা রক্ষা হয় না।

ভেবে আর কি হবে,—উঠে বসলুম। “সবুজ পত্র” দেখা যাক—কাজ হবে। খুলতেই শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়ের নাম দেখে লাফিয়ে উঠলুম। তাঁর লেখা আমি শ্রদ্ধার সহিত পড়ি। তিনি “সমসাময়িক সাহিত্য” বলে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। তাতে দেখলুম—“আমার মনে হয় দিন যতই যাইতেছে ততই যেন ঘোরতররূপে আমাদের সাহিত্যিকেরা ব্যবহারিক সংস্কারের সমস্যা লইয়া ব্যাপৃত হইয়া পড়িতেছেন। * * নিরাবিল সৃষ্টির দিকে আমাদের দৃষ্টি নাই, আমরা কহিতে চাহিতেছি কেবল কাজের কথা, সাহিত্য আর সুকুমার শিল্প নয়,”—ইত্যাদি।

যেন অভয়বাণী শুনলুম। পড়বার মাত্রই খেজুর গাছগুলো ডানা মেলে সরে গেল। ফাঁক পেয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম। কলু যেন তার ঘানিগাছ পেলে। লিখতে লেগে গেলুম। তার পর “যত্নে কৃতে” ইত্যাদি ত স্বপক্ষে আছেই !

২

এটা নাকি প্রমাণ হয়ে গেছে—সব কাজেরি একটা কারণ থাকে। আবার সেটা বুদ্ধিমানেরা ধরে দিতে পারেন,—ধরে দেনও। জগতে যাঁরা "নামী" হয়ে গেছেন, তাঁরা যে কেন নামী হলেন, তার প্রমাণ স্বরূপ তাঁদের বাল্যকালের দু'চারটে অসাধারণ বা অলৌকিক ঘটনা বেরিয়েই পড়ে! এটা গেল নামীদের কথা।

আবার "বদনামীরাও" এ নিয়মের বাইরে নন! তাঁদেরও কারণ নির্ণয়ের লোক জোটে। তাঁদেরও উত্তরকালে দায়গ্রস্ত, ভিটেভ্রষ্ট, শ্বশুরালয়স্থ, ঋণগ্রস্ত, তটস্থ প্রভৃতি হবার চিহ্ন-সকল নাকি তাঁদের জ্ঞাতি ও প্রতিবেশীদের দৃষ্টি এড়ায়নি।

জোটেনা কেবল আমাদের মত "নিনামী"দের জীবনব্যাপী ফলাফলের কারণ নির্ণয়ের লোক। সেটা শেষ জীবনে গালে হাত দিয়ে বসে, নিজেদেরই আবিষ্কার করতে হয়।

একটা বড় কথা আছে,—ভবিষ্যৎ জীবনের ছায়াপাত নাকি বহু পূর্ব্বেই হয়ে থাকে, চক্ষুষ্মানেরা আর পিতৃব্যেরা বাল্যেই সেটা দেখতে পান। আবার এটাও শোনা যায়—ভূতের নাকি ছায়া থাকে না, সুতরাং ছায়াপাতও হয় না। তা সে যে কারণেই হোক্ আমাদের সম্বন্ধে কেহ কিছু পান নি।

নিকটে পাকা ইস্কুল থাকতে, দু'মাইল দূরে, কুটিঘাটার এক আট-চালা ইস্কুলে ভর্ত্তি হই,—কেহ একটি কথাও কন্ নাই।

শেষ জীবনে যখন—মাথায় পাকা চুল, হাতে পায়ে সুপুষ্ট শিরা

গায়ে—চারিদিক ঘিরে ঝালরদার স্থতোঝোলা জিনের কোট্,গলায় ফালি পাকানো কাছির মত চাদর, বগলে Handle-হীন চালুনী-ছাতা, পায়ে "বুটী" বা বুটকাটা চটি, আর বুকে হাঁপানীর টান্ এই সম্বলে পেন্সন্ নিয়ে বাড়ী এলুম ও সাবিত্রীর কাছে এই আনন্দ সংবাদটা উৎসাহের সহিত announce করলুম,—Three cheers দূরে থাক্, তিনি একদম্ fierce হয়ে বললেন—"তাতে নতুনটা কি হয়েছে, কবে যে চাকরি করলে তা তো জানি না, আর কবে থাকো ত কেনই বা করেছ,—কবে কার মাথাই বা কিনেছ, তাও ত জানি না। পোড়ারমুখো ভগবান দয়া করে পেটজোড়া পীলে দিছলেন তাই ছেলেগুলো আজো বেঁচে আছে, তা না তো খালিপেটে কদিন বাঁচতো। যাক্ ভালই হয়েছে,—তোমার Monthly টিকিট্ কেনবার জন্মে লজ্জার মাথা খেয়ে, মাসে মাসে আর আমাকে পাড়ায় পাড়ায় টাকা ধার করতে বেরতে হবে না।"

পঞ্চত্রিংশ বর্ষ পরে এই কি ভাষণ !

যাক্,—ক্ষমাই সেরা ধর্ম্ম,—ধর্ম্মপালনই করলুম। হুঁকোটি নিয়ে ধীরে ধীরে চণ্ডীমণ্ডপে গিয়ে তামাক সাজতে বসলুম। এমন নিরীহ কাজটি আর নেই, বড় বড় তাল সাম্‌লে দেয়। আজকালের ছেলেরা ছেড়ে দিয়ে কি ভুলটাই করছে। এ দুঃখ-দৈন্যের দেশে এমন কাজও করতে আছে !—এখনো ধরে ত কাটিয়ে যাবে ভাল'।

দুটান্ টান্‌তেই মন ফুট্ তুললে—"আচ্ছা—কেরাণী হয়েছিলুম কেন ? গোড়া থেকে ভাবতে আরম্ভ করলুম। প্রথম ছিলিম পুড়ে গেল। ফের সাজলুম—ফের পুড়লো। Where there is-

a will বলে, তিনের নম্বর চড়াতেই চট্ বেরিয়ে এল,—"কুটিঘাটার ইস্কুলে পড়ে "কুটিওলা" হবো না তো কি "সদরওলা" হব!

এই আবিষ্কারে ভারি একটা আনন্দ হল—কারণটা তো পেলুমই আবার এটাও প্রমাণ হয়ে গেল,—আবিষ্কারের ফুস্-মন্তোর হচ্ছে গুড়ুক! বেশ,—এখন ঐতেই লেগে থাকবো, দেখি কি কি আবিষ্কার করতে পারি,—সাবিত্রী তখন মৈত্রী হতে পথ পাবে না। লেগে রইলুমও তাই, কিন্তু দুর্ভাগা দেশ চিনলে না। সকলে বল্লে "রাবিষ্কারক"! নিশ্চয় হিংসেয়।

ফলে—জীবনটা এবার "ফেলিওর"। "মেমারি" খুলে যাওয়াও দোষ,—চাপা কথা বেরিয়ে পড়ে! বহু দিনের একটা কথা মনে প'ড়ে দমিয়ে দিলে—"ব্রহ্মবাক্য অমান্য করেই বোধ হয় আমার এমনটা হ'ল। গো-বেচারা রাম কিছু না করে চোদ্দো বছর জঙ্গলে জঙ্গলে ঘোল না হোক্—ওল্ খেয়ে বেড়িয়েছিলেন, আর আমি ব্রহ্মবাক্য অমান্য করেছি! আমি কি এত বড় দুর্ব্বুদ্ধির দরুণ মুচ্ছুদ্দি হব! তায় তিনি দারু-ব্রহ্ম ছিলেন না, চারুব্রহ্ম তো ননই, পাক্কা পরব্রহ্মের পাল্লা। দেশ বিদেশে তেমনটি আর নজরে ঠেক্‌লো না।

আমাদের গ্রামেই হয়েছিল তাঁর আবির্ভাব। বাল্যকালে আমরা তাঁকে একদম আধাবয়সেই পাই। বর্ণ—নিকষ-কালো, আকৃতি—বামন অবতারের দেড়া, কিন্তু ফাঁড়ে ছিলেন সাড়ে চার হাত। ওজনও ছিল গর্ব্ব করবার মতো। নাক ছিল বরাহের, চক্ষু ছিল বড় বড়—আর তার ভাব ছিল ভয়ঙ্কর। অধর ওষ্ঠ ছিল—বিরক্তি

আর তাচ্ছিল্য-ব্যঞ্জক। সর্ব্বসাকুল্যে মুখখানি ছিল—বারুদ্-ঠাশা বোমা! আওয়াজটাও অনুরূপ কড়া—নির্দোষ বল্লে দোষ হয় না। পোষাকের কোন পাকাপাকি ছিল না, তবে বাড়ীতে লুঙ্গী, ফ্লানালের ফতুয়া আর কাবুলী চাপ্লির ব্যবহারটাই তাঁর ছিল বেশী।

বিদেশে বিদেশেই বেড়াতেন, মাঝে মাঝে এসে পড়তেন। ছেলেদের মহলে তখন একটা সাড়া পড়ে যেত,—দেখতে ছুটতুম। কখনো শুনতাম কাবুল থেকে এলেন। গিয়ে দেখি, ঢিলেপাজামার ওপর ভেড়ার লোমের পুস্তিন চড়েছে, মাথায় কুল্লা আর জরির আঁচলাদার নীল পাগ্ড়ি। একটা বার তের বছরের গেঁঠে ছেলের মাথায় সাড়ে সাত সের ওজনের এক গড়গড়া, আর তার তের হাত লম্বা জরির কাজ-করা নলটা—তাঁর মুখে! গার্ড আর এঞ্জিনের ব্যবধানে তিনি ধোঁ ছাড়তে ছাড়তে বাড়ীর সামনের রাস্তায় পাইচারি করছেন। ব্যবধান বজায় রাখার ভার সেই ছেলেটির ওপর। তিনি কারুর পুরাতন নাম ব্যবহার করতেন না, নিজ নাম-করণ করতেন। ছেলেটির নাম দিছলেন—গুট্টু।

আমাদের দেখে বল্লেন—“কিরে, আজো সব বেচে আছিস্ যে। গ্রামের উপকার করতে পারলি নি দেখছি!” তারপর প্রশ্ন করলেন—“বেদানার কত বড় দানা দেখেছিস্?”

অধর বল্লে—“বাবার মরবার দিন দুটো এসেছিল, একটা ভাঙতেই খানিকটে ধোঁ বেরিয়ে গেল। সবাই বল্লে—এই দুঃসময়ে সাত সাত আনা মাটি,—আর ভেঙ্গে কাজ নেই। তারপর আর তেমন বেযরাম তো বাড়ীতে কারুর হয় নি।”

তিনি বললেন,—এইটিই দুঃসময়ের লক্ষণ,—দুঃসময় বটে !

হরে বল্লে—"আমি দেখেছি,—জামাই বাবু এলেই তাঁর জলখাবারের জন্যে আসে। এক একটা দানা—উঃ !"

শুনে বল্লেন—"যা এনেছি—দেখিস,—দেড়পো রস ছাড়ে! হোক্ না তোদের গুষ্টিবর্গের সান্নিপাতিক,—এক দানায় ঠাণ্ডা। হ'লে নিয়ে যাস্।"

গতরে আর গুণে, তিনি ছিলেন একই ওজনের। সেতার, এসরাজ, পাখোয়াজ ছিল তাঁর হাতের খেলনা। গানেও ছিলেন গণিমিঞা। ওই ভীমরুলচাক্ থেকে কি করে যে মধুক্ষরণ হতো সেটা আজো বুঝতে পারি না। মজলিশে তিনি ছিলেন একাই একশো; তাঁর জোড়া মিলতো না। এই সব সুকুমার শিল্প তাঁর মধ্যে যে কি করে প্রবেশলাভ করেছিল, আর ভুলক্রমে করলেও—কি করে যে বেঁচে ছিল, এইটাই আশ্চর্য্য !

তাঁর নাম ফি ক্ষেপেই বদলাতো। সাধারণতঃ তিনি "দিগ্বিজয়ী" বলেই খ্যাত ছিলেন। নেপাল বিজয় করে এসে হন —জংবাহাদুর, ব্রহ্মদেশ থেকে ফিরে—ফুঙ্গিলাট্ ইত্যাদি। বিকট বিকট নামের উপর তাঁর একটা উৎকট টান্ ছিল। সেবার এসে বল্লেন—জাহানাবাদে তোদের বঙ্কিমের তিলোত্তমার বাপের বাড়ী দেখে এলুম রে! এটার স্মরণার্থে কি নাম নিলে fitting হয় বলতে পারিস্?

দুর্গেশনন্দিনীখানা ছিল আমার টাট্‌কা-পড়া ফস্ করে বলে ফেললুম—"গড়মান্দারণ গাঙ্গুলী।"

ভাবী খুসী হয়ে "ক্যাবাৎ" বলেই আমার মাথায় এক হাত "ত্রেকেটে" সেধে নিলেন। মাথাটা তাঁর নাগালের মধ্যে থাকলে অনেক তালই তাকে সামলাতে হ'ত। তারপর বল্লেন,—"তোর হবে,—হেলায় হারাস্‌নি যেন।"

এত দিন তাঁর নিজের-দেওয়া নামেই ডাকতেন, আজ খুসী হয়ে নামটা জানতে চাইলেন। বললুম,—"কন্দ্রপীড় রায়।"

শুনে মিনিটখানেক আমার দিকে অবাক্ হয়ে চেয়ে থেকে বললেন,—"অ্যাঁ বলিস্ কি,—এ যে খাসা নাম রে। কোন কেলাসে পড়িস্?"

"ফোর্থ্।"

"আর এক পদ এগিয়ে থার্ড চুকিয়ে বামন অবতার হয়ে পড়,—স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল এক করতে পারবি। অমন নামের অসম্মান করিস্‌নি,—Foolish হসনি পুলিসে ঢুকে পড়িস্,—লাটের ওপর যাবি। বেদ আর এই দিগ্বিজয় গাঙ্গুলীর ব্রহ্মবাক্যে ভেদ নেই জানিস্।—তবে তোরা সোনারচাঁদ ছেলে—বাঁচবি কি! গ্রামের যে দুর্ভাগ্য—বাঁচতেও পারিস্।" ইত্যাদি

আমাদের ওপর তাঁর টানটা এই রকমই ছিল। ফল কথা—তিনি যে কি ছিলেন, আর কি ছিলেন না, বা কিসে কাহিল ছিলেন, সেটা অনুমান করা অসাধ্য।

* * * *

ফিরে বছর নেপাল ঘুরে এলেন, নেক্‌ড়ের লোমের টুপি, বাঘ-ছালের চোগা, কোমরে চামর আর ভোজালে, গলায় মৃগনাভির

মুণ্ডুমালা,—ভ্রুক্ষেপ তাঁব কাকেও ছিল না দু'চাব কথা আমাদের সঙ্গেই কইতেন, বাকিটা বাজাদের আর আমীবদেব দববাবে।

বললেন—"আর মরলিনি দেখছি—গাঁযের গোড়ায শনি লেগে আছে,—তা নাতো এই বাঘা-মৃগনাভি হাত লাগে! এব এক দানায মডা খাড়া হয। নাড়ী ছাডলে ছুটে আসিস্—বেঁচে যাবি। দেখছি গ্রামটাব আব গতিব আশা রইল না।"

পাখোযাজে ব্রহ্মতাল শুনিযে বাজাব কাছে ওই সব উপহাব পেযেছিলেন।

"আবো আছে" বলে উঠনেব দিকে ইঙ্গিত কবায দেখি—শ্বেত পাথবেব আধখানা থাম-ভাঙ্গা গডাগডি যাচ্ছে।

বললেন,—"ভাল কবে দেখে আয।"

তাবপব বললেন,—"কি বল দিকি!"

বললুম—'কি আর,—একটা পাথরেব কুঁদো।"

শুনে অবাক হযে—কালো বাতাবি নেবুব কোষের মত ঠোঁট উল্‌টে বললেন—"অ্যাঁ তোরা ব্রাহ্মণের ছেলে,—কলা জ্ঞান নেই! তোবা যে হনুমানেব অধম হলি দেখছি। এত দিনে Indian art ইণ্ডিযান আর্ট) ডুবলো!"

তাঁকে দুঃখ কবতে দেখে—কিন্তু হযে বললুম,—"বোধ হয পাথবেব শ্বেত হস্তীব খানিকটে।"

নিশ্বাস ফেলে বললেন,—"দেশটা বড় বেইমান—বড় বেইমান, অত বড় artist এর (রস-দক্ষের) কদব করলে না। কদিনই বা আছি, তোব উপব একটু আশা আছে—শুনে রাখ। এর পর

এই Indian art এর জন্যে কেঁদে ফিরবে। এইটিকে চিরজীবী করে রাখবার জন্যে প্রভু কালাপাহাড় কি খাটুনিই খেটে গেছেন। কেউ তাঁর সদুদ্দেশ্য বুঝলে না! অমন দেশপ্রাণ সমঝদার কি আর জন্মাবে! কি হাতই ছিল, নিজের হাতে হাতুড়ী ধরে—এক ধার থেকে কারুর হাত, কারুর পা, কারুর নাক, কারুর কান, কারুর বা মাথাটা কেটে কুটে Correct করে রেখে গেছেন। তিনি বুঝেছিলেন—পুরোপুরি সবটা আস্তো থাকলে কলার চাষে দ' পড়ে যাবে;—কল্পনার কসরৎ থাকবে না, ওস্তাদ জন্মাবে না। মাথা নাইবা রইলো, যার art এর দৃষ্টি আছে সে দেখবে—ক্যা সুন্দর কটাক্ষ, তাতে হাসিটুকু পর্য্যন্ত ফুটে রয়েছে! তবে না গড়ন হবে। কলা ঐ একজন বুঝতেন, তাই দেশের তরে এই সব রেখে গেছেন,—Ellipsis fill up করতে করতে তোরাও পাকা-কলার অধিকারী হতে পারবি। এত বড় Possibility (সম্ভাবনা) তোদের সামনে আর কে ধরে দিয়েছে? আর কলা বাঁচিয়ে রাখবার এমন নিরাপদ উপায়ই বা কার মাথায় এসেছিল! আস্তো থাকলে কি দেশে থাকতো!"

আশ্চর্য্য হয়ে বললুম—"তা আপনি এ হদিস্ পেলেন কি করে?"

বললেন—"দৈবলব্ধও বটে, বুদ্ধির জোরেও বটে। রামদাস মাষ্টার সজারু সম্বন্ধে Essay লিখতে দেন। লিখে দিলুম। হাতে পেয়ে তিনি ঐ কালাপাহাড়ী কাট্ (cut) আরম্ভ করলেন। কাটুনির চোটে সেটা ঠিক্ একটা সজারুর মতই দাঁড়িয়ে গেল।

Essayর ইঙ্গিত ধরে ফেলে গুরুদেবের পায়ের ধুলো নিলুম। তিনি খুসি হয়ে আশীর্ব্বাদ করলেন। এখন আর কিছু আটকায় না। গুহ্য তত্ত্ব কি কেউ মুখ ফুটে বলে,—তেমন মুখখু গুরু ভারতে মিলবে না!"

বললাম—"তারপর,—এ জিনিসটি কি,—কোথায় বা পেলেন, কি করেই বা আনলেন?"

বলিলেন,—"সে দিন একটা মালকোষ শুনে রাজার মেজাজটা খোস্ ছিল। পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে ঐটিকে দেখিয়ে বললেন— "এই পাথরটি পূর্ব্বপুরুষেরা এই ঘরে রেখে গেছেন, ঘর-জোড়া হয়ে পড়ে রয়েছে। এর সম্বন্ধে কেউ কিছু বলতেও পারে না।"

দেখেই বুঝলাম—কারুর মূর্ত্তি ছিল, ধড়টা আছে,—কালাপাহাড়ী কৃপায় হাত আর মাথা নেই, পাকা সাত মোন হবে। শুয়ে পড়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ঝেড়ে দিলুম।

রাজা ভীত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"ব্যাপার কি? ইনি কে?"

বললুম—"ইনি যে আমাদের মহাপণ্ডিত মণ্ডন মিশ্র। দেখছেন না,—কি প্রতিভাদীপ্ত চক্ষু, জ্ঞানোজ্জ্বল ললাট।"

রাজা বললেন—"মাথাই নেই—চক্ষু ললাট কোথা?

বললুম—"মহারাজ, ঐটুকুই তো কলাবিদ্ কালাপাহাড়ের দান। তাঁর কাজের মধ্যে কি সুস্পষ্ট Suggestion তিনি দু'হাতে বিলিয়ে গেছেন! ওর Secret সকলে জানেন না। কলা ফলাবার বিশিষ্ট একটি পন্থা রেখে গেছেন; যেমন—

'বঙ্গমাতা উদ্ধারের পন্থা সুবিস্তার
রয়েছে সম্মুখে ছায়াপথের মতন।'

এটিও সেই ছায়াপথ।"

শুনে রাজ ও রাণীরা ব্যস্ত হয়ে মণ্ডন মিশ্রকে প্রণাম করিলেন। তারপর অনেক কথা।

শেষ, শাঁক ঘণ্টা বাজিয়ে আমার স্কন্ধে চাপিয়ে দিলেন, কারণ অন্যে কদর বুঝবে না। অবশ্য পঞ্চাশ টাকা মাসোহারা বরাদ্দ করলেন, আর গড়ের-বাদ্যি বাজিয়ে আমাদের উভয়ের Double first class Travelling দিয়ে, রেলে তুলে দিয়ে গেলেন।

শুনে বললুম—"পাথরের মূর্ত্তির আবার মাসোহারাই বা কেন, আর Double first class Travelling কিসের জন্যে ?"

"আরে বুঝছিস না—মণ্ডন মিশ্র যে! বড়দের সম্মান অক্ষুণ্ণ থাকা চাই তো। পেট সকলের আছে রে, ঠাকুরদের ভোগ হয় না ? তাই পঞ্চাশ টাকা। তাঁদের খেতে আর কে দেখেছে, কিন্তু মণ্ডন মিশ্র স্বহস্তে ভোগ লাগাতেন,—কথাই আছে—'অভ্যাস যায় না মোলে'। 'আমি কি না-খাইয়ে ব্রহ্মহত্যা কোরবো! আর হিন্দু রাজাই বা তা হতে দেবেন কেন ? বলতেই তৎক্ষণাৎ দস্তখৎ ডেলে দিলেন। আর আমার চেয়ে ত তাঁকে খাটো করতে পারেন না, আমিই বা সে পাপ নেবো কেন, তাই উভয়েরই Double first class Travelling ; ঐ Travellingটাই তো বড়-বড়দের লক্ষ্মী রে। এর পর বুঝবি। একটু উঁচু level অর্থাৎ above level দেখে চাকরি নিস্ দিকি। সত্যি কি আর First classএ যেতে

আসতে হয়,—Travellingটাই টান্‌তে হয়, তার পর Royal classতো রয়েছেই।"

অবাক্ হয়ে শুনছিলুম, বললুম—"এখন এ কন্ধকাটা নিয়ে করবেন কি ?"

"পাথরটা ভাল রে, দেখি Martin কত কবলায় !"

"বলেন কি—শেষকালে গোরস্থানে—"

"ঐ তো ওঁদের সাধনোচিত স্থান—ওঁর যে সমাধি অবস্থা !"

* * * *

আমাদের দিগ্বিজয়ী মহাপুরুষটি কলার কদরও যেমন করতেন, তার স্থান নির্দ্দেশেও তেমনি হুঁশিয়ার ছিলেন।

এক কথায়—বিবিধ বিদ্যে বোঝাই করা একখানি বজরা ছিলেন। প্রতাপ আর প্রভাবও ছিল তেমনি।

তাই তাঁকে পরব্রহ্ম বলেছি। তাঁর সেই ব্রহ্মবাক্য অবহেলা করেই foolish মেরে গিয়েছিলুম, পুলিসে ঢুকলে সাবিত্রী পর্য্যন্ত যমের মত দেখতো—নথ নাড়তে হত না! যাক্ better luck next—তামাকই সাজি—

উঠছি আর অন্দর থেকে আওয়াজ—"আর কি কারো খেতে হবে না,—না তাদের খিদে-তেষ্টা নেই !"

"আরে বাপরে—নেই আবার। কোন্ মিথ্যেবাদী বলে নেই ! আমাদের সুদীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বৎসরের উদ্বাহিত জীবনে এমন শুভ লক্ষণ কেউ কখনো লক্ষ্য করে নি,—খিদে আবার নেই ! তুমি

বল কি! খুব আছে—প্রবল আছে, প্রচণ্ড আছে;"—বলতে বলতে উঠে পড়লুম।

"আর বিষ্টে ফলাতে হবে না—এখন পিণ্ডি গেলো।"

"আলবৎ গিলবো,—সত্য বস্তুর অসম্মান করতে পারব না। কিন্তু এর পর? এ মেওয়া পাকাবে কে? তুমি সহমরণে না গেলে আমি তো সেখানে বাঁচবো না—পরকাল সামলাবে কে?"

সাবিত্রী হাসিয়া ফেলিলেন।

আমিও গ্রহমুক্ত হইয়া স্বস্তিতে পিণ্ডটা গ্রাসিয়া ফেলিলাম। মধুরেণ—ইতি

দূর হ'তে কানে যেন আওয়াজ দিতে লাগলো,—"গ্রহণ কা দান্ পুণ্ করো।" *

---

* প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনীর কাণপুরের চতুর্থ অধিবেশনে পঠিত।

ভগবতীর পলায়ন

১

পূজা এসে পড়েছে। আমরা ছেলে-ছোকরার দল মহা ব্যস্ত হ'য়ে এ-বাড়ী ও-বাড়ীর প্রতিমা কতটা অগ্রসর হল তদারক করে বেড়াচ্ছি আর শ্রীরাম পালকে তাগাদা দিচ্ছি। মাথা-ব্যথাটা সবচেয়ে আমাদেরই।

চুড়ীওলারা বাড়ী বাড়ী বৌ-ঝিদের বেলোয়ারী-চুড়ী পরিয়ে বেড়াচ্চে। চারদিকেই—চাই আলতা সিঁদুর মিসি মাথা-ঘষা! জোলারা হেঁকে বেড়াচ্চে—চাই "কাপুওড়"—নীলাম্বরী, থড়কে-ডুরে, কুঞ্জ-বাহার।

আমরা নিজের নিয়েই ব্যস্ত, দল-বেঁধে চাঁদনী থেকে জুতো কিনে এনেছি—সে কি চিজ! এখন সারা দুনিয়া খুঁজলেও তেমন এক-জোড়া মিলবে না! সামনে উত্তরাংশের মাঝখানে "রামায়েৎ" পেটার্ণের রবার্, তার চারদিকটা টক্‌টকে লাল চামড়ায় ঘেরা, আর অগ্রভাগটা ঝক্‌ঝকে কালো বার্ণিস্ চামড়ার। আবার যদি কখনো খাঁটি সেকেলে শিল্পের কদর হয় তবেই তার খোঁজ পড়বে,—তাই আদ্‌রাটা ছকে দিলুম। দামও কম নেয় নি, আট-আনা নয়, দশ-আনা নয়—পুরোপুরি আঠারো-আনা। এনে পর্য্যন্ত দিনে বিশবার তার মোড়ক খুলে দেখেও তৃপ্তি ছিল না, অর্থাৎ যতবারই ঘুরে-ফিরে এসে বাড়ী ঢোকা, ততবারই দেখা।

তার উপর মোজা, রুমাল, কোর-মাখানো কালাপেড়ে কাপড় প্রভৃতি ত ছিলই, সর্ব্বোপরি সে বচরের নবাগত বার্ডসাই (Birds-eye) ছিল আমাদের সেরা সরঞ্জাম্। কিন্তু পাকাতে গিয়ে গোল লাগলো! কাজেই তথন ওস্তাদের দরকার। মা দুর্গার কি দয়া—প্যাংচাঁদকে জুটিয়ে দিলেন। সে আজ দু'বচর হল ইস্কুলে ইস্তাফা দিয়ে উঁচু পরদায় উঠে পড়েছে—অনেক এগিয়ে গেছে। সে ফস্ ফস্ পাকিয়ে দিলে, কিন্তু যা হাতিয়ে নিলে আর ফুঁক্‌লে, অবশ্য আমাদের Training (তালিম) দেবার ছলে,—এখনো তা মনে হলে গায়ে লাগে। যাবার সময় বলে গেল—"যা মেওয়া বানিয়ে দিয়ে গেলুম—টানলেই বুঝবি –ইয়াঃ বটে !"

আমাদের সে বচরের পুজোটা সব জিনিষকে ছাপিযে ওই "ইয়া"র মধ্যে ঘুরতে লাগলো। পাকস্পর্শ সপ্তমীর রাত থেকে,—উঃ এখনো সাত দিন। তথন, শুভস্য শীঘ্রং, শ্রেয়াংষি বহু বিঘ্নানি, কি,—দিন যায় ত' ক্ষণ যায় না ইত্যাদি সেরা সেরা মহাবাক্যের জ্ঞান ছিল না। সহসা একদিন ঐ তৃতীয়টির সত্যতা প্রমাণ করে সাংঘাতিক এক দুর্ঘটনা ঘটে গেল।

হরি ছিল আমার সহপাঠী, উভয়েরি এক পাড়ায় বাড়ী,—তাদের বাড়ী দুর্গোৎসব হত, সেটা ছিল যেন আমাদেরি পূজা। প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা সেথানেই কাটতো। কুমারেরা প্রতিমার রং করছে—আমরা খুরি এগিয়ে দিচ্ছি বা হাতে করে দাঁড়িয়ে আছি। রাত্রে সাজ পরানো হচ্ছে—আমরা সারা রাত জেগে প্রদীপ উস্‌কে দিচ্ছি। বলিদানের পাঁটা চরানো, পাঁটা নাওয়ানো, ফুল আর

কলাপাতা সংগ্রহ অর্থাৎ না ব'লে আনলে যা হয়, ফাই-ফরমাজ খাটা, এ সবই ছিল আমাদের কাজ। তাতে কী উৎসাহ, কী গৌরব বোধ! ম্যাপ্ আঁকবার জন্যে রং সরানোও চলতো। হরি ছিল ম্যাপ্ আঁকতে সিদ্ধহস্ত, সে আলিগড়-পাহাড় আঁক্‌তো, আমরা অবাক্ হয়ে দেখতুম!

হরির বাপ ছিলেন সে যুগের গ্রাম্য দুর্ব্বাসা,—একেবারে বারুদ, কথায় কথায় অগ্নিকাণ্ড! খুব নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ, নিজের উত্তাপে নীরস মেরে বাঁকারি বনে গিছলেন, তদুপরি ব্রহ্মরন্ধ্র-বেড়ে তিন ইঞ্চি high polish (তেল-চক্‌চকে) টাক, সূর্য্যরশ্মি সম্পাতে তা এমন ঝক্‌ঝক্ করতো—লোকে "ব্রহ্মতেজ" ছাড়া আর কিছু ভাবতে ভয় পেতো।

এই নরদেব সেদিন মজুর নিয়ে মহাব্যস্ত,—বাড়ী পরিষ্কার করা, ম্যারাপ বাঁধা শেষ হওয়া চাই,—আর দিন কোথা!

গুড়ুক-সম্বন্ধে তিনি ছিলেন "অগ্নিহোত্রী"—কলকে কখনো ঠাণ্ডা হত না। হুঁকাটিতে জল করে, স্বহস্তে তামাক সেজে টানবেন বলে আঁবপাতার নলটি লাগিয়েছেন, এমন সময় সীতারাম ঘরামী হাঁক দিলে—"ঠাকুরমশাই কাতা-দড়ি কই—কাজ কামাই যাচ্ছে।" টানা আর হ'ল না—হুঁকো রেখে দড়ি দিতে ছুটলেন।

হরি বললে,—"এই সময় চট্ দু-টান টেনে আমাকে দে, বাবার দেরি হবে—কাতাদড়ি ভাঁড়ারে চাবির মধ্যে আছে। এ'কদিন এইতে মক্স চালানো চাই—তানাতো "বার্ডসাই" টানবি কি করে—প্যাংচাঁদ বেটার পেটেই সব যাবে,—নে শীগগির নে।"

তাও ত বটে! হুঁকো তুলে নলে মুখ দিতে যাচ্চি, হরি দিলে সট্‌কান্। চেয়ে দেখি সাত হাত তফাতে শমন—চাটুয্যেমশাই ঝড়ের মত আসছেন! হুঁকো গেল হাত থেকে পড়ে,—খোল্ ফুটিফাটা,—কল্‌কে চুরমার! পা দুটির জোরে প্রাণটি কেবল ঘরে এলো কি গোরে এলো বুঝলুম না।

সব উদ্যম উৎসাহ কোথায় উপে গেল; পূজো একদম মাটি! সে আপশোষ কেউ বুঝবে না—নতুন জুতো হারানোরও শতগুণ বেশী!

সারা-দিন পড়ে পড়ে কাঁদলুম—"মা, এ কি করলে, তোমার জন্যে দীঘী থেকে দশ ঝুড়ি মাটি এসেছে তাই—দেখেই রোজ বিশ ঝুড়ি আনন্দ পেয়েছি; এক-বোঝা খড় এসেছে—তার মধ্যে তোমাকেই রোজ দেখতুম—যেন তুমিই এসেছ, এখন আমি করি কি!"

চাঁদনির সেই চাঁদপারা জুতো, চক্ষুশূল হয়ে দাঁড়ালো। আর সেই অত সাধের ইয়াঃ—বিষ বোধ হতে লাগলো। একি করলে মা!

চব্বিশ ঘণ্টা নির্ব্বাসিতের মত ঠাণ্ডা গারদে অকথ্য যাতনা ভোগ করে সকালে বাইরে এলুম—যেন চোর! হরে ইষ্টুপিডের আলিগড়-পাহাড় আঁকবার রংয়ের খুরিগুলো চোখে পড়তেই আছাড় মেরে ভেঙ্গে ফেললুম।

এখন যাই কোথা! মনে হ'তে লাগলো—চাটুয্যেমশার টাকের চারদিকের ঝালরের মত সাদা ফরফরে চুলগুলো যেন দাউ

দাউ করে জ্বল্‌ছে, আর তিনি জ্বলন্ত হুড়োর মত আমার মুখাগ্নি করবার জন্যে ছুটে বেড়াচ্চেন! শিউরে উঠলুম।

কার্ত্তিক এসে ডাক দিলে, সঙ্গে অধর। "কি রে কাল থেকে যে বড় দেখা নেই,—'ফোঁকা' চলেছে বুঝি? আমাদের গোণা আছে বাবা!"

হায়রে "ইয়াঃ"! সকলেরি হিয়া তুমি আশায় উৎফুল্ল করে রেখেছ, কেবল আমাকেই 'গিয়ার' সামিল করে দিলে!

"না ভাই শরীরটে ভাল নয়, কিছু ভাল লাগছে না।"

"ভাল লাগচে না কি বল্! তিনটে দিন বাদ—এক পক্ষ নবীন মাষ্টারের মালদোয়ে-মুখ দেখতে হবে না। তারপর বড়-বাড়ীতে যে-সব পাটনেযে পাঁটা এসেছে,—একদম রামছাগলের পিতৃব্য,—তিরিশ-সের করে মাল ছাড়বে! ভাল লাগছে না কি বল্! আমরা এই ডন্ আর বৈঠক্ করে আস্‌ছি—ওড়াতে হবে তো। এতো আর দুটো ছোলা আর এক ঝিনুক ঝোল নয়, একদম মহা-প্রসাদের মালসা-ভোগ! তার ওপর—ইযাঃ রয়েছে। আবার কি চাস্?"

অধর বললে—"আবার শুনেছিস্—মা এবার ছাগলে চড়ে আসছেন,—তারিণী পুরুত নিজের মুখে বলেছে। শরীব ফরির দেখতে গেলে চলবে না।"

কার্ত্তিক উত্তেজিত ভাবে বললে—"আসল কথাটাই বলা হয় নি রে। ক্ষ্যান্তো-পিসি নাইতে গিছলেন,—সেই নেড়া মাথায় এক গলা ঘোমটা দিযে এসে হাজির! ক্ষেত্তোর ঠাকুদ্দা অবাক্ হয়ে বল্‌লেন

—আজ পঁয়ত্রিশ বছর ক্যান্তোকে পুরুষ-মানুষ বলে জানতুম, কাঁধের উপর কাপড় উঠতে তো কখনো দেখিনি, এ আবার কি!" পিসি দেখি তাঁর কোতোয়াল-কণ্ঠ গুটিয়ে মিহি-সুরে বউমানুষের গলায় বলছেন—"ঘাটে বোধ হয় চাঁদ-সদাগর এসেছেন, তিনখানা বড় বড় ডিঙ্গা বাঁধা। আরো সুর নাবিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বললেন —"আমি যে ওঁদের পাড়ার বউ ছিলুম।" এই বলে আঁচলে চোখ মুছলেন। তারপর আমাদের বললেন—"একবার দেখ্‌তো বাবা, —খেতে না বললে কি ভাল দেখায়। আমি খোড়ের ঘণ্টটা চড়িয়ে দিইগে।"

অনেক লোক দেখতে ছুটেছে,—"চল দেখে আসি।" এই বলে কার্ত্তিক আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে চললো।

চাঁদ সদাগরের গল্প শোনা ছিল। অত বড় বিখ্যাত লোকটির ডঙ্কামারা ডিঙ্গা আমাদের দ'পড়া ঘাটে দেখা দিয়েছে! দেখতে হবে বইকি! চট্ গা ঝেড়ে খাড়া হলুম,—মনের সুর দলের সুরে ভিড়ে কখন্ এক হয়ে গেল!

দেখি,—ভিড় ভেঙ্গেছে—অনেকেই ফিরছে। কেউ বলছে— "আবার কার ঘাড় ভেঙ্গে এলেন," কেউ বলছে—"নিশ্চয় যাদু জানে," ইত্যাদি।

ঘাটে পা দিয়েই চম্‌কে গেলুম,—এ যে আমাদের দিগ্বিজয় গাঙ্গুল।! গ্রামে "সুবো" বলে তিনি পরিচিত। তাঁকে কাজ কর্ম্ম করতে কেউ কখনো দেখিনি। বছরে দু'খেপ দিগ্বিজয়ে বেরোন, বাড়ী এসে "সুবো"র ষ্টাইলে চলেন। কারুকে ভ্রুক্ষেপ

নেই, প্রায় সকলকেই "কি-রে" বলে সম্ভাষণ করেন। চেহারা, প্রকৃতি, কথাবার্ত্তা, চলাচলন এমন উঁচু সুরে বাঁধা যে, কেহ বড় একটা কাছে ঘেঁষতে সাহস পান না। ছোট ছেলেরা তো সে তল্লাটে ঘুঁড়ি কেটে এসে পড়লেও লুটতে যায় না, কারণ তাঁর মুখশ্রীটা যমের চেয়েও জমকালো, তার উপর গাম্ভীর্য্যের প্রলেপ থাকায় গ্রেপ্তারি-পরোয়ানার চেয়েও বিকট! এই দুটিকে চড়িয়ে-নাবিয়ে তিনি মজা দেখতেন আর মনে মনে একটা আনন্দ উপভোগ করতেন। আসলে তিনি লোক ছিলেন তেমন মন্দ নয় —অন্ততঃ আমাদের কাছে। কি জানি কি কারণে কোন্ এক শুভমুহূর্ত্তে আমরা তাঁর নেক্-নজরে পড়ে গিয়েছিলুম! তাই কখনো কখনো তাঁর সরস-বিদ্রূপের ছিটে-ফোঁটা আমাদের উপর ছড়িয়ে পড়তো। ক্রমে তিনি আমাদের গা-সওয়া হয়ে যান।

সাজ-সজ্জায় তিনি ছিলেন বহুরূপী। এবার দেখি—একদম নব কলেবর ধারণ করেছেন। পরিধানে টক্‌টকে চেলির-জোড়, চরণে—চর্ম্মবদ্ধ কাষ্ঠ-পাদুকা, মস্তকে—গৈরিক উষ্ণীষ, কণ্ঠে—গেঁটে তুলসীর মালা, আক্‌রোটি, রুদ্রাক্ষ, আর সা-ফরিদের সাদা লাল নীল আঙ্গুরী-দানা, সেই কষ্টী পাথরের কপাট সদৃশ কম্বুলী-বক্ষে—সর্ব্ব-সাকুল্যে পাক্কা পৌনে ডুসের দোদুল্যমান। সুপ্রশস্ত ললাটের বামে গোপী চন্দন, দক্ষিণে হোম-বিভূতি, মধ্যে সিন্দুর। দেখলে শমন শত যোজন দূরে থেকে নমস্কার করে সরে যান আর ভাবেন—চাকরিটে বুঝি যায়!

তিনখানা ডিঙ্গা ঘাট জুড়ে রয়েছে। একখানিতে বড় বড়

কলার কাঁদি, কুমড়ো, অসময়ের কাঁটাল, থোড়, মোচা আর পেল্লেয়ে পেল্লেয়ে মানকচুতে ভরাট—এক একটি যেন তরুণবয়স্ক কন্ধকাটা নারকোল গাছ। দ্বিতীয়খানি ছাগলের ছাউনি, তাতে ছত্রিশটি ছাগল মজুৎ, আর একটি পাহাড়ী মোষ। তৃতীয় খানিতে স্বয়ং আমাদের মহীরাবণ আর তাঁর তে-এঁটে পাহাড়ী চাকর গুটু,—কোমরে কুক্‌রি বেঁধে বেলে-মাছের চোখ আর ভোলামাছের হাঁ বার করে দাঁড়িয়ে আছে! কি রমণীয় দৃশ্য! সব দুখ্‌খু কষ্ট ভুলে গিয়ে হেসে ফেললুম।

কর্ত্তার নজর এড়াতে পারিনি। তিনি বাঁ হাতটা সামনে লম্বা করে দিয়ে তর্জ্জনীর ডগাটা বেঁকিয়ে নীরব ইঙ্গিতে ডাকলেন,—যেমনটি আজ এতদিন পরে রঙ্গমঞ্চে বাহাল হয়ে বাহবা পেয়েছে।

কার্ত্তিক, অধর প্রভৃতি গিয়ে প্রণাম করলে, আমি সাষ্টাঙ্গ হয়ে পায়ের ধুলো নিয়ে উঠে সেলাম করলুম। অপাঙ্গে ঢেউ খেলে গেল, বললেন—"আছিস্ আজো!"

খেপ্ মেরে ফিরে এলেই তাঁকে আমাদের একটি করে নূতন খেতাব দিতে হ'ত। বললেন—"এবার কি ঠাওরালি?"

বললুম—"কচুরায়।"

"গেলে—গ্রাম অন্ধকার করে যাবি রে!"

বললুম—"যমকে আর ভয় করে না।"

"কেমন, উপকার করিছি কিনা বল্। তোদের কাছে যম এখন রূপচাঁদ বাবুরে!"

"যাক, এখন কাজের কথা শোন্। নবাব বাড়ীর ল্যাটা

ঢুকিয়ে—স্বস্তেন সেরে ফিরছি,—শেঠেদের বাড়ী ধরা পড়লুম। সব পা জড়িয়ে ধরলে ; বলে—আমাদের মন্ত্রদীক্ষা দিতে হবে, তা না তো দেহ মন শুদ্ধ হচ্ছে না, বড় অশান্তিতে দিন কাটছে। আমাদের গুরুবংশ সমূলে সাফ হয়ে গেছে, তেমন "কুটীচক্" আর কেউ নেই। "বড়-বড়দের" ছোট-খাটো মন্ত্র—অসম্মানের কথা, আমাদের সেই চার-অক্ষুরে অমর "বিভীষণ" মন্ত্র না হলে বেমানান হয় প্রভু!"

কি মুস্কিল! দ্বিজশ্রেষ্ঠ শ্রীজাফর দেবশর্ম্মার বীজটা আমার অবশ্য জানা ছিল। বললুম—"ও বীজ বার করলে আমার সাধনার অর্দ্ধেক ফল জল হয়ে যাবে, কুণ্ডলিনা কুপিতা হবেন, সহস্রার সাংঘাতিক ঘা খেয়ে জখম হয়ে পড়বে। উহুঁ—তা হবে না।" তারাও নাছোড়বান্দা। শেষ—প্রতিকারের এক তাড়ানে সেকেন্দরী ফর্দ্দ শোনালুম। তারা তাইতেই রাজি!—তারিরই আংশিক আদায়—এ সব যা দেখছিস্। ঘি, চিনি, ময়দা প্রভৃতি পশ্চাতে আসছে। মায়ের পূজাটা এবার ঘোরালো করে করতে হবে,—বুঝলি? সব ভারই তোদের,—করতে কর্ম্মাতে হবে তোদেরি, আমি কেবল direct করবো,—ব্যস্।

"কেমন,—পারবি তো?"

কি শুনিলাম! একদম স্বর্গারোহণ পর্ব্ব! জোর্‌সে মাথা নেড়ে যোগ্যতা জানালুম।

তিনি আমাদের পিঠ চাপ্‌ড়ে মহারাজা বিক্রমাদিত্যের মত গা তুলে পা বাড়ালেন,—সঙ্গে নবরত্ন! যজ্ঞসম্ভার নিয়ে মুটে-মজুর

মাঝি-মাল্লারা অনুগমন করলে। গ্রামে যেন নব-হুল্লোড় ঢুকলো! পশ্চাতে পশুশালা।

বিজ্ঞেরা বললেন—"ওয়ারেণ্ট্ এই আসে!"

মা দুর্গাকে ডাকলে যে, সকল বিপদ কেটে যায়—আমিই সেটা হাড়ে-হাড়ে জানলুম। বাড়ী ফিরেই ধূলপায়ে সর্ব্বাগ্রে সেই বামনটেক্কা জুতো জোড়াটি নানা angle of vision থেকে প্রাণ-ভরে এঁকে-বেঁকে দেখে মাথার বালিসের পাশে রাখলুম।—'ইয়াঃ' গুলি গুণে, বার বার শুঁকে বেতের প্যাঁটরায় পুরলুম। ভয়-ভাবনা ভোঁ করে অন্তর্দ্ধান! চুলোয় যাক্ বেটার আলিগড়-পাহাড়!

'Moral class Book' মোড়াই ছিল, কেবল পোড়াতে বাকি রইল। আর কি ও-সব ভাল লাগে,—নিজেদের পূজো! কাজ কত্তো! বাবা যতদিন বেঁচে ততদিন পড়া তো লেগে থাক্‌বেই, পূজো বচরে একবার বইতো নয়।

ছাগলগুলোই তো পূজোর প্রাণ,—তাদের জন্যে কাঁটাল-পাতা ভেঙ্গে কাঁড়ি করে ফেলা গেল। নেউকিদের আস্তাবোল থেকে নটবর ঘোড়ার দাঁনা সরাতে লেগে গেল;—এ' কদিনে gram-fed' দাঁড় করানো চাই!

স্কুলের পাপটা একবার চুকিয়ে আসতে পারলে হয়!

২

তখন আমরা কুটিঘাটার ইস্কুলে পড়ি। মহালয়ার আগের দিন হাপ্-ইস্কুল হয়ে পূজোর ছুটি হযে গেল। বাবা নবীন

মাষ্টারের প্রবীণ বেতগাছটি নির্জ্জীবের মত মাথা নীচু করে দেরাজের মধ্যে ঢুকলো। অমনি আমাদের স্ফুর্ত্তির ফোয়ারা যেন হৃদয়-গুহা ফুঁড়ে ফোঁস্ করে মাথা তুলে বেরিয়ে এল। আমরাও লাফ্ মেরে বেরিয়ে পড়লুম। সে-দিন বাঁধা নিয়ম বদ্‌লে ফেলে, সোজা পথ ছেড়ে পাড়ার ভেতর দিয়ে চলা গেল।

ছিলাম পাঁচ জন,—'পলাশীর যুদ্ধ'ও ছিল মুখস্থ। আমরাও চললুম—অভিনয়ও চললো। মাঝে মাঝে Feeling-এর মাথায় মুখোমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে-পড়াও চোল্‌লো। ফুর্ত্তি কত!

সে কলরবে—পাড়ার কয়েকটি প্রৌঢ়া ছুটে বাড়ীর বাইরে এসে পড়লেন। বিপিন ছিল জগৎ শেঠ; তার গলাও ছিল ফাটা কাঁশরের মত আসর জমানো। পূর্ণোচ্ছ্বাসে যেই সে বলেছে—

"যা থাকে কপালে আর যা করেন কালী।"

প্রৌঢ়ারা ছুটে এসে কাতরে বললেন—"বাবা—ক্ষেমা দে! আপনা-আপনি কি ঝগড়া করতে আছে বাবা?"

বিপিন তখন—"কঠিন পাষাণে আমি বেঁধেছি হৃদয়" বলে, সজোরে নিজের বুকে চপেটাঘাত করে বসেছে!

প্রৌঢ়ারা—"রক্ষে কর্ বাবা, লক্ষ্মীটি, আমাদের কথা শোন্ বাবা!" বলে, আমাদের মধ্যে এসে পড়ায়,—আমরা হেসে এগিয়ে পড়লুম।

হরিবিহারীর প্রাণটা ছিল কোমল, সে তাঁদের বললে—"ভয় নেই গো—ভয় নেই, ঝগড়া নয়—আমরা খেলা করছি।"

"রক্ষে—তোমাদের খেলার পায়ে নমস্কার বাবা,—আমাদের এখনো বুক্ ঢিপ্-ঢিপ্ করছে!"

খানিকটা এগিয়েই একটা বস্তির পুকুর ধারে এসে পড়া গেল,—মোহনলালও গোলা খেয়ে কাৎ হয়ে পোড়লো। মোহনলাল ছিল কার্ত্তিক,—যেমন লম্বা তেমনি বলিষ্ঠ, তেমনি পরার্থপর। সে কাৎ হয়ে অর্দ্ধোত্থিত অবস্থায়, পশ্চিম দিকে দু'হাত জোড় করে আরম্ভ করে দিলে—

"কোথা যাও ফিরে চাও সহস্রকিরণ,
বারেক ফিরিয়া চাও ওহে দিনমণি—"

আমাদের তখন feeling এসেছে,—সকলেই ভারতের তরে বিহ্বল! মোহনলালের দিকে মোহমুগ্ধের মত রুদ্ধশ্বাসে চেয়ে,—সহস্রকিরণকে ফিরে চাইতে বলাটাই শুনছি, আর মনে মনে তার সঙ্গে joint petition পেস্ করছি। নিজেরা আর সে-দিকে ফিরে দেখি নি যে, দুটি তরুণী বস্তি-বধূ পুকুরের পশ্চিম দিকের ঘাট ভেঙ্গে ব্যস্ত হয়ে পালাচ্ছে। আগেরটি অপরকে বলছে—"দিদিমণি দৌড়ে আয়!" দিদিমণির কলস কক্ষচ্যুত হয়ে সশব্দে চুরমার হতেই, আমাদের হুঁস্ হল! তারপরই ভারত-সন্তানদের ভাবান্তর,—সনাতন দক্ষতার আশ্রয় গ্রহণ! একদম নিরাপদ রাজপথে পৌঁছে শ্বাস মোচন!

বস্তির বাইরে এসে সুস্থির হবার আগেই অস্থির হবার আয়োজন যেন মুকিয়ে ছিল! দেখি এক বৃদ্ধা কাঁদতে কাঁদতে ছুটছে আর বলছে—"বাবা আমি বড় গরীব, আমার আর কেউ নেই, কোথায় চার আনা পাবো! ঐ গরুটির দুধ বেচে একবেলা চলে বাবা; ভগবান তোমার ভাল করবেন,—ছেড়েদে বাবা!

ফলে, অতি রূঢ় কদর্য্য ভাষায় উত্তর আসছিল। চেয়ে দেখি, একটু আগে এক পাহারাওলা একটা গরুর দড়ি ধরে টেনে নিয়ে চলেছে।

অধর তাকে বললে—"বড় গরীব বুড়োমানুষ হায়, ওর আর কেউ নেই হায়, ছেড়ে দাও।"

লোকটা পিশাচের মত দাঁত বার করে—"ওঃ, হাকিম আয়া!" বলে, উপেক্ষার হাসি হেসে, গরুটাকে হড়্‌হড় করে টেনে নিয়ে চল্‌লো।

সদ্য পলাশী-রঙ্গভূমি ভঙ্গ-দেওয়া বঙ্গ-বীরের ধমনীতে লড়ায়ের ঝাঁঝ তখনও প্রবল। পরদুঃখকাতর, দৌড়্‌দক্ষ মোহনলাল ইতিমধ্যেই একটা প্রকাণ্ড ভেরেণ্ডা ডাল ভেঙ্গে প্রস্তুত হচ্ছিল। সে গরুটার পিঠে ভীমবলে, আচম্‌কা, সজোরে আঘাত করেই গলি-পথে লম্বা। সঙ্গে সঙ্গে চার পা তুলে ঊর্দ্ধশ্বাসে **ভগবতীর পলায়ন**। আমরাও বিভিন্ন পথে অন্তর্দ্ধান।

বিমূঢ় বীর, পদোচিত ভাষায় শাসিয়ে, শেষ গরুর পশ্চাতেই পা বাড়ালে।

*   *   *   *

হরি দত্তর একমাত্র ছেলেটি ঘণ্টাখানেক আগে মারা গেছে। বাড়ীতে সান্ত্বনা দান ফেলে, থানায় রিপোর্ট দান করতে ছুটেছিল, কারণ সেটা more জরুরী! সে খবর দিলে,—"তোমরা করেছ কি, সরকারী মাল মারপিঠ করে ছিনিয়ে নিয়েছ! হনুমান

সিংয়ের কান্নায় থানায় হুলস্থূল পড়ে গেছে। গ্রেপ্তারী পরোয়ানা নিয়ে সব-ইনিস্পেক্টরবাবু এখুনি আসবেন।"

আমরা তখন একস্থানে এসে আবার জড় হয়েছি। হরি দত্তর কথায় স্ফূর্ত্তি ফেঁশে গেল। এত বড় বাহাদুরিটে পুরো উপভোগ করতে পেলুম না। মন-মরা হয়ে গ্রামে ঢোকা গেল।

আমার তো রক্ত জল! মা, আবার একি করলে! রাহুর হাত থেকে রেহাই না পেতেই যে কেতুর কবল মা!

সর্ব্বাগ্রেই নজরে পড়লো—গুট্টুর মাথায় গড়গড়া, আর আমাদের দিগ্বিজয়ী মহাপুরুষ ধোঁ ছাড়তে ছাড়তে রাস্তায় শণ্ট্ করে বেড়াচ্ছেন! দেখা হতেই বললেন—"কিরে—সাড়া শব্দ নেই যে! খবর কিরে বখ্‌তিয়ার!"

তিনি বখ্‌তিয়ার বলতেন কার্ত্তিককে। কার্ত্তিকের কাছে বিস্তারিত বর্ণনা শুনে তাঁর শ্রীমুখ এমন এক অভিনব মূর্ত্তিধারণ করলে, যা পূর্ব্বে কখনো দেখিনি। তারপর আওয়াজ ছাড়লেন —"যা, তোর বাবার কালী সিঙ্গির মহাভারত আছে না? সে আর কোন্ কাজে লাগবে; আর ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, শিবে কৈবর্ত্ত প্রভৃতি মোটা মোটা দেখে যা পাস চট্ এনে আমার বৈঠকখানার আলমারী আর টেবিল সাজিয়ে ফেল। এই পেঁচো, যা, জমিদারের গড়বড়ি সিংয়ের uniform (উর্দ্দিটা) মায় রূপোর চাপড়াস্ নিয়ে আয়। কেষ্টো সে-গুলো পরে ফেলুক। সে দোরের কাছে হাজির থাকবে। ডাকলেই 'হুজুর' বলে কুদ্রুল-কোপের সেলাম চালাবে। তাকে একবার ডেকে দে।"

কেষ্টদা ছিলেন ভোজপুরী জোয়ান। নাকটুকু বাদ সবটাই ছিল তাঁর দাড়ি। তিনি বাড়ী থাকলে, ছেলে মেয়ে অন্য পাড়ায় পালাতো। পত্নী তাঁকে স্বামিরূপে পাবার সঙ্গে সঙ্গে মূর্চ্ছাগত বাইও পেয়েছিলেন।

বেণীকে বললেন—"এই গবাক্ষ, এই নে তিন টাকা, চট্ পরাণের দোকান থেকে রসোগোল্লা এনে পাশের ঘরে রাখ! আর এই চার আনার সাজা পান আর খইনি। বেরো।"

আমায় বললেন—"যা, দুতিন জন ভদ্রবেশী লোক পাড়ায় ঢোকবার পথে হাজির রাখগে। থানাদারেরা তাদের কাছে খবর নিতে পারে। তারা বলবে—'ছোঁড়াদের উৎপাতে গ্রামে আর বাস করা চলে না। আমাদের ভাগ্যে এই সময় ডেপুটিবাবুও বাড়ী আছেন, ভারি কড়া হাকিম! গ্রামের ওপরও তেমনি বিষদৃষ্টি। তিনি শুনলে নিজেই সন্ধান করে ধরিয়ে দেবেন। তাঁর কাছে কারুর মাপ নেই। দাপটে রংপুরে বাঘে গরুতে এক ঘরে বাস করে। চলুন দেখিয়ে দিচ্ছি। উচিত শিক্ষা হয়ে যাবে, বড় বাড়িয়েছে মশাই।' তারপর সোজা আমার কাছে আনবি।"

এসে দেখি—মোজা, ঢিলে পাজামা, গ্রিসিয়ান্ শ্লিপার গায়ে ক্রিকেট-ফ্লানালের আনকোরা শার্ট, নাকে সোনার চশমা, হাতে হোমিওপ্যাথী Hulls Jar খোলা। আলমারী Law bookএ অর্থাৎ পদ্মপুরাণাদিতে পরিপূর্ণ!

দেউড়িতে জালিম্ সিং (কেষ্টদা), আর বৈঠকে উপরিউক্ত রংপুরের ডেপুটি! আমাদের জমায়েত পাশের ঘরে।

গ্রেপ্তারী অভিযান এসে উপস্থিত,—Sub-Inspector (সব ইনস্‌পেক্টর) সহ তোফা ত্রিমূর্ত্তি !

কেষ্টদা ধীরে জিজ্ঞাসা করলেন—"কিস্‌কো মাংতে ?"

সেই আহত-দর্প হনুমানসিং জোর গলায়,—"কহো যাকে ইনস্‌পেক্‌টার সাহেব আয়ে হ্যাঁয় ।"

কেষ্টদা মুখে আঙ্গুল-দে চুপ করতে ইসারা করে Sub-Inspector (সব ইনিস্‌পেক্টর) বাবুর কাছে কার্ড চাইলে । তিনি ধীরে বললেন,—"ডিপ্‌টি সাহেব কো কহো যাকে Sub-Inspector বাবু সেলাম দেনে আয়ে হ্যায় ।"

কেষ্ট-দা ঘরে ঢুকতেই খাদ্‌গম্ভীরে আওয়াজ হল,—"আনে কহো ।"

পাহারাওলাত্রয়কে বারাণ্ডায় বেঞ্চে বসতে বলে Sub-Inspector বাবুকে সঙ্গে করে এগিয়ে দিলেন । তিনি গলাটা একটু সাফ করে নিয়ে গলা বাড়ালেন ।

ইনস্‌পেক্টারবাবু বোধ হয় আশাই করেন নি—এমন মূর্ত্তি মর্ত্ত্যে থাকতে পারে. তাই একটু সহজ সহাস মুখে ঢুকছিলেন । ঢুকেই, উর্দ্ধফণা কেউটে দেখলে লোকের যে অবস্থা হয়, তাঁর মুখে তার পরিচয় ফুটে উঠলো । ডান হাতটা যন্ত্রবৎ কপালে গিয়ে ঠেক্‌লো, কিন্তু কথা সরলো না ।

ডিপুটি কচুরায় নিজে মূর্ত্তির প্রভাব বিলক্ষণ জানতেন । ধীর গম্ভীর আওয়াজে তর্জ্জনী বাড়িয়ে তিন গজ তফাতে একখানা চেয়ার দেখিয়ে বললেন—"বোসো ।"

"আজ্ঞে আমি বেশ আছি,—আপনার সামনে—"

"এ এজলাস্ নয় হে, এ আমার নিজবাটী। কত দিনের Service (চাকরি)?"

"আজ্ঞে এই দেড় বচর।"

"ওঃ তাই! তোমার আগে বুঝি বজ্রভ্রূকুটি সামন্ত ছিল?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"এসেছি শুনলেই সব কাজ ফেলে দেখা করতে আসতো। ছোকরা একটা তেমন তেমন সদর পেলে, নামের কদর রাখবে। সে কায়দার ফায়দা এরি মধ্যে বুঝেছে। New Year দরবার সামনেই, কমিশনারের সঙ্গে দেখা হবেই,—দেখি কি করতে পারি—"

"তিনি আপনার মনে যখন স্থান পেয়েছেন—"

"সেটা তো শক্ত কথা নয় হে, একটু বুদ্ধির দরকার। দেশ কাল পাত্র বুঝে পা ফেলতে শিখলেই আপ্‌সে এগিয়ে যাবে। ভ্রূকুটি সেটা শিখেছে, অর্থাৎ কোথায় ভ্রূকুটি দরকার, কোথায় বিচুটি ব্যবস্থা, কোথায শিষ্টটি সাজতে হয়, কোথায় কান্‌মুটিই যথেষ্ট, আবার কোথায় পা দুটি ধরতে হয়, এ সব সে শিখেছে। চাই হে চাই—সবই চাই। ঐ যা বলেছি—দেশ কাল পাত্র। রাজটীকা লাভ করবার রাজপথই ওই;—তা, কি তোমার—কি আমার। বুঝেছ?"

"আজ্ঞে আপনার উপদেশ.—আপনি পিতৃতুল্য।"

"বেশ: উন্নতির উঁচু পর্দ্দা দু' একটা শুনে রাখো। যাঁর

এলাকায় থাকবে—তলে-তলে খবরটি রেখো—কার ওপর তাঁর কি নজর, তাঁর my dear-দের বাদ দিয়ে চলবে। পর্দ্দা ঠিক রাখবে, পা টিপতে গা টিপে বোসো না, বে-সুরো বলবে। যে গণ্ডীতে থাকবে, তার বাঘের বাসাগুলো চিনে চলবে। চট্ ভাল হবে।”

এতক্ষণে Subএর (সব্ ইনিস্‌পেক্টরের) মুখে একটু হাসির ভাব এল। তিনি বললেন—“কৃপা করে যা যা বলে দিলেন, এ সব ক’জন বলে দেন—”

“বেশ, তা হলে বুঝতে পেরেছ! মনোরেখো। আমার Ist. Class ডেপুটিগিরিতেই দশ বচর কাটলো হে। মৈনাক মুখার্জ্জির নাম শুনেছ?”

Sub.—নমস্কার ক’রে সবিনয়ে বললেন—“আজ্ঞে তাঁর নাম শোনেনি—আমাদের লাইনে এমন কে আছে। Inspector ভুজঙ্গবাবু বলেন—ডেপুটি যদি কেউ থাকেন ত তিনিই। সম্প্রতি রংপুরে—”

“হ্যাঁ—এই পুজোর বন্দে এসেছি। একশো বচরের বুড়ো মা,—কৃপা করে দর্শন দেন—”

“আপনি কত লোককে কৃপা করেন,—মা আপনাকে কৃপা করবেন না তো কাকে করবেন।”

“কোই হায়,—এই—জালিম সিং?”

“হুজুর!” (কেষ্টদার প্রবেশ ও সেলাম)

Confidential Notes.

কেষ্টদা আলমারী থেকে বাঁধানো "বেতাল পঞ্চবিংশতি" খানা বার করে দিয়ে, সেলাম করে যথাস্থানে গেল।

"হ্যাঁ—তোমার নামটি কি বাবু?"

"আজ্ঞে আপনি আমাকে বাবু বলবেন না। আমার নাম নলিনীমোহন ভৌমিক।"

নোট্ করতে কলম তুলে আশ্চর্য্য ভাবে—"সে কি হে! ওটা তো এ lineএর নাম নয়। ও নামে থিয়েটারে ঢোকা চলে, মনিহারী দোকান করতে পার, বড় জোর ওকালতী। এ লাইনে ওসব মেয়েলি নামে কাজ হয় না, বদ্‌লে ফ্যালো—বদ্‌লে ফ্যালো। আমার Districtএ আমি নিজে নামকরণ করে দি। ভুজঙ্গ, মৃদঙ্গ এসব বেশ fitting নাম। বিরূপাক্ষ, ভদ্রাক্ষ, কালাপাহাড়, ধনুষ্টঙ্কার যা হয় একটা Departmental নাম নিয়ে ফ্যালো। যার যা—কামে নামে সামঞ্জস্য থাকা চাই হে। সাঁ-সাঁ এগিয়ে পড়বে। নামেরও দাম আছে, নামে হৃদকম্প ধরলেই অর্দ্ধেক কাম হাসিল জানবে। "কালভৈরব ভৌমিক" পছন্দ হয় না? বেশ হবে—বেশ হবে—"

Sub.—ঈষৎ হাস্যে,—"যে আজ্ঞে।"

"বেশ,—আর দেখ, বড়দিনের ছুটিতে বাড়ী আসছি, দেখা কোরো! ভুলবো না,—তবু। বুঝলে?"

"এটা তো আমার duty (কর্ত্তব্য)।"

"বেশ,—ওরে বখ্‌তিয়ার, আমাদের কি হুঁকো-পানি বন্ধ করলি! সব সরে পড়লি নাকি?"

কার্ত্তিক—"না জ্যাঠামশাই, এই যে আমরা—" বলেই, দু'খানা রেকাবিতে রসগোল্লা আর দু-গেলাস জল নিয়ে হাজির।

Sub.—"এ আবার কেন!"

"সেকি বাবাজি এটা হিঁদুর বাড়ী। এতো আমাদের পথের দেখা নয়। এক সঙ্গে মিষ্টিমুখ না করলে আপনার লোক হয় না হে।"

কার্ত্তিক স্বহস্তে বাইরের ত্রিমূর্ত্তির স্ফূর্ত্তিবিধানে লেগে গেল। হনুমান সিং কার্ত্তিককে দেখেই চিনেছিল আর কেষ্টদার কাছে খবরও পেয়েছিল—ডিপুটি সাহেবের ভাইপো। রসগোল্লা পেটে পড়তেই সহাস্যে বললে—"ভেইয়া বড়া বহাদুর হয়—পুরা জঙ্গি!"

রংপুরের 1st Class Deputy বেরিয়ে এসে আমাদের ক'জনকে দেখিয়ে বললেন—"হামারা পাঁচো ভতিজা পুরা সয়তান হায়, তোমারা এলাকামে পড়নে যাতা, জেরা দেখনা ভাল্‌না ভেইয়া।"

"আলবৎ হুজুর! ইয়ে সব তো আপনা ভাই হায়,—মাতারিকে বেটোয়া হ্যায়!"

পরে পান, খইনি খেয়ে, বার বার সেলামান্তে রংপুরের Deputy'র (ডেপুটির) প্রশংসা করতে করতে বিদায় হল। কেষ্টদা ইতিমধ্যে তাদের চরণ চড়িয়েও দিয়েছিলেন।

Sub.—হাত জোড় করে বললেন—"মনে রাখবেন।"

"Confidentialএ (অন্তরঙ্গে) এসে গেছ হে!"

সব দৃষ্টির বার হয়ে গেলে ডেপুটি আমাদের দিকে ফিরে বললেন—"যাঃ, এইবার রসগোল্লাগুলো উড়িয়ে দিগে যা।"

ওড়াবো আর কি,—কেষ্টদা তখন চাপরাস্ ফেলে গোগ্রাস সুরু করে দিয়েছেন! আমরা কাড়াকাড়ি করে—দুটো একটা যা পেলুম!

৩

পূজোর জয়ডঙ্কা বেজে গেল—এমন পূজো লঙ্কাতেও হয়নি! এত রক্তের ছড়াছড়ি রক্তবীজও দেখেন নি! মহাপ্রসাদের মইমাড়ন!

রাত্রের আসর দেবরাজের বাসর হয়ে দাঁড়ালো। রূপচাঁদ-পক্ষী, মুলোগোপাল, মধুটপ্পাবাজ—মধুচক্র রচনা করলেন। মল্‌কাজানের মালকোষ শুনে, বড় বড় মোষ কাত হয়ে পড়লেন; এলাহিজানের রামকেলীতে সব jelly (মোরব্বা) মেরে গেলেন; সোনা-বাই এক ছায়ানাট্ ঝেড়ে সবাইকে লাট্ খাইয়ে দিলে! জলচরেরা একদম হলধর বনে গেল। "নিস্‌পেক্টার বাবু" তাঁর হনুমানাদি কটকের কাঁধে ফিরলেন,—সঙ্গে গেঁড়াসিং তেওয়ারী—সহ ছয়টি ছাগ মুণ্ড, কারণ তাঁরা কনোজিয়া,—কালিয়া দমনে শমনপ্রায়!

গ্রামের বিজ্ঞেরা পোলাও পেয়ে—বোলাও—বোলাও শব্দ ছাড়লেন। আমরাই পরিবেশক,—'মাটি' হতে হতে "সোনার চাঁদ" দাঁড়িয়ে গেলুম!

পক্ষীরাজ রূপচাঁদ-পক্ষী বিদায়-বেলায় আমাদের মহারাজকে সহাস্যে বললেন—"এ পল্টন পেলে কোথায়! আশীর্ব্বাদ করি পালক্ গজাক্।"

গজালও তাই! মহাপুরুষের বাক্য ব্যর্থ হবার নয়—সেইদিন থেকেই অঙ্কুর ছাড়লে, অচিরেই লায়েক্ হয়ে পড়লুম,—পনেরো বচর পেরিয়ে গেলুম!

বোধ হয় বার্ডস্-আইয়ের গুণেই চটু পক্ষীরাজের নজরে পড়ে গিয়েছিলুম। বিলিতি জিনিষ কিনা,—অব্যর্থ! পূজা সার্থক হল। শুভক্ষণে সেই যে ধরা গিয়েছিল—বোধহয় মুখাগ্নিতে জের মিটবে।

এখনো বচর বচর সেই পূজা আসে, মার কৃপায় "ইযাঃ"ও কত নব নব রূপে আসে। "অমৃতস্য পুত্রাঃ" বলতে হয় তো আলবৎ ওই—"ইয়াঃ!" এই আর পাকাবার বালাই নেই,—প্যাংচাদও গত হয়েছে।

আজো আমরা আমাদের সেই মহাপুরুষের ডেপুটিগিরির অভিনয়ের কথা আর তাঁর সর্ব্বতোমুখী প্রভাব ও প্রতাপের কথা ভাবি আর মনে হয়—এখন জোর গলায় দুটো বক্তৃতা করতে পারলেই আমরা—"বখ্তিয়ার", কাজে কিন্তু—"খিলজি,"—পাগড়ি দেখলেই "খিল্-দি"!

আমাদের সন্‌ডে সভা

১

আমাদের আড্ডা ছিল বিডন্‌-স্কয়ারে সতীপতিদের বৈঠকখানায়। আমরা সাতজন ছিলুম তার আনুষ্ঠানিক সভ্য বা দাসখৎ-লেখা সভ্য; কেউ কেরাণী, কেউ মাষ্টার, কেউ স্বরাজী কেউ গররাজী, কেউ সাহিত্যিক, কেউ ঘরজামাই, কেউ বেকার। তাই রবিবারে রবিবারেই আমাদের ফুল্‌বেঞ্চ বোস্‌ত। সভ্য-সংখ্যা বাড়াবার নিয়ম ছিল না।

দৈবের ওপর কারুর দাপট্‌ চলে না।

সেটাও ছিল রবিবার, নরেন তখনো এসে পৌছয় নি। নরেনের রংটা ছিল একটু ময়লা—ঠিক কালো নয়; কিন্তু এই অল্প অপরাধেই সে "কালাচাঁদ" নাম পেয়েছিল।

বেলা সাতটা হয় দেখে বীরেন ব'লে উঠ্‌ল "কালাচাঁদ কোথায়?" বীরেনের সুরটা ছিল স্বভাবতই চড়া। প্রশ্নটা তার মুখ থেকে যেই বেরুনো, সঙ্গে সঙ্গেই "এই যে বাবাজি" বলেই, দীর্ঘ-ছন্দের নিকষ-কৃষ্ণ এক প্রৌঢ় মূর্ত্তি, একদম্‌ পাপোস্‌ পেরিয়ে ঘরের মধ্যে হাজির! রাত্রিকাল হলে, হয আঁতকে উঠতুম, না হয় কাঠ মেরে যেতুম—দুটোর একটা হ'তই। তবু সকলে থতমত খেয়ে গেলুম।

বীরেন বললে—"কই আপনাকে ত আমরা ডাকি নি।"

আগন্তুক বেশ সপ্রতিভ ভাবে বললেন—"সঙ্কোচের কোন কারণ নেই, তোমরা ত আর ভুল কর নি; আর তা হলেই বা হয়েছে কি—আমি এটর্নীও নই, ডাক্তারও নই যে "ফি" চার্জ্জ কোরব'। তবে ডাক্‌টা কানে গেল' বলেই এলুম না এলে ত' অভদ্রতা হ'ত। হ'ত না বাবাজি?"

মাষ্টার বললেন—"আমরা একজনকে 'কালাচাঁদ' বলি, তাঁরই খোঁজ করছিলুম।"

আগন্তুক বললেন—"ওঃ আপনারা বলেন! দাবীটে খুব জবর বটে। তা আপনারা সবই বলতে পারেন। আমি কিন্তু আজ ছ'মাস কলকেতায় বাসা নিয়েছি,—চোখ বুজেও চলি না, কই এ পর্য্যন্ত আমার মত জন্ম-কালাচাঁদ ত' নজরে পড়ে নি বাবাজি। এ ঘরটি বড় রাস্তার ওপরেই, এখন থেকে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত রাস্তার দিকে চেয়ে থেকে যদি আমার চেয়েও বড়িয়া কালাচাঁদ দেখতে পান, আমি একটান গুড়ুক পর্য্যন্ত না টেনেই, পেছু হটে বেরিয়ে যাব।"

আমাদের কালাচাঁদ (নরেন) তখন এসে গেছে। ব্যাঘাত-ভাবটা কেটে গিয়ে সকলেই তখন আগন্তুকের কথা উপভোগ করছিলুম,—বিশেষ করে তাঁর ওই সাংঘাতিক প্রতিজ্ঞাটা।

নরেন অপাঙ্গে হাসি টেনে বললেন—"আপনার নাম তা হলে কালাচাঁদ?"

আগন্তুক সহজ ভাবেই বললেন—"জলকে জল বলে, সূর্য্যকে সূর্য্য বলে, রাতকে রাত বলে কারুকে বোঝাতে হয় না। হুঁকোকে

যদি কেউ বাঁশ-গাছ ভাবেন, সে অপবাধ বোধ হয হুঁকোর নয। বাবা আমার নামকরণে তাঁব নির্ভীকতার তথা সত্যপ্রিযতাব পূর্ণ পবিচয রেখে গেছেন, তাই কেউ আমাব নাম জিজ্ঞাসা করলে আমি অবাক হই।”

আমি বললুম—“মশাই আমাদের অপরাধ হযেছে মাপ করবেন, আপনি দযা কবে বসুন। আপনি আমাদেব বযোজ্যেষ্ঠ, আপনাকে “কালাচাঁদ” বলে ডাকতে পাবব না, অনুমতি হয ত’ “কালাচাঁদ খুড়ো” বলবো।”

আগন্তুক বললেন—“বাবাজী” বলে তাব সূচনা তো পূর্ব্বেই কবে দিযেছি।”

তার পব তিনি ঠন্‌ঠনের চটি জোড়াটি খুলে আসবে আসন নিলেন। আমি তাওযাদার আভাঙ্গা একটি কলকে গড়গড়ায বসিযে নলটি তাঁকে এগিযে দিলুম। তাবপব চা, পবেই পান, তাব পরেহ গুড়ুকেব ঘন বিপিটেসন (ঢাল্ সাজ্)।

এই ভাবে স্বপ্নাদ্য মাদুলীব মত বা দৈববাণীব মত আমবা তাঁকে লাভ কবি। সেই পর্য্যন্ত তাঁকে না পেলে আমাদের আড্ডা নিবে থাকতো, অমন সর্ব্বজ্ঞ সভ্য আমাদেব মধ্যে কেউ ছিল না। যদিও তাব কাছ থেকে গুড়ুকেব আওযাজ ছাড়া অন্য আওযাজ কমই পেতুম, কিন্তু যা দু’ একটি পেতুম তা দুর্ল্লভ।

২

আমাদের আড্ডা-অধিকারী সতীপতি আর ঘরজামাই বিলাসবন্ধু, এই সদস্যদ্বয় ছিলেন ডাঁসা সাহিত্যিক; অর্থাৎ উভয়েই তিনটি করে ছোট গল্প শেষ করেছিলেন। বলাই বাহুল্য সেই গল্পগুলি নিয়ে তিপ্পান্নখানা মাসিকের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। শেষে "সাহিত্য-শাল্মলী" পত্রিকার সৌভাগ্যবান সম্পাদককে সতীপতি বলেন—"দেখবেন কেউ যেন ওর ওপর কলম চালিয়ে মাটি করে না দেয়।" তাতে সম্পাদক বলেন—"আমরা পূর্ব্বে পূর্ব্বে অনেক চেষ্টা করে দেখেছি—সোনা মাটি হয় না, তা' ছাড়া আমাদের সে সময় থাকলে তো! পূজো এসে গেল, নিজের উপন্যাস তিনখানা না বার করতে পারলে, এক বছর এখন গুদোম ভাড়া গোণো আর উইয়ের পেট পোরাও। উঃ, তেরো দিনের মধ্যে সতেও চ্যাপটার টেনে দিতে হবে!"

জামাই বললেন—"কিন্তু বানান গুলো—"

তাকে আর এগুতে না দিয়েই সম্পাদক সুরু করে দিলেন—"সে দুর্ভাবনা কিছুমাত্র রাখবেন না,—আমরা ভদ্রলোকের মান রাখতে জানি; ঐ জন্যেই বেহার থেকে কম্পোজিটার আনিয়েছি, যেমনটি দেখবে সেইটি হুবহু বসিয়ে যাবে। সাধ্য কি যে লেখকদের বানানে হাত দেয়। সে বেয়াদবির জড় মেরে রেখেছি মশাই, তা-নাতো ভদ্র-সন্তানেরা লিখবেন কেন?"

সম্পাদককে প্রস্থানোদ্যত দেখে সতীপতি ব্যগ্রভাবে বলে উঠলো

—"দেখুন, এক জায়গায় আছে—তখন রৌদ্রে পৃথিবী প্লাবিত হচ্ছে, দিগদিগন্ত ভাসছে কি হাসছে—"

সম্পাদক তাড়াতাড়ি বল্লেন—"একদম নতুন ষ্টাইল্, নতুন আইডিয়া, ভাষার উন্নতির সঙ্গে ভাব প্রকাশ কেমন সহজ হয়ে আসছে, অন্ধেরও লক্ষ্য এড়ায় না! এই তো চাই, verily in the neighbourhood of Art (একদম আর্টের পাড়ায় পৌঁছে গেছে) ও আর দেখতে হবে না—" বল্‌তে বল্‌তে দ্রুত প্রস্থান করলেন।

সম্পাদকের এই অভিমতটা, এমন কি বাইরের যে কোন অভিমত, আমাদের আড্ডার নিয়মানুসারে সভার সভ্যদের Confirmation-এর (পাকা করণের) অপেক্ষা রাখে।

সতীপতির ইঙ্গিতে ঘরজামাই বিলাসবন্ধু তাই নিম্নলিখিত প্রসঙ্গ উপস্থাপিত করলেন—"আপনারা সরাসরি সরে-জমিনে আমাদের লেখা সম্বন্ধে সম্পাদকের উক্তি শ্রবণ করলেন; এখন আপনাদের অনুমোদন প্রার্থনীয়। তদ্ভিন্ন সতীপতি তথা আমি জান্‌তে ইচ্ছা করি,—এখন আমরা উপন্যাস আরম্ভ করতে পারি কি না। এইখানে আমাদের একটি অপরাধ স্বীকার ক'রে ক্ষমা চাচ্ছি। পরস্পরের অজ্ঞাতে এবং গোপনে, আমি তেতাল্লিশ পৃষ্ঠা আর সতীপতি সাতাশ পৃষ্ঠা এগিয়েও পড়েছি ও পড়েছে। অবশ্য তার মধ্যে আমার প্রায় দেড় লাইন pen through করা (কাটা) আছে; আর সতীপতি উক্ত সাতাশ পৃষ্ঠায় অনুমান আরো আধ লাইন বাড়াতে পারে।"

এই সত্যবাদিতার জন্যে সাধুবাদান্তে আমরা সকলেই কালাচাঁদ খুড়োর দিকে চাইলুম।

খুড়ো গড়গড়ার ভূলুণ্ঠিত নলটি তুলে নিয়ে ছোট্টো একটি টান দিয়ে বললেন—"আগেকার কথা ছেড়ে দাও, তখন গল্প থাক্‌তো ঠাকুরমার আর দিদিমার মুখে, অধুনা নাতী নাতনীরা লায়েক হয়ে সে ভার হাতে নিয়েছে, সুতরাং এখনকার হিসাবে যাঁর হাত থেকে তিন তিনটি গল্প বেরিয়ে ছাপার অক্ষরে ছড়িয়ে পড়েছে, তাঁর উপন্যাস আরম্ভ করবার আমি ত কোন বাধাই দেখি না। সকল সভ্য দেশেই "তিনের" পর আর কথাটি চলে না,—এমন কি "ওয়ান, টু, থ্রি, (one, two, three) বলার পর fire (বন্দুক দাগা) পর্য্যন্ত বেপরোয়া চলে। তিনের হাতুড়ি (hummer) পড়লে তালুক তড়াক্ করে চলে যায়,—বাধাবিঘ্ন মানে না। Three of Eighteenএর পর পর রাস্তাই রাজপথ। তিন দিন পরে মা দুর্গাকেও জলসই করা চলে। পার্লিয়ামেণ্ট third reading (তৃতীয় পাঠ) শেষ করে, কি না করা চলে। তিনটি শেষ করে এখন তোমরাও "ঔঁ" মেরে গেছ,—সৃজন, পালন লয় সবই ক'রতে পারে,—উপন্যাস, নবন্যাস, রমন্যাস সর্ব্বনাশ যেবা ইচ্ছা হয়! তবে গল্পের পর উপন্যাসই সাহিত্য-সঙ্গত সোপান! কারণ গেঞ্জি আর গল্প টানলেই বাড়ে—আর গল্পকে টেনে বাড়ালেই উপন্যাস,—এতো পড়েই রয়েছে। বুঝলে না। ধরো, তুমি এই বলে একটি ছোট গল্প শেষ করেছ—"লতিকা সেই গভীর নিশীথ অন্ধকারে, লোক নয়নের অলক্ষ্যে—ধীরে ধীরে

গঙ্গা বক্ষে ডুবিল! দেখিল কেবল তারকা—ডাকিল কেবল ঝিঁঝিঁ।" বেশ, এতে কোন ভদ্রলোকের আপত্তি থাক্‌তে পারে না; কিন্তু বাবাজি লতিকা কি আর ভাস্‌তে পারে না। হাওড়ার বৃদ্ধ বহুদর্শী পোল্‌টিতে দাঁড়ালে দেখতে পাবে—লোহা ভাসছে, বাহাদুরী-কাঠ ভাসছে, আর এক মোণ সাত সের ওজনের ক্ষীণাঙ্গী লতিকার ভেসে ওঠাটাই কি বড় কথা! এবং যেহ লতিকার ভাসা, mind, মনে রেখো অমনি উপন্যাসের আরম্ভ। তারপর স্রোত আছে, ঢেউ আছে, গঙ্গার দুধারি বাবুদের (মালঞ্চ নাই বললুম) বাগান আছে,—বজরা আছে; তারপর পতিতা নিস্তারিণীর প্রাতঃস্নান আছে,—যেখানে সুবিধে টেনে তোল না, কেউ বাধা দেবে না। এই সংস্রবে নিস্তারিণীর হৃদয়ের গোপন ও সুপ্ত দেবীভাব হঠাৎ দপ ক'রে পবিত্র হোম-শিখার মত কিরণ ছড়াতে কতক্ষণ বাবাজি? দেখবে কেমন সময়োচিত সুরে বলে! নামও পাবে, দামও পাবে। আমি অভয় দিচ্ছি লেগে যাও বাবাজি!"

সতীপতি তড়াক্‌ ক'রে মাষ্টারকে ডিঙ্গিয়ে এসেই খুড়োর পায়ের ধুলো নিয়ে বললে—"মার দিয়া, এই ত খুঁজছিলুম। এমন field (ক্ষেত্র) আর নেই,—সোণা ফলবে! পতিতাদের দুঃখে একটা গোপন ব্যথা—সহরের ভাবী-ভরসাদের প্রাণে গুমোট মেরে আছে,—এ আমি নিজেই। উঃ, তাকে একবার vent (পথ) দিতে পারলে আমি জোর করে বলতে পারি—cent per cent ফোয়ারা ছুট্‌বে। পারবে ত বিলাস?"

ঘরজামাই বিলাসবন্ধুর চোখে মুখে হর্ষোচ্ছ্বাস ঠেল্-মেরে এসেছিল, সে কথা কইতে পারলে না, তার মুখ থেকে মাত্র বেরুলো—"কোন্ বীর হিয়া"—

সতীপতি উত্তেজিত স্বরে বললে,—"Enough! বস্, আর বলতে হবে না। Research চাই, খেলো কাজ করা হবে না। আজ থেকে সন্ধ্যের বৈঠকে আমাদের আর আশা করবেন না। এই অমল অশ্রু-অঞ্জলি পূজার পূর্ব্বেই দিতে হবে। খুড়োকে শত ধন্যবাদ for the timely hint (ইঙ্গিতের জন্য)।"

খুড়ো বললে,—"তোমাদের উপন্যাস-এম্পারার বলেছেন—"রজনী ধীরে।" তিনি অনায়াসেই বলতে পারতেন—"রজনী ছুটে" বা "রজনী তেড়ে।" কিন্তু তা তিনি বলেন নি, অতএব—"বাবাজি ধীরে!"

বিলাসবন্ধু বললে,—"কিন্তু পশুদের প্রলোভনে প'ড়ে যারা "নিমেষের ভুলে" বিপথে নীত হয়েছে, যাঁদের reclaim (হৃদয়) আছে, তাদের জন্যে তাঁরা কি রয়ে'-বোসে কাঁদবেন?"

খুড়ো বললে,—"শোনোই না বন্ধু,—বয়স তো আর মাইনে নয় বাবাজি, ওটায় আমার লোভও ছিল না, কিন্তু বছর বছর সে আপনিই বেড়ে বসে। তাতে লাভ হয়েছে কেবল "খুড়ো" খেতাব। তোমরাও খুড়ো বল, চা খাওয়ায়, পান দাও, আর গড়গড়ার দখল ত' দিয়েই রেখেছ। সুতরাং পাপ বাড়াতে আর ইচ্ছে নেই বাবাজি, তাই বলি—সব জিনিসের অভিজ্ঞতাটা 'ল্যাবরেটরি'তে গিয়ে অর্জ্জন ক'রে লায়েক হতে হয় না। উর্ব্বশীর

রূপ বা পারস্য সম্রাটের অন্দর-মহল কি আর দেখে এসে বর্ণনা করতে হয়! লেখকদের ও-সব বিষয়ে ছাড়পত্র আছে; তাঁরা যা লিখবেন—পাঠক তা পড়তে বাধ্য। পতিতা-পক্ষেও সেই অধিকার কায়েম্ রেখে, সেই আড্ডায় বসেই কল্পনার কেরামতি যত পার চালাও, তোফা হবে। অধিকার ছেড়ে পা বাড়ালে—কে ঘুরুচে, কে ফিরুচে বুঝতেই পারবে না বাবাজি।

বিলাসবন্ধু বললে,—"অনুতপ্তা পতিতাদের সত্বর কোন উপায় না ক'রলে সমাজ ক্রমেই দুর্ব্বল হয়ে আসবে না কি?"

খুড়ো বললে,—"সে দুর্ভাবনায় মগজ মাটি কোরো না বাবাজি। জমা খরচ ঠিক রাখবার উপায় জবর জবর জোয়ানেরা ইতিমধ্যেই আরম্ভ করে দিয়েছেন। কাজ খালি থাকে কি বাবাজি,—বেণী মরবার আগেই ফণি হরির-লুট মানে। একদিক ভাঙ্গে অন্যদিক গড়ে, রামের টাকা বিধুর সিন্দুকে ঢোকে,—তফাৎ এই। যেমন reclaim (পুনরর্জ্জন) কল্পে পতিতা 'প্রোপেগেণ্ডার' করুণ রস সহৃদয়দের বিবশ করছে, অন্যদিকে সদাশয়েরা অন্তঃপুরের ভদ্র মহিলাদের প্রাণে বীর-রসের আমদানীও করচেন, balance ঠিক থাকবে বাবাজি, ভেব না। উভয়েরি উদ্দেশ্য সাধু।—সিদ্ধি সম্বন্ধে আমি অভয় দিচ্ছি,—পূজোর বাজারে হাজার কপি কেটেই যাবে।"

এই সময় টং করে একটা বাজলো! খুড়ো চমকে বলে উঠলেন—"ইস, তোমরা আজ করলে কি! বাড়ীতে ত' উপন্যাস নয়—সে যে জ্যান্তো জিনিস!"

সতীপতি বললে,—"তাতে কি হয়েছে!"

খুড়ো কাছাটা ফিট্ করতে করতে বললেন—"এমন কিছু না, তবে আমারও সেই দুর্ব্বোধ-ভাষায় দুটো মোস্তর-পড়া জিনিস কি না, তার ওপর চারদিকেই বীরবাতাস বইচে! শোবার ঘরের জানলার আবার একখানা কপাট ভাঙ্গা,—কখন একটু ফস্ করে লেগে কি সর্ব্বনাশ করে দেবে, তাই ভয় হয় বাবাজি!"

পরে চটি পায়ে দিতে দিতে বিলাসবন্ধুকে বললেন—"দেখো বাবা জামাই,—এখন ঘর ঘরকরনা সবই তোমাদের হাতে।" বলেই দুর্গা দুর্গা বল্‌তে বল্‌তে খদ্দরের চাদরখানা বগলে গুঁজে বেরিয়ে পড়লেন।

সেদিনকার সনৃডে-সভা ভঙ্গ হ'ল।

থাকো

১

কথাটা প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের। তখন কলিকাতা হইতে গঙ্গার উভয় তীরস্থ দশ-পনের মাইলের মধ্যে গ্রামগুলি ক্রমেই "কেরাণী-গ্রাম" হইয়া দাঁড়াইতেছিল। ভদ্রলোকের—ছেলে হইলেই, সোণার দোত-কলমের আশীর্ব্বাদ পাইত, এবং হাতেখড়ির সঙ্গে সঙ্গেই "হাত পাকাবার" উপদেশ ও তাগিদ্ চলিত। এই হাতের লেখাই "ভাতের" উপায়—এই কথাটাই যখন তখন শুনিতে হইত।

বাঙ্গলা পড়ায় কোন লাভই নাই, তাই তাড়াতাড়ি বঙ্গ-বিদ্যালয় হইতে বিদায় লইয়া আমিও ইংরাজি ইস্কুলে যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছি।

ঠিক এই সময় বঙ্কিমবাবু তাঁহার নব-প্রকাশিত "বঙ্গদর্শনে" লিখিলেন—"বাঙ্গালীর বাহুবল"। (এ গৌরবের কথাটা আমাদের সময় পর্য্যন্ত সম্মান পাইয়া আসিয়াছে) তাই বোধ হয় বাবার খর-দৃষ্টি (এখনকার ফ্রেজ্ অনুসারে angle of vision) ছিল, ছেলেদের মাথার দিকে নয়,—হাতের উপর! কাজেই নিত্য ছয়-তক্তা ইংরাজি-লেখা মক্স করিতেই হইত; পড়ার কাজটা পশ্চাতেই পড়িয়া যাইত।

সেই সবে লেনি সাহেবের "গ্রামার" ধরিযাছি, এবং বেণী মাষ্টাব "মার" ধরিযাছেন। এই দ্বিবিধ মারের চোটে আমাব ঝোঁকটা পিতৃ-আজ্ঞা পালনের দিকেই দ্রুত বাড়িযা চলিযাছিল। স্বপক্ষেও পাইযাছিলাম—"পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিযন্তে সর্ব্ব দেবতা", এবং সাহেবরা যে দেবতা নহেন, এমন ধারণা ইতর-ভদ্র স্ত্রীপুরুষের মধ্যে তখন ছিল না বলিলেই হয। প্রীত-পিতাব আশীর্ব্বাদে আমার হাতেব রং ধরিতে বিলম্ব হয নাই।

সস্তাগণ্ডা থাকায বিশ পঁচিশ টাকা বেতনই তখন যথেষ্ট বলিযা মেযে-পুরুষের সমর্থন পাইত,—কারণ ও জিনিসটিব বাড্—"কেরমে কেবমে।"

তাই ছেলেকে প্রথম চাকুরিতে পাঠাহবার দিন মা একাগ্র কামনায "মা মঙ্গলচণ্ডীর" ঘট স্থাপনা কবিতেন। ছেলে তাহা প্রণামান্তে, তুলসীতলায প্রণাম সারিযা, পিতামাতা ও গুরুজনেব পদধূলি এবং দধির কৌটা লইযা, গৃহ-দেবতা নারাযণেব তুলসী কানে গুঁজিযা, শত দুর্গানামের মধ্যে রওনা হইত। মা তখন বাষ্পাকুল-নেত্রে হরির-তলায প্রণাম করিযা সওয়া-পাঁচ আনাব সিন্নি মানসিক করিতেন। ছেলেবও জন্ম সার্থক হইত, মাও রত্নগর্ভা বলিযা পরিচিতা হইতেন। ছেলেকে চাকুবীতে এই দীক্ষা দেওযাটা দশবিধ সংস্কারের কোনটা অপেক্ষাই ছোট ছিল না।

তখন এই সম্মানের কাজটিতে ঝুঁকিযাছিলেন মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ ও কাযস্থ। সম্মানেব কাজ ভাবিবার কএকটি কারণ ছিল,—চাকুরি লাভের সঙ্গে সঙ্গেই সাধারণের নিকট 'বাবু' আখ্যাটি লাভ

হইত; তাহারা বুঝিয়া লইত—বিশ্বার জাহাজ না হইলে আর ইংরাজি দপ্তরে কাজ হয় নাই। ধারে জিনিস যোগাইতে মুদীর আপত্তি অন্তর্হিত হইত। চাকুরির সহিত চাপকানের নিকট-সম্বন্ধ ঘটায়, ধোপার সংশ্রব ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিত; আর এই দ্বিবিধ সংযোগে পরিধেয়টা সম্মানসূচক দাঁড়াইয়া মনটাকেও উচ্চ সুরে বাঁধিয়া দিত। অশিক্ষিতেরা আপদে-বিপদে বাবুর নিকট সলা-পরামর্শ লইতেও আসিত।

আবার অসুবিধাও ছিল অনেক; তবে তাহার অধিকাংশই বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা ভোগ করিতেন।

আমাদের ক্ষুদ্র গ্রামখানি গঙ্গার পূর্ব্বকূলে কলিকাতা হইতে ছ' মাইল উত্তরে। কুটির-পান্‌সি ছিল কুটিওলা বা কেরাণী-বাবুদের আপিস যাতাযাতের একমাত্র যান। তাহা দুই ঘণ্টায় কলিকাতায় পৌঁছিত, জোয়ার-কোটালে আরো অধিক সময় লইত। কাজেই কুটিওলাকে, কি শীত কি গ্রীষ্ম, আটটার পূর্ব্বে প্রস্তুত হইয়া রওনা হইতে হইত।

এই প্রস্তুত হওয়াটির পশ্চাতে থাকিত—বাটীর স্ত্রীলোকদের রাত থাকিতে উঠিয়া, গঙ্গাস্নান করিয়া এবং গৃহদেবতা নারায়ণের "পূজার-জো" সারিয়া "কুটির-ভাত" চড়ানো। সেই গতিশীল অবস্থাতেই তাঁহাদের আহ্নিক, জপ, স্তোত্রাদি আবৃত্তি, বিষ্ণুর সহস্রনাম, অবিচ্ছিন্ন ভাবেই চলিত।

বৌ-ঝিরা ইতিমধ্যে গৃহাদি মার্জ্জন, বাসন মাজা, শয্যা-সঙ্কোচ সারিয়া, গা-ধুইয়া কুটিওলার জন্য পান সাজা, আহারের স্থান

প্রস্তুত, কুটির কাপড় গুছাইয়া রাখা প্রভৃতি কার্য্যে, ও কর্ত্রীঠাকুরাণীর ফাই-ফরমাজ খাটিতে ব্যস্ত থাকিতেন। ফল কথা, রাত্রি চারিটা হইতে বেলা আটটা পর্য্যন্ত বাড়ীতে যেন একটা নিত্য নিয়মিত চাঞ্চল্য সুস্পষ্ট ছিল, এবং তাহা শেষ হইত কুটিওলাকে দুর্গা দুর্গা বলিয়া বিদায় দিবার পর।

এই উদ্‌যোগ-পর্ব্বের মধ্যে কেরাণীবাবুর নিজের যে কোন কাজ ছিল না তাহা নহে। তাঁহাকেও পাঁচটায় উঠিযা ছযটার মধ্যে স্নানাদি ও পুষ্প সংগ্রহ শেষ করিয়া পরে নারায়ণের পূজা ও ভোগ সারিযা, আহারে বসিতে হইত।

যে সংসারে স্ত্রীলোকের মধ্যে কেবল মাতা বা অন্য কেহ বর্ষিযসী আত্মীযা, আর বধূ, এবং বধুর কোলে কাচ্চাবাচ্চা, তাঁহাদের পক্ষে এই নিত্যকর্ম্মটি নিতান্ত সহজ-সাধ্য ছিল না। বোধ করি তাঁহাদের জন্যই আমাদের গ্রামে একটি 'থাকো'র আবির্ভাব হয।

আমাদের কথাটা সেই 'থাকো'কে লইযা।

২

থাকোর বযস বা রূপের সহিত আমাদের এ প্রসঙ্গের কোন সম্পর্কই নাই।

বাল্যকালে একটি প্রৌঢ়াকে নিত্য সকালে দশ বাড়ী ঘুরিযা কাজ করিযা বেড়াইতে দেখিতাম; তাহাতে এমন কোন অসাধারণত্ব ছিল না যে, তাহা কাহারো লক্ষ্যের বস্তু হয।

পিসি, মাসি, খুড়ি প্রভৃতি সম্বোধনেই স্ত্রীলোকেরা থাকোর

সহিত কথা কহিতেন। কোন কোন বর্ষীয়সী এই স্ত্রীলোকটিকে 'বউমা', কেহবা 'থাকো' বলিতেন। বধূরা মা'ও বলিত। পল্লীগ্রামে এই আত্মীয় সম্বোধন চিরপ্রচলিত ও এতই সহজ যে, কাহারো অনুসন্ধিৎসা উদ্রেক করে না। ব্রাহ্মণকন্যা কৈবর্ত্ত-কন্যাকে মাসিমা বলিতেছেন বা ব্রাহ্মণে মুসলমানে খুড়ো জ্যেঠা সম্বোধন, ইহাই ছিল পল্লীর মধুর বন্ধন, ইহাতেই ছিল পল্লীর শক্তি ও সুখ।

থাকো ছিল একটু ঢ্যাঙ্গা; রোগাও নয়, মোটা ত নযই। গৌরাঙ্গী, প্রশস্ত সুস্পষ্ট সিন্দুররেখা-সমুজ্জ্বল উন্নত ললাট। কপাল-ঢাকা অবগুণ্ঠন সর্ব্বদাই থাকিত। নাকে মাঝারি মাপের একটি টক্‌টকে সোণার নথ। কানে বা গলায কি ছিল-না-ছিল তাহা স্ত্রীলোকেরাই দেখিয়া থাকিবেন। হাতে শাঁখা, নো, আর দুগাছি মাটা বালা। থাকোকে কখনো ধোপদস্ত ধপ্‌ধপে কাপড় পরিতে দেখি নাই, মলিন বাসেও দেখি নাই। টক্‌টকে লালপেড়ে আড়্‌-মযলা শাড়ী পরিতেই দেখিতাম।

কখনো কোন দিন থাকোকে হঠাৎ দেখিয়া মনে হইযাছে,—বরাবর এই স্ত্রীলোকটিকে এক ভাবেই দেখ্‌চি,—মুখে কথা নাই, খাটুনির বিরাম নাই। বিরক্তিও দেখিনি, ব'সে গল্প করতেও শুনিনি; খুব সামর্থ্য বটে! একা বিশ বাড়ীর তোলা-পাট সাম্‌লে বেড়ায অথচ ভদ্র-ঘরের মেয়েদের মত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে। মেযেদের গযনা পরার সাধ ইতর ভদ্র নির্ব্বিশেষে স্বাভাবিক। সেই সাধ এর বোধ হয খুব প্রবল, তাই এত খাট্‌তে পারে। বাড়ীপিছু আট আনা করে পেলেও মাসে দশ বার টাকা হয। ইত্যাদি।

থাকো এবাড়ী থেকে ওবাড়ী এত দ্রুত চলিয়া যাইত যে, তাহার মুখের একটা ঠিক ছাপ কাহারও চক্ষে পড়া সম্ভব ছিল না। বহুদিন পরে একবার চকিতে দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়াছিলাম,—শান্ত গাম্ভীর্য্যের উপর চক্ষু দুইটিতে যেন প্রসন্নতা ও করুণা মাখান! কই—এত দ্রুত যাতায়াতের মধ্যে চাঞ্চল্য কোথায়!

আমাদের অতশত ভাবিবার, বুঝিবার, বিশ্লেষণ করিবার বয়স তখন নয়। তরুণ-চাঞ্চল্যের মুখে ওসব ভাব, ওসব চিন্তা কতক্ষণ স্থায়ী হয়, বিশেষ ছোটলোক সম্বন্ধে।

আমাদের তখন কাজ কত। লেখাপড়া ছাড়া আরো কত নূতন নূতন উপসর্গ উপস্থিত হইয়াছে ও হইবার জন্য উঁকি মারিতেছে। জিম্‌নাষ্টিকের আখ্‌ড়া খোলা হইয়াছে। বামাচরণ কেয়া ভল্ট্ খায়, কার্ত্তিক ইয়া পিকক্ হয়। ট্রাপিজের top-boy কে বা বাচ্চা-চূড়ামণিকে তালিম চলিয়াছে,—শ্যামবাবু শনিবার শনিবার কলিকাতা হইতে আসিয়া শিক্ষা দেন, আমাদের গুল্ টিপিয়া দেখেন, উৎসাহ উন্মাদনার সীমা নাই, আবার মুকুয্যেদের নবসিংবাবু গ্রামে এলবার্ট ফ্যাসানের চুল-ছাঁটা ও চুল ফেরানো আমদানী করিয়া যুবকদের মাথা ঘুরাইয়া দিয়াছেন,—চিত্ত তাহাতেও পড়িয়া রহিয়াছে,—সময়ে অসময়ে নিজের নিজের মাথায় তাহার মক্স চলিতেছে। তাহার উপর খগেনবাবু রূপার পঁইচে-পরা ক্লারিওনেট আনিয়া তরুণদের তাক্ লাগাইয়া দিয়াছেন। বাঁশীর টান্ সম্বন্ধে বেশী বলা নিষ্প্রয়োজন, যমুনা তীরের নমুনা স্মরণীয়।

ফল কথা—কেরাণীদের নিত্য কলিকাতায় যাতায়াতের সঙ্গে সঙ্গে পল্লীগ্রামে নব নব ভাবের অভ্যুদয় আরম্ভ হইয়া,—অশিক্ষিত ইতর সখ্য-বন্ধন হইতে ক্রমেই আমাদের স্বতন্ত্র করিয়া দিতেছিল এবং তাহারা "ছোটলোক" আখ্যা পাইতেছিল। এ অবস্থায় ঝি-দাসীর কথা তরুণদের চিন্তা চর্চ্চার বিষয় হইতে পারে না, আর এত কাজের ভিড়ে আমাদের সময়ই বা কোথায়!

* * * *

বিন্দুবাসিনী-তলার "রাম বন্দ্যো" আমার চেয়ে পাঁচ ছ' বছরের বড় ছিলেন। অমন অমায়িক, সহৃদয়, মিষ্টভাষী যুবক দেখা যায় না। ওই বয়সেই তাঁর প্রকৃত কবি-প্রতিভা প্রকাশ পেয়েছিল। বাগবাজারের নন্দঘোসের বাড়ী "হাপ্ আখড়াই" হইবে, এই সংবাদ লইয়া তিনি এক দিন সকালে আমার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং শেষে বলিলেন—"তোমার এ বিষয়ে অনুরাগ আছে, তাই জানাতে এলুম,—নিশ্চয়ই যাওয়া চাই।"

এত বড় compliment ও এমন দুর্লভ জিনিস ছাড়া যায় না, —আমি আনন্দের সহিত সম্মত হইলাম। তাহার পর পূর্ব্বেকার "কবি" ও হাফ-আখড়াই সম্বন্ধে আমাদের খুব উৎসাহের সহিত আলোচনা চলিতে লাগিল।

ঠিক সেই সময়ে থাকো এক বাড়ীর কাজ সারিয়া অন্য বাড়ী দ্রুত চলিয়া যাইতেছিল। আমাদের অত বড় প্রিয় প্রসঙ্গটা সহসা থামিয়া গেল। রামবাবু বলিয়া উঠিলেন—"দিনের আলেয়ার মত এ স্ত্রীলোকটি কে-হ্যা?"

হাসিয়া বলিলাম—"আলেয়া মানে কি ? সকালে বাড়ী বাড়ী তোলাপাট করে বেড়ায়।"

রামবাবু আমার মুখের উপর স্থির দৃষ্টি ফেলিয়া বলিলেন—"বিশ্বাস হয় না,—তুমি জান না।"

বলিলাম—"পাঁচ-সাত বচর প্রত্যহই দেখে আসছি—ওই এক ভাব, কোন পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিনি,—কারো না কারো কচি ছেলে কোলে আছে, আর ঐরূপ দ্রুত যাওয়া আসা ;—অনেক বাড়ীর কাজ মাথায়—"

রামবাবু বাধা দিয়া ঈষৎ ভ্রূ-কুঞ্চিত ভাবে বলিলেন—"বুঝতে পারলুম না।"

বলিলাম—"কেন বলুন দিকি! আর আলেয়া বল্লেন কেন ?"

রামবাবু যেন আপনা আপনি মুগ্ধভাবে বলিয়া গেলেন—"ঘোমটার আড়ালে—বর্ণে স্বর্ণে সিন্দুরে হঠাৎ যেন আঁচল ঢাকা প্রদীপ দেখলুম—বাঃ!"

আমি হাসিতে হাসিতে বলিলাম—"একজন সাধারণ প্রৌঢ়াকে দেখেও আপনাদের এত ভাব আসে!"

রামবাবু মুখ তুলিয়া বলিলেন—"দেখ,—সোণার মূল্যটা তার মালিকের জাত বা কর্ম্ম ধরে কম বেশী হয় কি ? যাক্—আমি ভাবচি ঐ অবগুণ্ঠনটুকুর কথা,—ওইটিই হিন্দুনারীর reflector! ঐ আবরণ-ঢাকা প্রকাশই মাধুর্য্য! ভগবান ব্রহ্মাণ্ডটা নিজের আবরণ দিয়ে ঢেকে না রাখলে কবে শুকিয়ে, চুঁযে-পুড়ে বদ-রং

আর কদাকার হয়ে যেত,—এমন তাজা, এমন সবুজ এমন সরস থাকত না।"

শুনিয়া আমি ত' অবাক! কোথা হইতে কোথায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম! কবি বা হাফ-আখড়াইয়ের কথা আর জমিল না। রামবাবু একটু অন্যমনস্ক থাকিয়া বলিলেন—"তুমি একটু খোঁজ নিও,—আজ চল্লুম,—শনিবার এক সঙ্গেই যাব।"

আমি বিনীত ভাবে বলিলাম—"ওর আর খোঁজ নেবো কি,—স্ত্রীলোক সম্বন্ধে—"

আমাকে শেষ করিতে না দিয়া—"আচ্ছা—সে আমিই নেবো; তোমার বড় কাছে—তুমি পারবে না—" বলিতে বলিতে রামবাবু চলিয়া গেলেন।

ভাবিতে লাগিলাম—কবি মানে পাগল না কি!

* * * *

যাহা হউক, মানুষের মন কোন একটা বিষয় গ্রহণ না করতেও পারে, কিন্তু চক্ষু তাহা এড়াইয়া চলিতে পারে না। প্রায়ই চোখে পড়িত—থাকো এক-ঘটি দুধ লইয়া এবাড়ী ওবাড়ী ফিরিতেছে; কাহারো কচি ছেলেকে দুধ খাওয়াইতেছে; কাহারো কোলের-ছেলে থাকোর কোলে! কোন দিন প্রত্যূষে গামছায় তিন চারিটা ইলিস মাছ লইয়া তিন চার বাড়ী ঢুকিয়া তাড়াতাড়ি কুটিয়া দিতেছে। কোথাও বাটনা বাটিতেছে। কোন বাড়ী এক কলস গঙ্গাজল আনিয়া দিল; কাহারো বাড়ী পান সাজিতেছে। এমন ত্বরিত-কর্ম্মী দেখি নাই।

কি ভদ্র, কি ইতর কাহারো বাড়ী ঢুকিতে থাকোর কিছুমাত্র সঙ্কোচ ছিল না—এটা লক্ষ্য করিয়াছি। অথচ তাহার সম্ভ্রমের এত বেশী নজর ছিল যে, মাথার কাপড় অসংযত হইতে, বা পথে দাঁড়াইয়া কথা কহিতে কখন দেখি নাই। আর একটি বিষয় নজরে পড়িত—থাকোর এই তোলাপাট প্রধানতঃ গরীব বা পরিজন-বিরল মধ্যবিত্ত কুটিওলা বাবুদের বাড়ীতেই ছিল। বড়লোকের বাড়ীতে তাহাকে এ-কাজ স্বীকার করিতে দেখি নাই, বড়লোকের মধ্যে তাহাকে নিয়োগীদের বাড়ী ঢুকিতে দেখিয়াছি, সেটার সময়-অসময় বা নিয়মিত সময় ছিল না—সুতরাং কাজের জন্য নিশ্চয়ই নয়।



গ্রামের তিন চার ঘর বড়লোকদের মধ্যে নিয়োগীরা ছিলেন অন্যতম ও আধুনিক, অর্থাৎ এক পুরুষে হালি বড়মানুষ। তাহার মূলে ছিল,—রেড়ির তেলের কলকারখানা ও ফ্যালাও কারবার,—জাহাজী চালান। তাহাতে গ্রামে লোক ও শ্রমিক সমাগম, কর্ম্মচাঞ্চল্য, বাজার, বসতি, দোকান প্রভৃতির শ্রীবৃদ্ধি ও উন্নতি দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছিল, ও ক্ষুদ্র গ্রামখানিতে নব-জীবনের সাড়া আনিয়া দিতেছিল।

নিয়োগী-কর্ত্তা লেখাপড়া সামান্যই জানিতেন, কর্ম্মবুদ্ধি, শ্রম ও অধ্যবসায় বলেই তাঁহার বৈভব। সুন্দর অট্টালিকা, গাড়ী-জুড়ি দাসদাসী, দ্বারবান, বহু পরিজন, বারোমাসে তের পার্ব্বণ, দোল

দুর্গোৎসব, ক্রিয়া কলাপ, দান দক্ষিণা, অতিথি অভ্যাগতের সেবা, ভোজ, গরীব দুঃখীকে সাহায্য করা, সবই তাঁহার ছিল; আর ছিল—এক পুত্র ও একটী নাতী। তাঁহার বাড়ীর ক্রিয়াকর্ম্ম, সামাজিক বিদায়, বস্ত্র বিতরণ, কাঙ্গালী-ভোজন, দুর্গাপ্রতিমা, প্রতিমার সাজ, এ সবই বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল, -কোথাও কুণ্ঠার চিহ্ন মাত্র থাকিত না। অনেককে বলিতে শুনিয়াছি—"বাগবাজারের পোলের এ'পারে ইদানীং আর এরূপ ক্রিয়াকর্ম্ম অন্য কোথাও দেখা যায় না।" আমরাও দেখি নাই।

সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখ-যোগ্য ছিল—নিয়োগী-বাড়ীর শ্রীশ্রীকোজাগর লক্ষ্মীপূজা। সেরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর প্রতিমা, সাজ, সমারোহ, আয়োজন, উপকরণ, ভোজ আর কোথাও দেখি নাই। তাহার ব্যয় দুর্গোৎসবের ব্যয়ের তুল্য বা সমধিক ছিল! এই উপলক্ষে—রাত্রি-জাগরণচ্ছলে যে আনন্দোৎসবের আয়োজন হইত, তাহারও বিশেষত্ব ছিল। গ্রামের লোকে যে-বৎসর যাহা দেখিতে বা শুনিতে ইচ্ছা করিত, তাহারই ব্যবস্থা করা হইত। তাহাতে এই ক্ষুদ্র গ্রামখানির ভাগ্যে তৎকালীন শ্রেষ্ঠ সখের কি পেশাদার অপেরা থিয়েটার, যাত্রা, পাঁচালী, কীর্ত্তন প্রভৃতি দেখিবার শুনিবার সুবিধা ঘটিয়াছিল। নিয়োগী মহাশয়ের সর্ব্বসাধারণকে প্রীতি ও আনন্দ দানের উৎসাহ ছিল বলিয়া, কোন একটা উপলক্ষ করিয়া---ধরণী ঠাকুরের কথকতা, জগা স্যাকরার চণ্ডী, প্রভৃতি বিশেষ ব্যয়বহুল অনুষ্ঠানগুলিও মধ্যে মধ্যে কয়েক মাস ধরিয়া চলিত। তাহাতে গ্রামের আবাল বৃদ্ধ-বনিতার আনন্দলাভ, শিক্ষা ও চিত্ত-

পুষ্টি সহজেই হইত। এসব ছিল নিয়োগী মহাশয়ের "ছিলর" দিক ;—ছিল না কেবল—বনিয়াদী-বুদ্ধি ঢাকা ব্যয়-বর্জ্জনের পাকা হিসিবি-চাল ও চাপা হাসির মধ্যে বিদ্রূপ-মিশ্রিত বিজ্ঞ বক্তৃতা।

এরূপ সংসারে আর যা কিছু থাকুক না থাকুক—কুড়ে আর কু-পোষ্যর অভাব থাকে না। তাঁরও কুকুর বিড়াল হইতে আরম্ভ করিয়া বহু প্রতিপাল্য জুটিয়াছিল।

তিনি একদিন আহারের সময় একটি বিড়ালকে দেখিতে না পাওয়ায়, কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিলেন, সে হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া মাছ খাওয়ায়, তাহাকে বিদায় করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

"আমার এ শুভাকাঙ্ক্ষী উপকারীটি কে? পেটের জ্বালায় ভদ্রলোকেও চুরি করে,—সে খেতে পেলে হাঁড়ি ভাঙ্‌তে যাবে কেন? সকলে জেনে রেখো—আমি মুখখু চাষা, এই গ্রামেই মুড়ি মুড়কি বেচেছি। এ ধন-দৌলত 'মা'র, আমি মজুর,—কার ভাগ্যে এ সব আসে, আর কাদের জন্যে তিনি দেন, তা জানি না। এতে সবারই অধিকার আছে। এ বাড়ীতে যারা আশ্রয় নিয়েছে তাদের তাড়াবার অধিকার কারুর নেই। যত দিন নেউকীর এক-মুটো জুটবে—তাদেরও জুটবে।" এই বলিয়া তিনি উঠিয়া পড়িলেন,—আহার অসমাপ্তই রহিয়া গেল।

গৃহিণী অপ্রতিভ ভাবে বলিলেন,—"আমাকে একথা কেউ শোনায়নি—"

গৃহিণীকে কথাটা সাঙ্গ করিতে না দিয়াই কর্ত্তা বলিলেন,—"তোমাকে বাড়ীর কথা শুনিয়ে ফল নেই বলেই শোনায়নি!"

খোঁচাটার অর্থ বুঝিতে কর্ত্রীর বিলম্ব হইল না। তিনি বলিলেন,—"জগতে শুধু ত' ঘর বলে জিনিষটিই নেই,—"বার" বলে তার চেয়ে ঢের বড় জিনিষটিও রয়েছে ;—দু'জনকেই কি ঘর নিয়ে থাকতে হবে! এই যে কাল রাত্তিরে বুধুয়া-সইসের বউ, আহা কি ব্যথাটা খেয়েই বিয়োলো, তোমাকে কেউ তা শুনিয়েছে কি, না তোমাকে তার সেবার ব্যবস্থার ভার নিতে হয়েছে। এখানে তার কে আছে বল ত' ?"

কর্ত্তা সাফাই হিসেবে একটা ভব্য ধরণের জবাব দিবেন ভাবিয়া আরম্ভ করিলেন—"স্ত্রীলোকের খোঁজ—"

গৃহিণী বাধা দিয়া বলিলেন,—"স্ত্রীলোক হওয়াটা ত' কারুর অপরাধ হ'তে পারে না, তারও ত' আপদ বিপদ, দুঃখ কষ্ট আছে, তাকেও ত' কারুর দেখা চাই! আর তোমার শঙ্করীই (নির্ব্বাসিত বিড়ালটি) কি—" এই পর্য্যন্ত বলিয়াই গৃহিণী মুখে অঞ্চল দিলেন,—তাঁহার চক্ষে হাসির আভাস ভাসিয়া উঠিতেছিল।

কর্ত্তা তাড়াতাড়ি বলিলেন,—"এখন দু'টো পান পাব কি ? আজ আর কলকেতা যাওয়া হ'ল না, শঙ্করীকে খুঁজে আনবার ব্যবস্থা করতে হবে।"

গৃহিণী পানের ডিপে কর্ত্তার হাতে দিয়া বলিলেন,—"বেলা তিনটের পর কিছু খেতে হবে কিন্তু। শঙ্করী ত' এখন বাইরের লোক, তায় স্ত্রীলোক,—তার জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না, গয়লা-বউ সাত-দেশ বেড়ায়—শঙ্করীকেও চেনে, আমি তাকেই ধরছি।"

কর্ত্তা অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করিলেন ও বলিলেন,—"কিন্তু

আনাই চাই।" তাহার পর বাহিরে যাইতে যাইতে বলিলেন,—"হাঁ—বুধুয়ার বৌয়ের আর কোন কষ্ট নেই ত'? বুধুয়া বেটা কি পাজি গো—আমি বরাবর জানতুম ভালমানুষ—বদমাইস ব্যাটা—"

কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই গৃহিণী ঈষৎ হাস্য ও কোপ মিশ্রিত কটাক্ষে "তুমি চুপ করো ত" বলিয়াই দ্রুত সরিয়া গেলেন। কর্ত্তা বহির্ব্বাটীতে গিয়া বসিলেন ও চাটুয্যেমশাইকে সংবাদ দিলেন।

এই চাটুয্যেমশাই ছিলেন কর্ত্তার অন্তরঙ্গ বন্ধু। নিয়োগী-বাড়ীর সর্ব্বত্রই তাঁহার অবাধ গতি ছিল; তাঁহার নিকট কর্ত্তার কিছুই গোপন ছিল না। উভয়ের মধ্যে একত্র ওঠা-বসা, হাস্যালাপ, সলা-পরামর্শ, নিত্যই ছিল। নিয়োগী-বাড়ী ও নিয়োগী-কর্ত্তা সম্বন্ধে ইহার অধিক জানিবার আমাদের কোন প্রয়োজন নাই,—এই সংক্ষিপ্ত সারটুকুই যথেষ্ট।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি—বড়লোকদের বাড়ীর মধ্যে কেবল এই নিয়োগী-বাড়ীতেই থাকোর সহজ গতিবিধি দেখিয়াছি। কর্ত্তা ও চাটুয্যেমশাই সদর বাড়ীর রোয়াকে বসিয়া গল্পাদি করিতেন, থাকোকে কখনো কখনো এক আধ মিনিট সেখানে দাঁড়াইয়া তাঁহাদের প্রশ্নের বা ইঙ্গিতের জবাব দিতেও শুনিয়াছি।

এক দিন থাকোকে নিয়োগীবাড়ী হইতে বাহির হইতে দেখিয়া কর্ত্তা কথাচ্ছলে চাটুয্যেকে বলিলেন,—"গ্যাখ চাটুয্যে—ভগবান সব সুখ দিলেও কপালে না থাকলে—ক'টা সুখই বা লোকে ভোগ করতে পারে!"

কথাটা শেষ না হইতেই থাকো সামনে আসিয়া পড়িয়াছিল;

—"কারো সুখের হিসেব রাখবার মুহুরিগিরী না ক'রে নিজেরাই সেটা ভোগ করুন না।" বলিতে বলিতে থাকো বাহির হইয়া গেল।

চাটুয্যে হাসিয়া বলিলেন,—"ওকে জিততে পারবে না।"

এক দিন কানে আসিল,—নিয়োগীমশাই বলিতেছেন—আর ঠিক্ সেই সময় থাকো নিযোগী-বাড়ী ঢুকিতেছে,—"লোকে বলে লিখে লিখে হাত পাকে, ওটা কথার কথা ; বরং বাটনা বেটে হাত পাকে—কি সুন্দর রং ধরে,কি সুশ্রীই দেখায় ! নয় কি চাটুয্যে !"

চাটুয্যেকে কিছু বলিতে হইল না !—

"তা হোক্, আমার ত' আর ঘটুকির ভয নেই।" বলিতে বলিতে থাকো ভিতরে চলিয়া গেল।

পল্লীগ্রামে এরূপ রহস্যাদি গ্রাম সম্পর্ক বিশেষে দোষের ত' ছিলই না, বরং সহজ আনন্দ ও প্রীতির পরিচায়ক ছিল।

* * * *

বেলা তিনটার সময় বিড়াল কোলে করিয়া থাকো তাড়াতাড়ি নিয়োগী-বাড়ী ঢুকিতেছিল। সদরেই কর্ত্তা ও চাটুয্যেমশাইকে দেখিযা, কর্ত্তার কোলে শঙ্করীকে দিযা, তিনি কিছু বলিবার পূর্ব্বেই অন্দরে গিযা ঢুকিল।

কর্ত্তা অবাক হইয়া গিযাছিলেন, শঙ্করীকে ফিরিয়া পাইবার আশা তাঁহার অল্পই ছিল। সামলাইয়া বলিলেন,—"এ জাতের অসাধ্য কিছুই নেই,—এরাই একাধারে জগতের সোণার কাটি রূপোর কাটি !"

চাটুয্যে বলিলেন—"ও আর আমাকে বোল্‌চ কি ! ওঁরা

ভানুমতীর সহোদরা,—চক্ষু দুটির একটি অনুবীক্ষণ একটি দূরবীক্ষণ,—ছাতে উঠ্‌লেই Observatory, (মানমন্দির) ঘাটে গেলেই News paper, (সংবাদ পত্র)—"

কথা শেষ না হইতেই বাড়ীর মধ্যে ডাক পড়িল। সেথায় উভযকেই জলযোগে বসিতে হইল।

শঙ্করীও একবাটি দুধে মনোযোগ দিল।

৪

দুর্গোৎসব শেষ হইযা গিযাছে, কিন্তু নিযোগী-বাড়ীর সাজ-সজ্জা তেমনি আছে, কারণ চার দিন পরেই শ্রীশ্রীকোজাগর লক্ষ্মীপূজা, এবং সে পূজার সমারোহ, ব্যয, আনন্দ, কোনটিই দুর্গোৎসব অপেক্ষা কম নহে। প্রকৃত কথা—নিযোগী-বাড়ীর দুর্গোৎসব যেন কোজাগর পূর্ণিমান্তে—প্রতিপদে শেষ হইত।

এবার কিন্তু একটি ব্যাঘাত উপস্থিত হইযাছে। একাদশীর রাত্রে পুরোহিত ঠাকুরের মা গঙ্গালাভ কবায, সে-বৎসর তাঁহাব দ্বারা লক্ষ্মীপূজা আব সম্ভব নহে।

নিযোগী মহাশয এই ঘটনায বড়ই বিচলিত হইযা পড়িযাছেন, কারণ, তিনি প্রচলিত ব্যবস্থা ভঙ্গ কবিতে ভয পান, অথচ এ ক্ষেত্রে উপাযান্তরও নাই।

পুরোহিত ঠাকুর আশ্বাস দিয়া বলিলেন,—"আপনি চিন্তা করবেন না, আমি ভাল লোকই এনে দেব,—সুপণ্ডিত—"

ঐ পর্য্যন্ত শুনিযাই চিন্তাকুল কর্ত্তা বিরক্ত হইযা বলিলেন—"এ

মুখ্‌খুর বাড়ীর কাজে "টুনি সাহেবকে" ত' (প্রেসিডেন্সী কলেজের তৎকালীন প্রিন্‌সিপাল টনি সাহেব) দরকার নেই—পূজা করতে পারেন এমন লোকই দরকার।"

পুরোহিত বলিলেন,—"বেশ—তাই হবে ; কালীঘাটের তন্ত্ররত্ন মশাইকে ঠিক করে আসছি। তিনি নিত্য লক্ষ জপ ক'রে সন্ধ্যার পর একটু দুধ খান।"

কর্ত্তা আরো বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—"থামুন থামুন,—লক্ষ্মীপূজো ত' "গেবোন" নয় যে আমার পূর্ণাভিষেকের জন্যে তান্ত্রিক জাপক চাই। কারুর সার্টিফিকট্‌ আমাকে শোনাতে হবে না। দুধ খেয়ে শঙ্করীও থাকতে পারে।"

চাটুয্যেমশাই পুরোহিত ঠাকুরকে ইসারায় চুপ্‌ করিতে বলিয়া স্বয়ং বলিলেন,—"অত-শতয় কাজ নেই, তোমার জানাশোনা একটি ভাল লোক দিলেই হবে।"

কর্ত্তার মনটা আজ খুবই খারাপ ছিল, তিনি প্রিয়-সহচর চাটুয্যের প্রস্তাব শুনিয়া বলিলেন—"তুমিও গোল্লায় গেছ দেখছি! না না, আমি ওসব ভালোটালো চাই না। ঐ 'ভাল' কথাটায় আমার কোন বিশ্বাস নেই। এক এক জনের ভাল এক এক রকম,—'ভাল' আমার অনেক দেখা হয়েছে। ছেলের জন্যে পাত্রী দেখতে গিয়ে শুনেছিলুম—"খুব ভাল মেয়ে—ইংরিজিতে কথা কইতে পারে!" 'খুব ভাল'র মানে বুঝলে! এখন 'ভালর' কথা ছাড়, মা'র পূজাটি করতে পারেন এমন একটি ব্রাহ্মণ হলেই হবে।"

পুরোহিত এবার বিশেষণ বাদ দিয়া বলিলেন—"তা' না ত' কি—আমি তাই আনবো, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

চাটুয্যে হাসিয়া বলিলেন,—"ভয় নেই, উনি তৈলঙ্গ স্বামীকে কি বিদ্যাসাগর মশাইকে আনচেন না।"

কর্ত্তা ব্যাজার ভাবে বলিলেন,—"না হে, তুমি বোঝ না; নেউকীর পয়সা হয়েছে, ওখানে একটা 'পেল্লেযে' কিছু না হ'লে ভাল দেখাবে না, মানাবে না, তোমাদের এরকমের ভুল খুবই আছে, আর তা করাও হয়!"

চাটুয্যেমশাই হুঁকার অন্তরালে মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন, পুরোহিত ঠাকুর বলিলেন,—"তবে এখন আমি চললুম।"

কর্ত্তা বলিলেন,—"কিন্তু বৈকালে একবার আসা চাই, বাড়ীতে কি বলেন সেটা শোনা দরকার; কি বল চাটুয্যে?"

"তা চাই বই কি, আমি আসব অখন।" বলিয়া পুরোহিত চলিয়া গেলেন।

চাটুয্যে বলিলেন,—এইবার কাজের কথা কয়েছ, আমিও তাই ভাবছিলুম ব্যাপারটা কি, লক্ষ্মীপূজার লক্ষ্মীর ইচ্ছাটা বাদ পড়ে কেন! এমনটা ত কখনও দেখিনি, 'ধাত বদলাল' না কি—"

এতক্ষণে কর্ত্তা সহজ অবস্থায় আসিয়া বলিলেন—"তা বলে তুমি ভেব না—"

চাটুয্যে হাসিমুখে বলিলেন—"রামঃ, এমন কথা কে বলে!"

এইবার কর্ত্তাও সহাস্যে বলিলেন—"তবে চল, ও কাজ মিটিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়াই ভাল; আমার মনটা বড় খারাপ হয়ে গেছে।"

উভয়ে অন্দরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কর্ত্রী পূজার চা'ল বাছিতেছিলেন, তাড়াতাড়ি কাপড় সারিয়া উঠিয়া চাটুয্যে মশাইকে একখানি আসন পাতিয়া দিলেন।

চাটুয্যেমশাই আরম্ভ করিলেন,—"কর্ত্তা বিপদে প'ড়ে তোমার শরণ নিতে এলেন—"

মৃদুহাস্যে কর্ত্রী বলিলেন,—"বিপদটা কি শুনি, ক্ষিদে পেয়েছে বুঝি!"

চাটুয্যে বলিলেন,—"লক্ষ্মীর চিন্তাই ওই; কিন্তু আজ একটু রকম-ফের্ আছে। পুরুতঠাকুরের মা'র গঙ্গালাভ হয়েছে—শুনেই থাকবে।"

কর্ত্রী সহজ ভাবেই বলিলেন,—"আহা, ব্রাহ্মণের মেয়ে বেশ গেছেন!"

কর্ত্তা চাটুয্যের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"শুনলে চাটুয্যে, আমরা যেন আচার্যি-বাড়ী জানতে এসেছি, তিনি ভাল গেছেন কি মন্দ গেছেন, কোন' দোষ পেয়েছেন কি না!" পরে গৃহিণীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—"বেশ গেছেন আমার মাথা, তুমি আমার বিপদটি ত' আর ভাবলে না; কেন—আর পাঁচটা দিন তাঁর সবুর সইল না!"

কর্ত্রী আশ্চর্য্য হইয়া সহাস্যে বলিলেন,—"ওমা—একবার কথা শোনো! তিনি ঢের সবুর সয়েছেন; মেয়েমানুষের অত বেশী বাঁচা ভাল নয়।"

কর্ত্তা স্ত্রীর মুখে ঐ বাঁচাবাঁচির কথাটা শুনিলে বড়ই কাহিল

বোধ করিতেন; তিনি তাড়াতাড়ি বলিলেন,—"তোমার কাছে ও কথা শুনতে ত' কেউ আসেনি।"

গৃহিণী মৃদুহাস্যে বলিলেন,—"না শুনলেই বুঝি এড়ানো যায়। আচ্ছা থাক্‌। তা পুরুতঠাকুরের মা মরায় তোমার এত দুর্ভাবনা কেন,—যা পারবে দিও।"

কর্তা বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—"আমার সেই ভাবনায় ত' ঘুম হচ্ছে না। বলি—পূজা করবেন কে—সেটা ভেবেছ?"

গৃহিণী গাম্ভীর্য্যের ভাণ করিয়া বলিলেন—"তাই ত'—মস্ত ভাবনার কথা বটে!" তার পর সহজভাবে বলিলেন,—"আমরা যাঁর যজমান সে ভাবনা তাঁর, তিনিই ব্রাহ্মণ দেবেন। সে কথা ত' তাঁকে বলেই দিয়েছি।"

কর্তা বলিলেন,—"বটে! কি রকম ব্রাহ্মণের কথা বল্‌লে শুনি?"

গৃহিণী আশ্চর্য্য হইয়া, বিস্ফারিত নেত্রে বলিলেন,—"ব্রাহ্মণ যাচাই-বাচাযের ভার সদ্‌গোপেরা আবাব কবে থেকে নিলে! তুমি আগোড়পাড়ার ইংরিজি ইস্কুলে গিছলে না কি! পুরুত-মশাব হয়ে লক্ষ্মীপূজা করবেন এমন একটি ব্রাহ্মণ হ'লেই হ'ল,—তাঁব আবার এরকম ওরকমটা কি?"

কর্তা কেবল চাটুয্যের দিকে চাহিয়া সহাস্যে বলিলেন,—"দেখ্‌লে—কেমন সহজে মিটে গেল!"

চাটুয্যেমশাই হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"হাইকোর্ট যে!"

৫

আজ শ্রীশ্রীকোজাগর লক্ষ্মী পূজা। মা—পদ্মাসনা,—কমলালযা।

গ্রামের মধ্যস্থলে নিযোগী মহাশযের গোলাপী রঙ্গের বাড়ী আজ মা'র আবির্ভাবের অপেক্ষায—সৌন্দর্য্যে, সজ্জায, শোভায, সৌরভে, পদ্মের মতই দেখাইতেছে। মাঝে মাঝে আবাহনের সুরে সানাই আকাশে বাতাসে সুমধুর নিবেদন পাঠাইতেছে। গ্রামের বালক বালিকারা ভ্রমরের মত আনন্দ-গুঞ্জন তুলিযা দলে দলে যাতাযাত করিতেছে।

সন্ধ্যা হইল। পুষ্পমাল্য বেষ্টিত ঝাড় লণ্ঠন, দেযালগিরি, সেজ্ সমুজ্জ্বল হইযা উঠিল। দালানের জ্যোতির্ম্মযী প্রতিমা দেবদ্যুতি বিকীর্ণ করিলেন। পূজা-সম্ভার, উপকরণ-পারিপাট্য, পুষ্পপ্রাচুর্য্য ও বিবিধ সুগন্ধীর মধ্যে তৃপ্তি-প্রফুল্ল পবিত্র মনে পূজারী পূজারম্ভ করিলেন!

পূজা শেষ হইল।

পূজারী শেষ-আরতি করিতে উঠিলেন—তন্ময যন্ত্রবৎ। গাঢ় সুগন্ধী ধূমাবরণে এক একবার জ্যোতির্ম্মযী মা'কে কি লোকাতীতই দেখাইতেছিল। মধ্যে মধ্যে পূজারীর কণ্ঠনিঃসৃত বালক-সুলভ মা-মা রব কানে আসিতেছিল,—অপূর্ব্ব, অনির্ব্বচনীয। সে যেন কোন সুদূরের,—এ পৃথিবীর নয! শেষ আরতি শেষ হইল। পূজারী সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। সকলেই প্রণাম করিল;—সকলেই মুগ্ধ আবিষ্ট ও স্তব্ধ।

একটু সামলাইয়া চাটুয্যেমশাই কর্ত্তাকে বলিলেন,—"লোকটি খাঁটি লোক বটে !"

কর্ত্তার দৃষ্টি অবনত ছিল, তিনি মুখ না তুলিয়াই ক্ষুদ্র একটি নিশ্বাস মোচন করিতে করিতে একটি ছোট্ট হুঁ দিলেন মাত্র। তাহার পর ধীরে ধীরে পূজার দালান হইতে নামিয়া গেলেন।

চাটুয্যে অবাক হইয়া অনুসরণ করিলেন।

দালানের ভিড় দ্রুত ভাঙ্গিয়া গেল ;—সকলে সদরে বাজি পোড়ান দেখিতে ছুটিল ;—তাহারও একটা সমারোহ ছিল !

কবি রাম বন্দ্যো আমার পাশেই ছিলেন। তিনি বলিলেন,— "মর্ত্তে্য স্বরলোকের ছায়া-পরিচয় পেলে !"

কবি হইবার মক্সো হিসাবে বা স্বভাবের বশে আমিও একটু তন্ময় ছিলাম, বলিলাম,—"সত্যই, এমনটি পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই !"

ইচ্ছা সত্ত্বেও একটা কবির মত কথা যোগাইল না !

রামবাবু বলিলেন,—"চললুম।"

বলিলাম,—"কোথায়,—বাড়ী ?"

রামবাবু বলিলেন,—"বোধ হয়—না, একটু নিরিবিলিতে।"

আমি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম,—"সে কি ? এইবারই ত' আনন্দ-পর্ব্ব আরম্ভ হবে ;—বাজির পরেই ভোজ ; ভোজের পরেই—বাগবাজারের বিখ্যাত সখের দল। তিনকড়িবাবুর এক্‌টিং শুনবেন না ?"

রামবাবু বলিলেন,—"এ ভাবটাকে "দাগী" করতে চাই না,—

ছাই-ভস্ম চাপা দিয়ে এর মর্য্যাদা নষ্ট করতে পারব না।" এই বলিয়া তিনি অন্যমনস্কভাবে চলিয়া গেলেন।

সদরে তখন হাউই তারা কাটছে, চরকী সোনা ধুন্‌ছে। দেখিলাম তিনি সেদিক হইতে মুখ ফিরাইয়া সোজা গঙ্গার ঘাটের পথ ধরিলেন।

দোটানায় পড়িয়া আমার মনটা দমিয়া গেল; বাজি দেখার উৎসাহ রহিল না। ফিরিয়া গিয়া পূজার দালানের পৈটায় বসিয়া পড়িলেন।

তখন বাজি পোড়ানোর ধূম চলিয়াছে, মেয়ে পুরুষ প্রায় সকলে তাহা দেখিতে গিয়াছে।

পূজার দালানের দক্ষিণ গায়ে স্ত্রীলোকদের অন্দর হইতে যাতায়াতের একটি দ্বার আছে; পূজারী সেই দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"ওগো মায়েরা—এ বাড়ীর গিন্নীমাকে এখানে একবার আসতে বলুন।"

ফিরিয়া দেখি—সেই পূর্ব্ব-পরিচিত বেশে থাকো উপস্থিত হইয়া বলিতেছে,—"আপনি কি আমাকে ডাক্‌চেন?"

পূজারীবলিলেন,—"না, তোমাকে ডাকিনি, এ বাড়ীর গিন্নীকে এখানে একবার ডেকে দিতে বল্‌চি।"

থাকো ধীরভাবে বলিলেন,—"তার প্রতি কি আদেশ বলুন?"

পুরোহিত একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—"তাঁর প্রতি এখানে আসতে আদেশ।"

থাকোকে তখনো দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া, কি ভাবিয়া

ব্রাহ্মণ একটু শান্তভাবে বলিলেন,—"বোলো, তিনি না এলে আমি দর্পণ বিসর্জ্জন করতে পারচি না, অপেক্ষা ক'রে রয়েছি। এখনি ভোজ আর নাচ গান দিয়ে দালান উঠোন একাকার হয়ে যাবে, তার আগে আমার সমাপ্ত করা চাই,—যেন বিলম্ব না করেন।"

থাকো বিনীত-ভাবে বলিল,—"আমি ত আপনার আদেশ পালন করবার জন্যে উপস্থিত রয়েছি, আপনি কি বললেন বলুন না।"

পুরোহিত চকিতভাবে থাকোর মুখের দিকে চাহিয়া ফেলিলেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি কেবল তাহার আধ-ময়লা কস্তা-পেড়ে কাপড়ই দেখিয়াছিলেন। আবিষ্টের মত বলিলেন,—"ওঃ—তা না ত' কি মা নিজে আসেন! কি ভুল-ই করেছি। আমি নূতন লোক—আজ মাত্র এসে, কিছু মনে ক'র না মা।"

থাকো বাধা দিয়া বলিল,—"ও-সব কি বল্‌চেন বাবা,—আমাকে কি করতে হবে বলুন।"

পূজারী নিজে যে বড় লজ্জিত হইয়াছেন, তাঁহার কথায় সেইটুকুই প্রকাশ পাইল; কিন্তু বাস্তবিক তিনি থাকোর দিকে চাহিয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন। চট্‌কা-ভাঙ্গার মত বলিলেন,—"হ্যাঁ—তা তুমি বিশ্বাস করতে পারবে। ছাখ মা,—কৃপাময়ী আজ এখানে স্বয়ং উপস্থিত, তোমার যা কিছু প্রার্থনা থাকে—মাকে জানিয়ে প্রণাম কর, আজ তোমার কোন কামনাই ব্যর্থ হবে না—আমার এই কথাটি মনে রেখ মা। এই জন্যেই তোমাকে ডেকেছি।"

বলার সঙ্গে সঙ্গেই আঁচলটি গলায় দিয়া থাকো বদ্ধাঞ্জলি হইতেই, পূজারী ব্যস্ত হইয়া বলিলেন,—"ওকি মা, তবে কি আমার

কথাটা তোমার বিশ্বাস হ'ল না! খুব সাবধান, আগে বেশ মনস্থির ক'রে অভীষ্টটি ভেবে-চিন্তে নাও; মনে রেখ—এ শুধু প্রতিমা প্রণাম করা নয়,—একাগ্রে মার কাছে আজ যা চাইবে তাই পাবে। গরীব ব্রাহ্মণের কথা অবিশ্বাস কোর না।"

বিনীত কণ্ঠে—"আমার যে ভাবা আছে বাবা।" বলিয়াই থাকো প্রণতা হইল।

পূজারী তাহার প্রতি চাহিয়া অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিলেন—"আমার কথার গুরুত্বটা একবার ভাবলেও না!" এই কথাটাই তাঁর সমস্ত শরীর-মনকে ক্ষুব্ধ করিতে লাগিল,—একটু অভিমানও অনুভব করিতে লাগিলেন।

মিনিট-দুই মধ্যে থাকো চক্ষু মুছিতে মুছিতে উঠিতেই পূজারী আত্ম-সম্বরণ করিতে না পারিয়া বলিয়া ফেলিলেন,—"এত বড় গুরুতর বিষয়ে তোমার এই তাচ্ছল্য-ভাব দেখে আমি আশ্চর্য্য হয়েছি;—আমার কথাটা তা'হলে বিশ্বাস করনি দেখছি! যাক্ —যদি গোপন রাখবার মত কিছু না হয় ত' মার কাছে কি প্রার্থনা করলে—বলবে কি?"

"গোপন কি বাবা, মেয়েদের—বিশেষ করে 'মায়েদের' যা সবার বড় কামনা—মাকে তাই জানিয়েছি।" এই বলে থাকো নীরব হইল।

পূজারী মূঢ়বৎ চাহিয়া বলিলেন,—"বুঝতে পারলুম না যে মা।"

থাকো নিম্ন-দৃষ্টিতে সলজ্জভাবে বলিল,—"বাবা,—মা আমাকে কৃপা করে সব সুখ দিয়েছেন,—স্বামী, একটি ছেলে, একমাত্র নাতী, আর এই যা কিছু দেখছেন। বড় ভয়ে ভয়ে এতদিন ভোগ

করচি। বড় সুখের সঙ্গে বড় ভয়ও থাকে বাবা! তাই মা'কে বললুম—"এই সুখের মাঝখানে—সব অটুট থাকতে থাকতে, তিনি দয়া করে আমাকে তাঁর পাদপদ্মে নিয়ে নিন।"

পূজারী বিচলিতের মত বলিয়া উঠিলেন,—"অ্যাঁ—করলি কি মা! এ কি সর্ব্বনাশ করলি! আমি যে এত করে বললুম—খুব সাবধান—মা উপস্থিত—আজ যা চাইবে তাই পাবে।"

থাকো বলিল,—"তাই ত' চেয়েছি বাবা!"

পূজারী এতই বিচলিত হইয়াছিলেন যে, বলিয়া ফেলিলেন,—"আমার মাথা চেয়েছ,—এত ঐশ্বর্য্যের, এত সুখের মধ্যে এ কি চাওয়া! আমি মিছে এত শাস্ত্র ঘেঁটে মলুম,—তোমাদের চিন্‌তে পারলুম না!"

সুমধুর বিনম্র কণ্ঠে—"আপনি যে 'মেয়েলি-শাস্তোর' পড়েননি বাবা।" বলিতে বলিতে থাকো চক্ষের নিমেষে পুরোহিতের পদধূলি লইয়া, বিজয়িনীর মত—হাসিমুখে দ্রুত প্রস্থান করিল।

পুরোহিত বিমূঢ়বৎ—অপলক নেত্রে দাঁড়াইয়া রহিলেন।



তাহার পর কয়েক মাস গত হইয়াছে। একদিন প্রাতে দেখি গ্রামের ইতর-ভদ্র স্ত্রীলোকেরা—মায় বৌ-ঝি, বাহ্যজ্ঞানশূন্য, অসংযত,—গঙ্গার ঘাটে ছুটিয়াছে।

কারণটা জানিবার জন্য একজন বয়িয়সীকে জিজ্ঞাসা করায়, তিনি হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন,—"আর বাবা, সর্ব্বনাশ হ'ল, আমাদের থাকো চল্‌লো।"

গত কোজাগর লক্ষ্মীপূজাব কথাটা যুগপৎ স্মরণ হইযা বুকটা ছাঁৎ করিযা উঠিল।

গিযা দেখি—ঘাটে লোকারণ্য! সকলেবি বদনে বিষাদ, নযনে জল, মুখে 'হায-হায' ছাড়া ভাষা যেন স্বযং মূক হইযা গিযাছে। থাকোকে শাযিত অবস্থায সেই পরিচিত বেশেই দেখিলাম,—সেই লাল কস্তাপেড়ে শাড়ী,—সেই নথ,—সেই শাঁখা আব বালা!

ভাষা পাইলাম কেবল কর্ত্তা ও গৃহিণীর মুখে!

থাকো বলিতেছে,—"ছিঃ, পুরুষ মানুষের অমন হ'তে নেই, পাযের ধুলো দাও।"

কর্ত্তা বলিলেন,—"ভগবান এতটা দিলেন, সে সুখ একদিন ভোগ করলে না, এই আমাব দুঃখ।"

থাকো সিক্তকণ্ঠে বলিল,—"ওগো, তুমি জান না,—আমার এত সুখ যে তা সযে থাকতে আর সাহস হচ্ছিল না; মেযে মানুষের অত সুখ বেশী দিন করবাব লোভ রাখতে নেই গো!" এই পর্য্যন্ত বলিযা হাত দু'খানি কষ্টে বক্ষেব উপর তুলিযা জোড় করিতে করিতে এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে চক্ষু বুলাইযা জড়িত-কণ্ঠে বলিল,—"এঁদের—নিযে—থে—ক।" হাত আর মাথায উঠিল না,—দুই ধারে পড়িযা গেল।

চাটুয্যেমশাই বালকের মত কাঁদিযা উঠিলেন; শতকণ্ঠে হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইল।

দর্পণ-বিসর্জ্জন শেষ হইযা গেল। পল্লীলক্ষ্মী বিদায লইলেন।

বিবর্ত্তন

সেকাল

"সেকাল" কথাটার কোন বিশেষ অর্থ না থাকিলেও, ও-কথাটা বলিবার অবাধ অধিকার—বাল, বৃদ্ধ সকলেরি সব যুগে আছে। ওর আদি অন্ত না থাকায় কাজের লোকেরা ওর মধ্যটাকে 'সালের' বেড়া দিয়া কাজ সারেন। আমাদের এই আলোচ্য 'সেকালের' খানিকটা গত শত-বর্ষের মধ্যেই পড়ে, বাকিটা তার ও-পারে।

তখন ছিল চতুষ্পাঠী বা টোল; সেখানে ব্রাহ্মণ-বালকেরা শাস্ত্রীয় শিক্ষা লাভান্তে 'ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত' বনিতেন; "ধর্ম্ম (+ দশকর্ম্ম) আর মোক্ষ" ছিল সে শিক্ষার লক্ষ্য। অধ্যাপকেরা শিক্ষার্থীদের এই বিদ্যা দান করিতেন—মায় অন্ন। আর সর্ব্বসাধারণের জন্য ছিল পাঠশালা; সেখানে নাম মাত্র দাম দিয়া, প্রচুর পরিমাণে বেত্রদণ্ড প্রাপ্তি সহ বালকেরা "কাম আর অর্থ" আদায়ের উপায় লাভে সমর্থ হইত। অর্থাৎ পাঠশালা আর চতুষ্পাঠী এতদুভয়ের চেষ্টায় দেশের চতুর্বর্গ (ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ) বজায় থাকিত।

চতুষ্পাঠী ছাত্রদের শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধ মানিয়া চলিতে হইত। শাস্ত্রকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব হইতেও পারে, কিন্তু পাঠশালার পড়ুয়াদের সে ফাঁক আদৌ ছিল না;—সেখানে

শাসনকর্ত্তা স্বয়ং গুরুমহাশয়—বেত্রাসুর মূর্ত্তিতে বর্ত্তমান। কাজেই বালকদের বা বিদ্যার্থীদের লেখাপড়ার বয়সে কোনরূপ বিলাস-বাসনা বা সখের সম্পর্ক মাত্র রাখিবার বিধি কোথাও ছিল না। নিবৃত্তিমার্গই ছিল তাহাদের রাজপথ।

* * * *

এবম্বিধ কালে একদা বারোয়ারি-তলায়, নবপ্রসিদ্ধিপ্রাপ্ত গোপাল উড়ের বিদ্যাসুন্দর যাত্রা হইয়া গেল।

শিরোমণি মহাশয়ের পঞ্চদশবর্ষীয় পুত্র পঞ্চানন বাপের কাছে পাণিনি পড়িত। তাহাকে কঠোর নিবৃত্তি-চর্চ্চার সাধক করিয়া রাখিলেও, সে-দিন সে কোনমতে লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া অতি গোপনে উক্ত যাত্রা শুনিয়া আসিয়াছে। তাহাতে তাহার চোখের ঠুলি একটু সরিয়া পড়িয়া সহসা তাহাকে একটা নূতন দিক দেখাইয়া দিয়াছে; তাহার অবরুদ্ধ প্রকৃতি একটু ছাড়া পাইয়াছে। সেইটুকু আনন্দই সে সামলাইতে পারিতেছিল না।

সে প্রত্যূষে উঠিয়া যথারীতি পাণিনি খুলিয়া পড়িতে বসিয়াছিল, কিন্তু প্রাণ তাহার অন্যত্র থাকায় পাণিনির সূত্রগুলি ছিঁড়িয়া কেবল তাল পাকাইতেছিল! ক্রমে এদিক-ওদিক দেখিয়া পঞ্চানন সতর্কতার সহিত ধীরে ধীরে আরম্ভ করিল—

"বিদ্যের লাগি হব' সন্ন্যাসী—ও হীরে মাসি—
* * * *
* * না হয় হব কাশীবাসী

গীতটি তাহার বড়ই ভাল লাগিয়াছিল।

বেচারা জানিতে পারে নাই যে, ইতিমধ্যে শিরোমণি মহাশয় তাহার শিয়রে উপস্থিত হইয়াছেন।

পুত্রের এই অভাবনীয়, তথা অশাস্ত্রীয় আচরণে সর্ব্বনাশের সূচনা দেখিয়া, তিনি রাগে, হতাশায়—"তবে রে পাজি" বলিয়া সজোরে এক শাস্ত্রীয় চপেটাঘাতে পঞ্চাননকে পাড়িয়া ফেলিলেন। এই বজ্রপাতটা হঠাৎ হওয়ায়, আহত পঞ্চানন mustard-flower (সরষে ফুল) দেখিতে লাগিল। সে শব্দ ছিটে-বেড়ার ছিদ্রপথে অন্দরে প্রবেশ করায় ব্রাহ্মণী ছুটিয়া আসিয়া দেখেন পপাত-পঞ্চাননের পঞ্চত্ব-প্রাপ্তির আযোজন আসন্ন। শিবোমণি রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে খড়ম খুলিবাব চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু মুক্তকচ্ছ হইয়া পড়ায় হাতটা কেবলি ভূলুণ্ঠিত কাছায় ঠেকিয়া বাধা পাইতেছে।

এই সময় সহসা ঘূর্ণীর মত ব্রাহ্মণীর আবির্ভাবে শিবোমণি মহাশয় একটু থতমত খাইয়া গেলেন, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেব এটা স্বাভাবিক ধর্ম্ম। কিন্তু উষ্মা প্রবল থাকায় অসামাল হইয়া বলিয়া ফেলিলেন—"তোমার গর্ভটি যে গন্ধর্ব্বপুরী তা জানতুম না,—পেঁচো আজ পঞ্চমস্বরে পাণিনি আলাপ কবছিল, সেটা শ্রবণ করা হয়েছে কি? বেটা বলে—'বিদ্যের লাগি হব সন্ন্যাসী,—না হয় হব কাশীবাসী! বলিতে বলিতে বাগ ব্রহ্মরন্ধ্রে ঠেলিয়া উঠায়,—"তবে র‍্যা বেল্লিক" বলিয়া খড়ম খুলিতে খুলিতে বলিয়া ফেলিলেন,—"অনড্বানের আজ রক্ত মোক্ষণ কোবব!"

ব্রাহ্মণী ক্ষিপ্রহস্তে খড়ম কাড়িয়া লইয়া মুহূর্ত্তে অক্ষিগোলকদ্বয়কে

ভ্রূদ্বয়ের স্থানে এবং ভ্রূদ্বয়কে কপালের পরপারে পাঠাইয়া, ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া মুমূর্ষুপ্রায় মৃদু আওয়াজে বলিলেন,—"অ্যাঁঃ… ব্রাহ্মণ হয়ে কি সর্ব্বনাশ কর্‌লে বল' দিকি!"

শিরোমণি ভয়ে একদম কাট মারিয়া বলিলেন,—"কেন, কি করলুম গিন্নি!"

ব্রাহ্মণী এইবার তার-ছেঁড়া তানপুরার সুরে বলিলেন,—"কি করলে! সর্ব্বনাশ করলে, আর কি করলে! এ'তো বিদ্যেয়ের সভা নয়, পণ্ডিতি ক'রে "মোক্ষণ" কথাটা না বল্‌লে কি শিরোমণিত্ব যেত'! ঐ শব্দটা যদি বাইরের কারুর কানে গিয়ে থাকে, সে ঠিক শুনে থাকবে "ভক্ষণ"। ও-কথাটা ত' সচরাচর ব্যবহার হয় না—সাধারণেও বোঝে না। তার ওপর "অনড্বান"ত ছিলই! তা হ'লে দাঁড়ায় কি?"

শিরোমণি কানে আঙ্গুল দিয়ে তিনবার শ্রীবিষ্ণু শ্রীবিষ্ণু বলিতে বলিতে এতটুকু হইয়া গেলেন; তাড়াতাড়ি মুক্তকচ্ছ অবস্থাতেই, কেহ শুনিল কি না দেখিতে বাহিরে ছুটিলেন!

যদু গোয়ালাকে গরু চরাইতে যাইতে দেখিয়া—"যদু—যদু—শোন্, আমি ব্রাহ্মণ—নির্ব্বংশ হবি যদি—"

ব্রাহ্মণী ধমক্ দিয়া বলিলেন,—"এদিকে এস', ওকে ডাকা হচ্ছে কেন?"

শিরোমণি বলিলেন,—"শুনেছে কি না সেটা পরীক্ষা—"

ব্রাহ্মণী বলিলেন,—"আর ঘাঁটিয়ে ঢাক বাজাতে হবে না; সে আমি সামলে নেব অখন—"

শিরোমণি মিনিট খানেক স্বস্তির দৃষ্টিতে ব্রাহ্মণীর দিকে তাকাইয়া অর্দ্ধসিক্তনয়নে কৃতজ্ঞকণ্ঠে বলিলেন,—"নারায়ণ না করুন —তোমার অভাবে আমাকে শাঁস-শূন্য সামুকের খোলার মত শেষ পর্য্যন্ত হাঁ ক'রে চিৎ হয়ে পড়ে' থাকতে হবে—"

ইতিমধ্যে ব্রাহ্মণীর চক্ষু ও ভ্রূদ্বয় আপনাপন নির্দ্দিষ্ট স্থান গ্রহণ করিয়াছিল, তিনি বাধা দিয়া চোখের কোণে অফুটন্ত হাসি চাপিয়া বলিলেন,—"বেশ ত'—আব্রহ্ম নস্য ঠেশে নিরেট হ'য়ে থাকতে পারবে—"

শিরোমণি মহাশয় সজোরে মাথা নাড়িয়া বলিলেন,—"না—না, সে হতেই পারে না, আমি আশীর্ব্বাদ করছি তুমি দীর্ঘজীবী হও, আমি যেন তোমাকে রেখে যেতে পারি—"

ব্রাহ্মণী ঈষৎ রোষভরে বলিলেন,—"এ কি শিরোমণির মত কথা হচ্ছে, লোকে শুনলে বল্‌বে কি!"

পঞ্চাননের কথা শিরোমণির আর স্মরণ ছিল না, তিনি বলিলেন,—"চুলোয় যাক্ লোকের কথা, তুমি না থাকলে আর শিরোমণি রইল কই,—দীপশূন্য দেয়্‌কো! যদি যাওই (ওরে বাপরে—তা হবে না) তো আমাকে নিয়ে যেও,—আমার গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটবে! আমি অনাথ হ'য়ে—

ব্রাহ্মণী ধমক্ দিয়া বলিলেন,—"তুমি চুপ কর ত'। কিন্তু বলে দিচ্চি—খবরদার আর মিথ্যে মিথ্যে ছেলেকে মারধোর কোর' না।"

এতক্ষণে ছেলের উপস্থিতি সম্বন্ধে হুঁস্ হওয়ায়, শিরোমণি

একটু সুর সামলাইয়া বলিলেন,—"আচ্ছা তাই হবে, তা ও-গুওটা বিদ্যের লাগি—"

ব্রাহ্মণী বলিল,—"হ্যাঁ, তাতে হয়েছে কি। বিদ্যের লাগি লোক কি না করেছে,সন্ন্যাসী হবে তা আর বড় কথা কি! ব্রাহ্মণের ছেলে কি মুখ্খু হয়ে ঘরে বসে' থাকবে! নিজে শিরোমণি হয়েছ, ওর আর কিছু হয়ে কাজ নেই ত'!"

শিরোমণি একটু ভাবিয়া বলিল,—"ওঃ—তাই না কি?"

ব্রাহ্মণী বলিল,—"তা না ত' কি। সব কথার অত কদর্থ কর কেন?"

শিরোমণি বলিল,—"তবে—গুওটার হীরে-মাসী জোটে কোথা থেকে?"

ব্রাহ্মণী সহাস্যে বলিল,—"আঃ আমার পোড়াকপাল। তোমার বড় শালীর নামটাও শোন নি! সে যে পাঁচুকে মানুষ করেছে, তাই ওর যত' কথা যত' আবদার তার কাছে; স্বপ্নেও তার সঙ্গে কথা কয়।"

শিরোমণি বলিল,—"সুরে নাকি? সুর জোটে কোথা থেকে?"

ব্রাহ্মণী বলিল,—"তুমিই জুটিয়েছ, আর তোমার পাণিনি জোটাচ্ছেন।"

শিরোমণি আশ্চর্য্য ও বিস্ময় মিশ্রিত স্বরে বলিলেন,—"কি রকম? আমাদের বংশে ও অপবাদ কোন' পুরুষে নেই।"

ব্রাহ্মণী বলিল,—"তুমি পাঁচুকে বেদ পড়তে কাশী পাঠাবে বল নি? সুরে সামবেদ পাঠ করতে হয় শুনে পর্য্যন্ত বাছা আমার

সাহেবদের গতিবিধি দেখা দিতেছে। পণ্ডিতদের মুখে "গেল গেল" রব উঠিয়াছে।

পঠন পাঠনের ধারা বদলাইলেও, সে কালের জের হিসাবে, শাসন সম্বন্ধে পূর্ব্বসংস্কার তখনো ছাড়পত্র পায় নাই, হরিতকীর খোসার মত শাঁসে আবদ্ধই আছে। গীতবাদ্যাদি চর্চ্চা যে পাঠ্যাবস্থার প্রবল পরিপন্থী, সে সংস্কার শিক্ষকদের ছাড়ে নাই,—শাসন-পর্ব্ব কিছুমাত্র খর্ব্ব হয় নাই। বেত্র সর্ব্বত্র সহজ-প্রাপ্য না থাকায়—ইস্কুল কম্পাউণ্ডে মেথি গাছের বেড়াব চাষ রীতিমত চলিত, এবং তাহাই ছিল শিক্ষক মহাশয়দের অস্ত্রাগার। সেই ব্যূহ ভেদ করিয়াই বাঙ্গালার বিখ্যাত ও স্মরণীয় রথীরা বাহির হইয়াছিলেন।

* * * *

এ হেন "কালে" কস্যচিদ্ উচ্চ ইংরাজি ইস্কুলের থার্ডমাষ্টার বেণীবাবু একদা অকস্মাৎ রজনীর "Moral class book (নীতিবোধ) পুস্তকের এক নিভৃত স্থানে, পেন্সিলে ক্ষুদ্রাক্ষরে লেখা—

"পিরীতি দেখিয়া পড়সী করিব,—
তা বিনু সকলি পর।"

আবিষ্কার করিয়া শিহরিয়া উঠিলেন।

ফলে—রজনীর মাথায় গাধার টুপি উঠিল, এবং তাহার গুণ ব্যাখ্যা করিতে করিতে ছোট বড় ক্লাসে তাহাকে ঘুরাইয়া শেষে

হেডমাষ্টারের কাছে হাজির করা হইল। এই গুরুতর অপরাধটি টীকাসহ বর্ণনান্তে বেণীমাষ্টার দৃঢ়তার সহিত রায় প্রকাশ করিলেন,—"এ ছেলের আর কিছু হবে না; অপর ছেলেদের মাথা খাবার যন্ত্র স্বরূপে ওকে আর ইস্কুলে রাখা সমীচীন নয়।" ইত্যাদি

জেরার জোরে ও সাক্ষ্যের মুখে প্রকাশ পাইল—বেণীমাষ্টারের পুত্র কিশোরী ও রজনী গঙ্গার আঘাটায় বটতলায় বসিয়া সুর-লয়ে উক্ত পদটি আলাপ করে। কিশোরীর কাছে রজনী শিখিয়াছে।

শুনিয়া মাষ্টারেরা নির্ব্বাক।

বেণীমাষ্টার মৃদু হাসির পরদায় ক্রোধ ঢাকিবার বিফল চেষ্টা করিয়া বলিলেন,—"কি সব ধড়িবাজ ছেলে, আমার ছেলেকে জড়িয়ে কেস্‌টা হাল্‌কা করতে চায়। আমি তাকে সর্ব্বক্ষণ চোখে চোখে রাখি,—আমার ছেলেকে আমি চিনি না! কত পরের গাধা পিটে মানুষ বানিয়ে ছেড়ে দিলুম, আর নিজের ছেলের ওপর আমার নজর নেই! সে অন্য চর্চ্চার ফাঁক্ পেলে ত!—সন্ধ্যাহ্নিকের বদলে সকাল সন্ধ্যে মহাভারত মুখস্থ করতে দিয়েছি,—সুভদ্রাহরণ পর্য্যন্ত সেরেছে—"

দয়াল পণ্ডিতমশাই গোঁফ-বর্জ্জিত বদনে বিস্ময়ের রং চড়িয়ে বলিয়া ফেলিলেন,—"অ্যাঁ—বলেন কি, এত দূর এগিয়েছে! বা রে কিশোরি! সে গেল কোথায়?" বলিয়াই কাসির মধ্যে হাসি সামলাইতে সামলাইতে বারাণ্ডায় আসিয়া দেখেন—কিশোরী তখন বেড়ার বাইরে্।

হেডমাষ্টার রজনীর বইখানি লইয়া রবার দিয়া পিরীতি ঘষিয়া, তাহার একপুরু ছাল তুলিয়া দিলেন। Moral class bookএর কলঙ্ক মোচনান্তে রজনীকে বলিলেন,—"এটা ছিল তোমার পিরীতির খসড়া, তাই ক্ষমা পেলে। ও-সব চর্চ্চা তোমার এ বয়সের নয়— পঠদ্দশার নয়। আর যেন না শুনতে পাই।"

সে যাত্রা রজনী রক্ষা পাইল।

এই মোলায়েম বিচারে বেণীমাষ্টার খুসী হইলেন না, তিনি বলিলেন,—"এরূপ Caseএ আজ আপনি বেতের ব্যবস্থা না করায়, সন্দেহ হয় আমাদের বেতনও আর বেশী দিন পেতে হবে না ; এ ইস্কুল উঠে যাবে।"

* * * *

টিফিন্-রুমে (Tiffin roomএ) মাষ্টার ও পণ্ডিতদেব এই আলোচনাই আজ চলিতে লাগিল। দয়াল পণ্ডিতমশাই ডাবা হুঁকায় টান দিয়া, বিশেষ উদ্বেগ-ব্যঞ্জক বদনে বাহিরের দিকে মুখ রাখিয়া আপনা-আপনি আবৃত্তি করিলেন—

"এ যৌবন জল-তরঙ্গ রোধিবে কে ?'

নবীনমাষ্টার বলিলেন—"যৌবন ত' নয়, এরা তরলমতি তরুণ, স্বভাবতই—খেলা, গীত, বাদ্য, এদেব প্রিয়। আপনার যত্ন নত্ব নিংড়ে যে সুমধুর রস পায, আর গ্রামারেব সঙ্গে "মার্" যোগে যে আরাম ভোগ করে, সেটা বহু আয়াসে এদের হজম করাতে হয। এ সময় খেলা বা গীত বাদ্যাদির ঝোঁক্ ধরলে, সেইটাই চব্বিশ ঘণ্টা

মাথায় থাকবে, কারণ তাতে স্বাভাবিক আনন্দ বর্ত্তমান, তাতে ওদের লওয়াতে কাকেও কষ্ট পেতে হয় না। বাপ-মা মাইনে দিয়ে খালাস, ছেলে মানুষ-করবার ভার মাষ্টারের, এই তাঁদের ধারণা, আর মাসিক ছ'গণ্ডা পয়সা দিয়ে এই তাঁদের আবদার আর দাবী! সুতরাং ইস্কুলে ও-সব সহজ-প্রিয় জিনিসের প্রশ্রয় দিলে, ছেলেদের যে জন্মে বিদ্যালয়ে আসা, সেটা ভেতর ভেতর বারো আনা বাদ পড়ে যাবেই এই ত' আমার মনে হয়, তা পণ্ডিতমশাই যতই সমর্থন করুন। সকল রসোপলব্ধিরই বয়স আছে—ছেলেদের লেখাপড়াটা কিন্তু জোর করেই শেখাতে হয়, তারা প্রায়ই কেউ ইচ্ছে ক'রে ঝোঁকে না। তাই আমার ধারণা—গীতবাদ্যাদি বা স্বাস্থ্যের নামে লম্বা খেলা,—লেখাপড়ার অন্তরায়।"

নবীনবাবুর কথা সকলেই সমর্থন করিলেন। দয়াল পণ্ডিতমশাই দেয়ালের গায়ে পেরেকে হুঁকাটি সংলগ্ন করিতে করিতে ধীরে ধীরে বলিলেন,—"হরে মুরারে!"

* * * *

ইস্কুলে আজ মাসিক মিটিংয়ের দিন ছিল। ইস্কুলের ছুটির পর তাহা আরম্ভ হয়, মাষ্টারদের বাড়ী ফিরতে রাত আটটা বাজে। কিন্তু আজ ছেলেদের এই রস-সঞ্চারের ফলাফল আলোচনার পর মাষ্টারদের মিটিং করিবার মত মানসিক অবস্থা না থাকায় তাহা স্থগিত হইয়া গেল। বেণী মাষ্টারের উপর বিদ্যার্থী বালকদের রসস্থ হইবার কুফল সম্বন্ধে একটি Essay (প্রবন্ধ) লিখিবার ভার

পড়িল। এই শনিবার Hallএ (হল ঘরে) ছাত্রদের সমক্ষে তাহা পাঠ করা হইবে।

বেণীমাষ্টার উৎসাহের সহিত ভার লইয়া, ও এক পাইট্ কালি লইয়া বাড়ী ফিরিলেন।

প্রহ্লাদ ফোর্থ ক্লাসে পড়িলেও, সেকেণ্ড্ ক্লাসের ছেলেরা পর্য্যন্ত তাহার গুণমুগ্ধ ছিল। সে কলিকাতার থিয়েটার দেখিযাছে ও সেই অনুকরণে—"বসন্ত নিতান্ত সখি সুখকর সে-জনে" প্রভৃতি গানগুলি গাহিতে পারে।

বেণীমাষ্টারের ছেলে কিশোরী থিয়েটার না দেখিলেও তাহার গলা ভাল। প্রহ্লাদ ওস্তাদ হইলেও সম্প্রতি ছেলেরা কিশোরীর গান শুনিতে ঝুঁকিযাছে। সে-কারণ প্রহ্লাদ বিশেষ ঈর্ষা অনুভব করিতেছিল।

বহু পূর্ব্বে ইস্কুল হইতে সরিযা পড়ায, আজ যে মাষ্টারদের মাসিক মিটিং বন্ধ রহিল, এ সংবাদ কিশোরী পায নাই। তাই সে নিশ্চিন্ত মনে বাহিরের ঘরে 'ওযেবেষ্টার' বাজাইয়া একটি গান প্র্যাকটিস্ করিতেছিল।

প্রহ্লাদ সব জানিত, সে ইস্কুল হইতে সত্বর আসিযা, কিশোরীর অজ্ঞাতে বাহির হইতে তাহার গান শুনিতেছিল।

বেণীমাষ্টার মহাশয়কে আসিতে দেখিযা সে সেই দিকেই দ্রুত অগ্রসর হইল।

বেণীমাষ্টারের মেজাজ ভাল ছিল না, তিনি তাহাকে দেখিয়া বলিলেন,—"কিরে পেল্লাদে, এখানে আবার কি হচ্ছিল?

কিশোরীর মাথা খাবার চেষ্টা বুঝি! ফের্ দেখি ত' আছড়ে মেরে ফেলবো।"

প্রহ্লাদ সে কথার উত্তর না দিয়া, বেশ সপ্রতিভভাবে বলিল,—"মাষ্টারমশাই, আপনার সঙ্গে দেখা করতে বোধ হয় গোপাল-বাবু এসেছেন।"

বেণীবাবু বিরক্তির সহিত প্রশ্ন করিলেন,—"কে গোপাল-বাবু?"

প্রহ্লাদ—"বোধ হয় গাইয়ে হুলোগোপালবাবু," বলিয়াই সরিয়া গেল।

গাইযে গোপালবাবু ঐ নামেই পরিচিত ছিলেন। প্রহ্লাদ কয়েকবাব কলিকাতায় মাসির বাড়ী গিয়া এ সব সংবাদে পাকা হইয়া আসিযাছিল। হুলোগোপালবাবু যে বেণীবাবুর আলাপি বন্ধু, এবং কিশোরীর উপনয়নের সময় আসিয়াছিলেন, সে তাহাও জানিত।

বেণীবাবু তাড়াতাড়ি রুমাল দিয়া তাঁর ধূলিধূসর পেনেলা জুতা জোড়াটি ঝাড়িয়া, মুখ মুছিতে মুছিতে অগ্রসর হইলেন। বহির্বাটীর বাগান পার হইতেই মৃদু মিঠে সুর কানে আসিল—

"বাঁধা যার কাছে মন—আছে তার কাছে প্রয়োজন;

*   *   *   *

সে বিনে যে প্রাণে, বাঁচিনে বাঁচিনে,
কতকাল আর প্রবোধি বচনে,—
মন না মানে বারণ!"

বেণীমাষ্টারের প্রাণে যে রুদ্ররস ছাড়া আর কোন রস থাকিতে পারে, এ কথা তাঁহার পত্নীও ভাবিতে পারিতেন না। গান পশুপক্ষীকেও মুগ্ধ করে। বেণীমাষ্টার এ দুয়ের একটিও না হইলেও, ছেলেদের মধ্যে তিনি বাঘা-বেণী বলিয়াই সুপরিচিত ছিলেন। যাহা হউক, গান শুনিয়া বেণীমাষ্টারের মেজাজ নিমেষে মেঘমুক্ত ও স্বচ্ছ হইয়া গেল, মুখে হাসি খেলিল, এবং বুকে একটা স্ফূর্ত্তি জাগিয়া উঠিল। ভাবিলেন, বন্ধু তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া, এই গানটি রহস্যচ্ছলে আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি সেই আনন্দের ঝোঁকে, প্রবেশ মুখে—পাল্টা হিসাবে, মাথা নাড়িয়া—

"সে চাঁদ চকোর হয়ে, কেন ভূমে লুটাইয়ে,
শ্যাম—চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে কেন যাও না ."

ভাঁজিতে ভাঁজিতে একদম ঘরের মধ্যে হাজির!

এ কি! এ যে কিশোরী!

তাঁর চোখের সামনে বিশ্বটা যেন দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, আর তার হো হো শব্দ কর্ণে যেন বিকট বিদ্রূপ বর্ষণ করিতে লাগিল। পরে,—রাগে লজ্জায় আহত ফণীর মত ফুলিয়া উঠিলেন, কিন্তু কর্ত্তব্যটা কোথা হইতে আরম্ভ করিবেন, তাহা মাথায় না আসায়—রোষ-কম্পিত হস্তে বোতলের সমস্ত কালিটুকু কিশোরীর মাথায় ও মুখে নিঃশেষ করিবার পর বাক্‌শক্তি ফিরিয়া পাইলেন, ও আসল কাজে হাত দিলেন,—রাস্‌কেল্, ব্রুট্, ব্ল্যাগার্ড, ডেভিল্, —এক একটি উচ্চারণের সহিত এক একখানি বাঁধানো-বই

কিশোরীর মাথায়, পিটে, সজোরে পড়িতে লাগিল। শেষ শিবশূল-সদৃশ ছারপোকার শান্তি-নিকেতন প্রাচীন ওয়েবেষ্টার খানি তুলিবার সঙ্গে সঙ্গে পত্নী দ্রুত আসিয়া তাহাতে ধাক্কা দিতেই, বইখানা সাতখানা হইয়া দূরে গিয়া পড়িল।

বেণীবাবু রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে পত্নীকে বলিলেন,—"চলে যাও এখান থেকে—"

পত্নী বলিলেন,—"কি,—হয়েছে কি ? মেরে ফেল্‌লে যে !"

বেণীমাষ্টার বললেন,—"ও-তো মরতেই বসেছে, আমি না মারলেও ও মরবে।"

পত্নী বললেন,—"হয়েছে কি শুনি ?"

বেণীমাষ্টার বলিলেন,—"বিশেষ কিছু হয়নি কেবল "সে বিনে" তোমার ছেলে "বাঁচিনে বাঁচিনে" হয়েচে, আর আমার শ্রাদ্ধ হয়েছে —স'রে যাও, ও এখুনি দূরে হয়ে যাক, যেখানে ওর "আছে প্রয়োজন" "Infernal wretch" বলিয়াই পদাঘাত,—"বেরো রাস্‌কেল—বাঁধা যার কাছে মন ! মাষ্টারের ছেলের গান ! ওর আজ জান্ নেবো।" বলিয়া তৃতীয় আক্রমণের উদ্‌যোগেই, মাতার সাহায্যে বাহির হইয়া কিশোরী ঊর্দ্ধশ্বাসে লম্বা দিল।

তখন সন্ধ্যা হইয়াছে।

প্রহ্লাদ মজা দেখিবার জন্য অদূরেই ছিল, সে এখন প্রমাদ গণিল ;—এতটা সে ভাবে নাই। এখন সে তাহার ভবিষ্যৎটা দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইল।

তাহার পর শোনা গেল,—কিশোরী একদম মাতুলালয়ে গিয়া

দম লইযাছে,—প্রহ্লাদ কলিকাতায মাসির বাড়ী প্রস্থান করিযাছে।

গ্রামর মেযে পুরুষে সবিস্ময়ে বলিল,—"ইস্কুলের ছেলে গান গায় কি গো! অমন ছেলে গাঁযে না থাকাই ভাল, সব ছেলের মাথা খাবে।" ইত্যাদি।

বেণীমাষ্টার এতটুকু হইযা গেলেন। তাঁর Essay লেখা ফেঁসে গেল। ইস্কুলে মাথা নীচু করিযা আসিতেন যাইতেন, আর টিফিন্-রুমের একটি কোণে "বৈরাগ্য-শতক" খুলিযা সময় কাটাইযা দিতেন।

একাল

ভূমিকা অনাবশ্যক।

আগামী শনিবার ছাত্রদের প্রাইজ বিতরণের দিন। প্রাইজ অন্তে পূজার ছুটি আরম্ভ হইবে। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট্সাহেব অনুগ্রহ করিযা সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিতে সম্মত হইযাছেন, মেমসাহেব প্রাইজ বিতবণ করবেন। সম্ভ্রান্ত গণ্যমান্য মহোদয-গণকে এবং বালকদের অভিভাবকদের কার্ড ও পত্র বিলি সুরু হইযাছে। তাহার পর পৃষ্ঠায নিম্নলিখিত কার্য্য-তালিকা বা প্রোগ্রাম্ দেওযা আছে—

(১) রিপোর্ট পাঠ, (২) আবাহন ও মাল্যদান সঙ্গীত এবং প্রার্থনা সঙ্গীত, (৩) আবৃত্তি বা রিসিটেসন্ (৪) কথোপকথন

বা ডায়েলগ্, (৫) অভিনয়, (৬) সংকীর্ত্তন, (৭) প্রাইজ্ বিতরণ, (৮) বক্তৃতা ইত্যাদি।

কার্য্যটিকে সম্যক সফল করিবার জন্য নানারূপ আয়োজন চলিতেছে। এটিকে উপাদেয় উৎসবে পরিণত করিবার জন্য মাষ্টার মহাশয়দের উৎসাহের অবধি নাই।

আজ শুক্রবার। কেবল সাজানো-গোছানো (Decoration) আর রিহার্সেল্ চলিতেছে।

জগতে অনেক জিনিষ আছে, তাহারা যত ছোট হইবে ততই তাহাদের কদর বেশী। তাক্ লাগাইবার জন্য ছেলে বাছাইও সেই লক্ষ্যে হইযাছে, সুতরাং—বালক, বাচ্চা, ডিম্ব ইত্যাদি "চয়নিকা" লইয়া তালিম ও মহলা চলিযাছে।

গোবরা ইস্কুলের বাগানের পেয়ারা চুরি করিযা 'অর্দ্ধগ্রাস' অবস্থায পকেট পুরিযাছিল তাহার প্রাণ সেইখানে পড়িযা থাকায, চারিদিক দেখিযা সন্তর্পণে বাহির করিযা আর এক কামড়ে তৃতীযাংশ মুখে পুরিযা ফেলিল। গুট্‌লের পকেটে আমসত্ব ছিল, সে পকেটে হাত পুরিযা তাহার গুলি পাকাইতেছিল, সুযোগমত সেটি মুখে ফেলিযা টিপিযা রহিল।

থার্ডমাষ্টার, একটি বালকের দিকে নজর পড়ায, বলিলেন,—কাঁদ্‌চিস্ কেন-র‍্যা ধ্যাব্ড়া!"

হুলো হামরাই হইযা বলিল,—"কাঁদবে কেন মাষ্টারমশাই, নাকে এক থাবা নস্যি পুরেছে!"

মাষ্টারমশাই উৎসাহ দিয়া বলিলেন,—"তাতে আর হয়েছে

কি, নেপোলিয়নের মা পর্য্যন্ত নস্যি নিতেন। নে আরম্ভ কর,—মনে আছে ত', যে যে কথায় জোর গমক্ দিয়ে গাইতে হ'বে ? নেঃ—

"মম চিত্ত গগন দীপ্ত করিয়া ভাগ্য চন্দ্র উদিল,"—

ইতিমধ্যে গোবরার দুঃসময় আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল ; গেঁড়ার মুখ চলিতে দেখিয়া পকেটে হাত দিয়া বুঝিল, তাহারই সর্ব্বনাশ হইয়াছে। তখন মহলা সুরু হইয়া যাওয়ায় "আচ্ছা বেটা দেখে নেব!" বলিয়াই বিক্ষিপ্ত ও অন্যমনস্কভাবে যোগ দিল।

"মম চিত্র গহন ক্ষিপ্ত করিয়া ব্যাঘ্র চন্দ্র ছুটিল,"—

পেয়ারার চতুর্থাংশ চুরি যাওয়ায় সে "বুদ্ধিভ্রংশ" হইয়াছিল, তবে 'চিত্ত' শব্দটিতে রফলা যোগ সে সজ্ঞানেই 'গমক্' হিসাবে করিয়াছিল। দুঃসময়ে যাহা হয়,—প্যাংচাঁদ তাহাকে রেহাই দিল না, রফলার ভুলটি মাষ্টার মহাশয়ের গোচর করিয়া দিল।

মাষ্টার আজ মাটির-মানুষ, তিনি বলিলেন,—"গানে ওকে ভুল বলে না, গানের প্রধান জিনিষ সুর, সুর বজায় রাখবার জন্যে মুদ্রাদোষও অভ্যাস করতে হয়। কালোয়াতি গান যখন শেখাব তখন সে সব দেখিয়ে দেব। খেয়াল যখন শিখবে তখন বুঝতে পারবে সুর ঠিক্ রেখে যা'-তা' বলে গেলেই হ'ল,—সেঁইঞা, বেঁইঞা, মেইঞা ইত্যাদি। আমাদের ভাষায় ঞ বর্ণটির ব্যবহারই নেই, কিন্তু হিন্দুস্থানীরা কায়মনবাক্যে উটির ব্যবহার করেন, তাই বড় বড় ওস্তাদদের মিঞা বলে। দেখেওথাকবে—তাঁরা যখন কোমরে চাদর জড়িয়ে, মের্জ্জাই এঁটে, পাগড়ি বেঁধে, জানু পেতে বসে

সারেঙ্গির ছড়ি টানেন, তখন তাঁদের ‘এ’র’ মতই দেখায়। তদ্ভিন্ন ছড়ি সমেত সারেঙ্গি যন্ত্রটিতে ‘এ’র সাদৃশ্যও পাওয়া যায়। এই সবগুলির একত্র সমাবেশ হয়ে ‘মুদ্রাদোষ’যুক্ত হলেই ‘মিঞা’ উপাধি লাভ হয়। যাক্ সে সব পরে হবে। গোবরা যে বৃথা কথার দিকে নজর না রেখে মূল সুরের দিকে দৃষ্টি রেখেচে, এতে আমি খুসী হয়েছি—ওর হবে। এখন লেগে যাও।”

তালিম সজোরে চলিতে আরম্ভ করিল। মাষ্টার মহাশয়ের উৎসাহ পাইয়া গোবরা পেয়ারার কথা ভুলিয়া চতুর্গুণ উৎসাহে চেত্তা মারিয়া চীৎকার করিতে লাগিল।

চন্দ্র পণ্ডিত মহাশয় বৃদ্ধ ত্রিকালজ্ঞ লোক,—তিন ‘কাল’ই দেখিযাছেন। হেড্‌মাষ্টার মহাশয়কে বলিলেন,—“আমি নিরামিষভোজী, কাল আর আমি আসব না বাবা।”

হেড্‌মাষ্টার মহাশয় আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন,—“সে কি পণ্ডিত-মশাই, কাল একটা বচ্ছরকার দিন, এত বড় উৎসব, শিবহীন যজ্ঞ কি সম্ভব!”

পণ্ডিতমশাই বলিলেন,—“আমি অভয় দিচ্ছি, তাতে কোন অনর্থপাতের সম্ভাবনা নেই, কোন “সতী” কেঁদে আছাড় খেয়ে প্রাণত্যাগ করবেন না। তিনি বহুদিন হ’ল স্বর্গে গেছেন।”

হেড্‌মাষ্টার মহাশয় হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—“সত্যি কারণটা কি, নিরামিষভোজীর সঙ্গে এ উৎসবের বিরোধটা কোথায়! এবার ত’ কোন ভোজেরই ব্যবস্থা নেই।”

পণ্ডিতমশাই বলিলেন—“একটু আছে বই কি,—আমি

সেকেলে লোক, আমার অনেক কুসংস্কারই রয়ে গেছে, তুমি ক্ষুণ্ণ হ'যো না,—বালকদের মাথা খাওয়াটায় আমার রুচি নেই।"

হেড্‌মাষ্টার মহাশয়ের মুখের হাসি নিমেষে মিলাইয়া গেল, তিনি মুহূর্ত্তমাত্র স্তব্ধভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন,—"তবে আসবেন না, কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেটসাহেব আপনার খোঁজ নেবেনই, কি বোলব?"

চন্দ্র পণ্ডিতমশাই সহাস্যে বলিলেন,—"বৃথা চিন্তা রেখ না, দিনের বেলা, কোন বুদ্ধিমানেই "চন্দ্রের" খোঁজ করবে না।" এই বলিয়াই ছাতাটি বগলে করিয়া পণ্ডিত মহাশয় বিদায় লইলেন।

হেড্‌মাষ্টার মহাশয় সেই ছাতা-বগলে ব্রাহ্মণটির দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

পণ্ডিতমশাই অদৃশ্য হইবার কয়েক মিনিট পরে তাঁর হুঁস্ হইল, তিনি দুই হাতে কোটের দুই আস্তিন ঝাড়িয়া যেন মোহমুক্ত হইলেন, ও আপনা-আপনি বলিলেন,—"নাঃ কালধর্ম্ম বজায় রেখে চলতেই হবে।—"আগে চল্—আগে চল্ ভাই" বলিতে বলিতে উচ্চ শিরে দ্রুত-চালে গট্‌গট্ শব্দে রিহার্সেল্‌রুমের দিকে চলিয়া গেলেন।

* * * *

সুসজ্জিত ইস্কুল 'হলে' প্রাইজ বিতরণ সভা বসিয়াছে। নিমন্ত্রিত স্থানীয় গণ্যমান্য ডেপুটি, জমীদার, খেতাবী, উকীল, চেয়ারে বসিয়াছেন, সাধারণ ভদ্রলোকেরা অবশিষ্ট চেয়ার বা বেঞ্চ পাইয়াছেন।

সম্মুখে সভাপতির আসন ও তৎপুরোভাগে টেবিলের উপর ফুলের তোড়া, পুরস্কার—মেডেল ও পুস্তকাদি।

পত্নীসহ জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সভাপতির আসন অধিকার করিবার পর কার্য্যারম্ভ হইল।

হেডমাষ্টার বার্ষিক বিবরণী বা রিপোর্ট পাঠ করিলেন। সকলেই বুঝিলেন, ড্রিল, ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, টেনিস এবং ম্যাচ সম্বন্ধে বেশ জোর নজর রাখা হইয়াছে; এবং তাহাতে ব্যয়ও বেশ ভদ্রোচিত। বালকদের স্বাস্থ্য ও আনন্দদানের জন্য গত বৎসরে আর অধিক কিছু করা সম্ভব হয় নাই, সেজন্য শিক্ষকেরা বিশেষ দুঃখিত।

তাহার পর প্রাইজ বিতরণান্তে, বালকদের সম্মিলিত সঙ্গীত, একক সঙ্গীত, আবৃত্তি, কথা-কাটাকাটি, অংশাভিনয়,—ঘনঘন করতালির মধ্যে এক এক করিয়া শেষ হইল। পরিশেষে বাচ্চা, ছা, ডিম সহযোগে একটি গুড়্‌গুড়ে পার্টি দেখা দিল; মাথায় রংবেরংয়েব রেশমী রুমাল বাঁধা।

সকলেই ভাবিল—সং বা ফার্স।

মেমসাহেব ক্লাউনের প্লে (ভাঁড়ামী) ভাবিয়া করতালি দিয়া হাসায়, সকলেই করতালি দিলেন ও হাসিলেন।

ফটিক হারমোনিয়ম টিপিল, ঘুঁতে খোলের পশ্চাতে থাকিয়া চাঁটি দিল, ঘেঁচি বেডউল টমেটোর মত গাল ফুলাইয়া 'পিক্‌লুতে' ফুঁ মারিল, পটলা কীর্ত্তনের সুর ছাড়িল—

বাঁশরী পরশি হৃদে মরমে রহিল বিঁধে

এতো স্বর নয়—শর গো—ও-ও-ও

এই পর্য্যন্ত গাহিয়া বেদনায় যেন মচ্‌কাইয়া পড়িল।

বাহবা পড়িয়া গেল। কেহ কেহ অবাক হইয়া শুনিতে কি দেখিতে লাগিলেন, তাহা ঠিক্ বলা কঠিন। কীর্ত্তন প্রবল উৎসাহে চলিতে লাগিল ও (Creditably) বাহবার মধ্যে শেষ হইল।

মেমসাহেবকে দেখিয়া মনে হইতেছিল তিনি অতিষ্ঠ বোধ করিতেছেন। আর কে একজন নিশ্চয় বে-সমজদার হইবেন) বলিয়া ফেলিলেন,—"এগুলি অনাথ বালক, না বাপ-মা বর্ত্তমান।"

সভাপতি মহাশয় উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীর মন্তব্য ও বক্তব্য আহ্বান করায়, সুবক্তারা উঠিয়া পত্নীসহ সভাপতি মহোদয়কে ধন্যবাদ দিলেন, বালকদের উৎসাহ দিলেন, ও রাজভক্ত হইতে উপদেশ দিলেন,—অবশ্য ইংরাজি ভাষায়।

স্মার্ত্ত-শিরোমণি মহাশয় দুই তিন বৎসর হইল বিক্রমপুর হইতে এখানে আসিয়া চতুষ্পাঠী খুলিয়াছিলেন; সাতটি বিদ্যার্থী বালককে বিদ্যা ও অন্নদান করেন। দেশের হাওয়া আর উদরান্নের অবস্থা বুঝিয়া কনিষ্ঠ পুত্র দুইটিকে কয়েক মাস পূর্ব্বে এই ইস্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিলেন। নিমন্ত্রণ পত্র পাইয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সত্বর সন্ধ্যাহ্নিক সারিয়া, ফোঁটা চন্দন, গরদের জোড় ও কটুকে-চটি পরিয়া সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।

সভাপতি সাহেব পুনরায় বলিলেন,—"আর কাহারো কিছু বলিবার আছে?"

শিরোমণি মহাশয় দাঁড়াইয়া বলিলেন,—"অনুমতি হয় ত' আমি বঙ্গ-ভাষায় কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। আমি সংস্কৃত অধ্যাপক

ইংরাজি জানি না। টোল আছে, বিদ্যার্থীদের বিদ্যাদান করা আমার ধর্ম্ম। মুন্সিপাল মাসিক দুই তঙ্কা সাহায্য করেন।"

ম্যাজিষ্ট্রেট্‌সাহেব বাংলায় বলিলেন,--"আপনার মন্তব্য আমি আনন্দের সহিত শুনিতে ইচ্ছা করি।"

শিরোমণি বলিলেন,—"আমার দুই পুত্রকে এই আখরায় ভর্ত্তি কইর‍্যা দিয়েছি। পরাশুনা কি হয় আমি জানি না, বুঝি না, সে সম্বন্ধে আমার কোন বক্তব্য নাই স্বীকার করলাম্—বালই হয়। বিদ্যার্থীর ক্যাস ব্যাস বিলাসের কথাও দরিদ্রের আলোচ্য হইতে পাবে না। কিন্তু সন্ধ্যান্তে বালকদ্বয় ইস্কুলের ফুটোব্ব্যাল্ (foot-ball) চর্চ্চা কইরা ঘরে আসে যেন লাঙ্গল-চষা হাল্যা বলদ,—জান্ নাই, পা লর্‌বর্ করছে, চক্ষু মুদ্যা আসছে, চিৎপাৎ হইয়ে হাপ্ ছাবছে। পুথি লয়্যা বস্‌ছে কি ঢোলছে। না হয় দুই ভ্রাতায় লরুই লাগছে—টিম্ টিম্ (team) বকছে। কযডা গোল (goal) হইল, কযডা উট্ (out) হইল, কে বালো ক্যাক্ (kick) করছে, কে সাবাস সুৎ (shoot) মারছে,—এই সব প্রলাপ কয়! বল্‌দারা পরবে কখন! শ্যাষ,—কলায়ের দাইল, বাইগুন ভাজা ভাত খাইয়্যা মরার মত নিদ্রা! অর্দ্ধ-প্যাট শাকান্ন খাইয়্যা, আর বাবুদের সন্তান চববির জেলাপী চুষ্যাচুষ্যা যক্ষ্মায় মরছে,—পিতামাতাকেও মারছে। তাথচ এই ফুটোব্ব্যাল্ আর বটব্ব্যাল্ (bat ball) বালকদের পরকাল খাইছে। কর্ত্তারা যদি ঐ সঙ্গে অন্ততঃ দুই ছটাক কইর‍্যা খাটি ঘৃত-পক্কের ব্যবস্থা করেন তবেই রক্ষ্যা। আবার ম্যাচ্ ম্যাচ্ কয়,—অর্থ

কত আর কইব হুজুর,—সেদিন কনিষ্ঠ পশুডা নিদ্রাবস্থায চিকুর দিযা গোল (goal) কইয্যা, এমন পাযের গুতা লাগাইল যে গরীবের এক কলোস গুর একেবারে চুবমার হইযে চবকার উপর পইর‍্যা সেডাকে মধুচক্র বানাইয্যা দিল !

ম্যাজিষ্ট্রেটসাহেব তাড়াতাড়ি রুমাল মুখে চাপিযা বলিলেন,—Misfortune indeed ! (দুর্ভাগ্য বটে) !

শিরোমণি বলিলেন,—"হুজুর আপনি জিলাব মালিক, স্বচক্ষে দর্শন করলেন বাপ খুরা, অধ্যাপক, সম্মানিতের সাক্ষাতে ভদ্রবালক তান্ মারছে, ঠেকা ঠোক্‌ছে, লট্‌লটির ভাব দেখাইছে, ছড়া কাটছে, এডা ক্যামন ভাবেন কর্ত্তা !"

"আবাব কর্ণে আসছে মণ্ডালুচি (Mentality) বদলাইতে হইবা। সুবর্ণচন্দ্রেবা ত' আণ্ডা আব চ্যাপ (Chop) চালাইযা মণ্ডালুচি বর্জ্জন বহুদিনই কব্‌ছেন। এখন কি সেডা মোদেব শ্রাদ্ধে আব পিণ্ডদানে চালাইবার চান ! শ্রীবিষ্ণু শ্রীবিষ্ণু,—যাক্ ইসে (চুলার) মধ্যা। ও যামিনী, হ্যাদে নিশিকান্ত এখন আসো খুব শিক্ষা হইছে ! ঘরে চলো সুপুত্র আমার, লাঙ্গল চালাইও, চরকা গুরাইও—মানুষ হবা।"

"ম্যাম্‌সাহিব, সাহিব, ভদ্রমণ্ডলী ব্যাবাক্‌কে ধৈন্নবাদ।"

এই বলিযা শিরোমণি মহাশয পুত্রদ্বযের হাত ধরিযা দ্রুত বাহির হইযা গেলেন। ছেলেদের মধ্যে একটা চাপা হাসি পড়িযা গেল। বড়দের মধ্যে কে একজন তাচ্ছিল্যভাবে বিদ্রূপ করিলেন,—"নবাবী আমলের টাকা !"

একজন শিক্ষিত সুবক্তা উঠিয়া সাহেবকে ইংরাজিতে বুঝাইয়া দিলেন—উনি একজন অশিক্ষিত টুলো-পণ্ডিত—পুরো সেকেলে লোক—গোঁড়া টাইপের (Typeএর)। আজকালের উচ্চ-শিক্ষা ও সভ্যতার ধার ধারেন না, উন্নতিশীল জগতের দ্রুত বিবর্ত্তনের কোন খোঁজই রাখেন না, সময়ের চালে ও তালে চলবার যোগ্যতা একদম নাই, এখনো শতবর্ষ পশ্চাতে সেই অন্ধকারেই পড়ে আছেন। ওঁর কথায় কেহ কান দেবে না দেয়ও নাই। সুখের বিষয় ও-সব জীব (Mammoth) দ্রুত নিঃশেষ হ'যে আসছে, বেশী দিন আর আমাদের এসব দুর্ভোগ ভুগতে হবে না, সুতরাং ওঁর কথার ভালমন্দ আলোচনা অনাবশ্যক।

ম্যাজিষ্ট্রেটসাহেব পূর্ব্ববঙ্গে বহুদিন ছিলেন, তিনি সবই বুঝিয়াছিলেন। একটু হাসিলেন মাত্র।

বালকদের মধ্যে যাহারা উৎকৃষ্ট অভিনয় করিয়াছে, তাহাদের প্রাইজ দিবার পর সভাপতি মহাশয় আনন্দ-প্রকাশসহ শিক্ষক মহাশয়দের প্রশংসা করিলেন ও বালকদের উৎসাহ দিলেন। করতালি পড়িয়া গেল। God save the King গীতান্তে সভাভঙ্গ হইল।

মেমসাহেব মোটরে উঠিতে উঠিতে সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—What do you think of what that old man said. (বৃদ্ধলোকটি যা বললেন সে সম্বন্ধে তুমি কি বল ?)

ম্যাজিষ্ট্রেটসাহেব হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন,—Almost every inch correct They have added

many nuisance to Western methods with vengeance! (পনের আনা ঠিক্। এরা পাশ্চাত্য পদ্ধতির উপর টেক্কা মারতে গিয়ে অনেক উৎপাত চাপিয়ে বসেছে!)

মোটব চলিয়া গেল। বালকেরা অভিনয সম্বন্ধে উৎসাহের সহিত "কেযাবাৎ, ইয়াঃ, আলবাৎ" প্রভৃতি উচ্ছ্বাস তুলিয়া চলিল। পদাতিক-আভিভাবকেরা ফটক পার হইয়া রাস্তায় পড়িতেই,—শরৎ সূর্য্যের সোণার তারে ঝঙ্কার দিতে দিতে একটি সুমধুর স্বর কানে পৌঁছিযা সহসা সকলকে দাঁড় করাইযা দিল।

অদূরে একটি ভিক্ষুক গাছতলায় বসিয়া আপন মনে গাহিতেছিল—

"ভাল ফাঁদ পেতেছ শ্যামা বাজিকরের মেয়ে!"

সমাপ্ত

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২০৩-১-১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা